আনন্দপল্লি

নিমাই ভট্টাচার্য

আনন্দপল্লি

নিমাই ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এক

কলকাতা থেকে খানিকটা দূরে কিন্তু তবু মনে হয় কত কাছে। এখান থেকে সরাসরি বাস যায় ডালহৌসী হয়ে হাওড়া স্টেশন ও আরো কত জায়গায়।

তবু আমাদের এই জায়গাটা সুন্দর, গ্রামীণ পরিবেশ। কলকাতার বাড়িগুলো যেন এ ওর ঘাড়ে পড়ছে ; এক বাড়ির রান্নাঘর থেকে অন্য বাড়ির শোবার ঘর দেখা যায়। সব মিলিয়ে কলকাতা শহর যেমন ইট-সিমেন্ট-লোহার জঙ্গল, সেই রকমই যেন লক্ষ কোটি মানুষের এক বিশাল সমাবেশ।

বাপরে বাপ! মানুষগুলো থাকে কি করে?

আর আমাদের এই এলাকা ঠিক ওর বিপরীত। চারদিকে সবুজের মেলা ; কত ফুল-ফলের গাছ। সারাদিন গাছে গাছে কত রকমের অসংখ্য পাখির আনন্দমেলা। তাছাড়া খুব বড় বড় পাঁচটা পুকুর। এই সবুজের মেলার মাঝখানেই আমাদের সবার ঘরবাড়ি বেশ খানিকটা জমি নিয়ে। সব বাড়িতেই বেশ কিছু ফুল-ফলের গাছ। এখন কল খুললেই জল ; তবু সব বাড়িতেই আগে লাগানো টিউব-ওয়েল আছে ভাল অবস্থাতেই। দুর্গাবাড়ির এক পাশে আছে বিরাট ইদারা ; কি ঠাণ্ডা আর কি মিষ্টি ওর জল। পাশাপাশি দুটো বড় বড় খেলার মাঠ আর তার পাশেই আছে 'আমাদের পাঠাগার'।

এক কথায় এখানে থাকার আনন্দই আলাদা ; তাছাড়া কি শান্তি।

আমাদের এই 'আনন্দপল্লি' যাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠ, তাদের মধ্যে আমার বাবা ও ভাল-জেঠুও ছিলেন। ঘটনাচক্রে বহু বছর পর এই দুই বন্ধুর দেখা হয 'আনন্দপল্লি' গড়ে তোলার সভায়।

বাবা আর ভাল জেঠু শুধু একই স্কুলের ছাত্র ছিলেন না, থাকতেনও একই পাড়ায়। দুটি পরিবারের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট হৃদ্যতা। তবে জেঠু বাবার থেকে দু'বছরের বড় ছিলেন ও দু'ক্লাস উপরে পড়তেন। দু'জনেই

স্কুলের ফুটবল টিমে খেলতেন জেঠু ছিলেন গোলপিকার আর বাবা খেলতেন রাইট আউটে।

'আনন্দপল্লি'র দুর্গাপুজোর সময় দুর্গাবাড়ির সামনের প্যাণ্ডেলে একদল বাসিন্দার সামনে বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, জগদীশদা, তুমি ভাবতে পারবে না, বলাইদা কি দারুণ গোলকিপার ছিলেন। অন্যান্য স্কুলের গেমস্ টিচাররা ওকে বলতেন, চিনের প্রাচীর। বহু স্কুলের অনেক ভাল ভাল ফরোয়ার্ডরা সারা বছরে ওকে ফাঁকি দিয়ে এক-আধটা গোল দিতে পারলেই ওরা ধন্য হয়ে যেতো।

বাবা মুহূর্তের জন্য থেমে বলতেন, বলাইদা এঞ্জিনীয়ার না হয়ে নিছক ফুটবল খেললেও হেসে খেলে পি. কে. ব্যানার্জীদের সঙ্গে ইণ্ডিয়া টিমের গোলকিপার হয়ে ভারত বিখ্যাত হতেন।

জগদীশবাবু হাসতে হাসতে বলতেন, এখন বলাইকে দেখে ভাবাই যায় না, ও এত ভাল গোলকিপার ছিল।

এতক্ষণ পরে ভাল-জেঠু মুখ খুলতেন, এতক্ষণ ইন্দ্র তো খুব আমার কথা বলল কিন্তু ও যে ঠিক ধূর্ত শেয়ালের মতো রাইট আউট ছিল, তা তো তোমরা জানো না।

এক সঙ্গে দু' তিনজন প্রশ্ন করেন, তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু থেমে ভাল-জেঠু হাসতে হাসতে বলেন, খেলার বারো আনা সময় ও নিছক গোবেচারীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতো; তারপর কোনক্রমে একটা বল কাছাকাছি এলেই ইন্দ্র ঠিক চিলের মতো ছোঁ মেরে বল কেড়ে নিয়েই নেকড়ে বাঘের মতো ছুটে গিয়ে গোলের সামনের প্লেয়ারদের বোকা বানিয়ে অপজিট দলের গোলে বল ঢুকিয়ে দিতো।

কী বলছো তুমি?

রসময়দা, আমি ঠিকই বলছি। আরো শুনতে চান?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল।

ইন্দ্র যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে আর কলেজ টিমে খেলে, তখন স্বয়ং বলাই চাটুজ্যে ওকে মোহনবাগান টিমে খেলার জন্য রিকোয়েস্ট করেন।

কী আশ্চর্য! আমরা তো এসব কিছুই জানতাম না।

BanglaBook.org

সব শেষে ভাল-জেঠু বলতেন, তবে ইন্দ্র মোহনবাগানে খেললে কখনই এত ভাল ডাক্তার হতে পারতো না।

একশ' সতের জনকে নিয়ে 'আনন্দপল্লি সমিতি' গড়ে উঠলেও 'আনন্দপল্লি' গড়ে উঠল একশ' একজন সদস্য নিয়ে। সবার ভাগেই জুটলো এক-দেড় বিঘে জমি ; শর্ত হল; অর্ধেকের বেশি জমিতে কখনই কোন ঘরদোর করা যাবে না ও প্রত্যেক বাড়িতেই যথেষ্ট গাছপালা লাগাতে হবে। ঘটনাক্রমে একদিকে পুকুর থাকায় বাবা আর বড়-জেঠুর ভাগ্যে জুটলো প্রায় চার বিঘে জমি ও ঠিক তার অর্ধেক জমি হল এক একজনের। দুটো ঠিক একই ডিজাইনের বাড়ি তৈরি হল দু'জনের এবং এইসব হল ভাল জেঠুর তত্ত্বাবধানে। দুই বন্ধুর ইচ্ছানুসারে দুই বাড়ির মাঝখানে কোন পাঁচিল তোলাও হল না।

তবে এইসব অনেক দিন আগেকার কথা। তখন আমি তো দূরের কথা, ছোড়দিও জন্মায়নি। ভাল জেঠুদের সন্তান—আমার মানুদা আর ছোড়দি একই বছরের কয়েক মাসের এদিক-ওদিকে হয়। তার পাঁচ বছর পর আমার জন্ম হয়।

দুটো বাড়ি, দুটো পরিবার কিন্তু সবকিছুই চলতো যৌথ পরিবারের মতো। মানুদা ছিল দিদির প্রাণপ্রিয় ভাইয়া। ঘুম থেকে উঠেই তার ভাইয়াকে চাই, ঘুমুতে যাবার সময়ও ভাইয়াকে চাই। এই ভাইয়াও ছিল দিদি ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই দিদিকে না দেখতে পেলেই কাঁদতে কাঁদতে বলতো, দিদির কাছে যাবো।

বড়মা হাতের কাজকর্ম ফেলে ছেলেকে কোলে নিয়ে চলে আসতেন আমাদের বাড়ি। উঁনি মাকে বলতেন, চিত্রা, ছেলেকে ধর। ঘুম থেকে উঠেই দিদি-দিদি করে কাঁদতে শুরু করেছে।

মা মানুদাকে কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলতেন, দিদি, যার জন্য ছেলেটা কাঁদছে, সেই তো, এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

সেসব আমি জানি না। ছেলে থাকলো ; তোরা সামলা। আমি চললাম।

এইরকম আরো কত ঘটনা আমি মা আর দিদির কাছে শুনেছি।

দিদির বিয়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। মানুদা তখন বেশ বড় কিন্তু দিদি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মানুদা কিছুতেই তাকে

BanglaBook.org

ছাড়বে না। তাছাড়া সেকি কান্না। শেষ পর্যন্ত দিদি তার ভাইয়াকে সঙ্গে নিয়েই শ্বশুরবাড়ি রওনা। ভাল জেঠু অনেক বুঝিয়ে-টুকিয়ে ওকে পরের দিন ফিরিয়ে আনেন।

তবে ছোড়দির সঙ্গে মানুদার অভাবনীয় হৃদ্যতা আর ভালবাসা দেখে সবাই অবাক হতেন। অনেক অপরিচিতরা তো মাকে প্রশ্ন করতেন, ওরা কি যমজ ভাইবোন?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মা বলতেন, হ্যাঁ।

ওরা হাসতে হাসতে বলতেন, ওদের কাণ্ড কারখানা দেখেই আমার মনে হয়েছিল, যমজ না হলে কখনও এই রকম ভাব-ভালবাসা হতে পারে না।

ওদের ভাব-ভালবাসা দেখে মা-বড়মা পর্যন্ত অবাক হতেন। ওদের খুব ছোটবেলা আমি দেখিনি কিন্তু মা-বড়মার কাছে অনেক গল্প শুনেছি।

মা, প্লীজ ছোড়দি আর মানুদার ছোটবেলার গল্প বল।

মা হাসতে হাসতে বলেন, দু-আড়াই বছর বয়স থেকেই কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতো না। তাছাড়া একজন যা করবে, আরেকজনও ঠিক তাই করবে।

যা করবে মানে?

চৈতি তো আমার বুকের দুধ না খেয়ে ঘুমুতেই পারতো না; আবার ওকে দেখেই মানুরও বুকের দুধ খাওয়া চাই।

তাই নাকি?

আমি হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করি।

আমি চিত হয়ে শুয়ে থাকতাম আর কুকুর বেড়ালের বাচ্চার মতো ওরা দু'জনে দু'পাশ থেকে হুমুড়ি দিয়ে আমার বুকের দুধ খেতো।

মা মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, যেদিন ওরা তোর বড়মার কাছে শুতো, সেদিন তাকেও একইরকম ভাবে দু'জনকে সামলাতে হতো।

তার মানে ওরা তোমাকে আর বড়মাকে খুব বিরক্ত করতো?

আমাদের একটু অসুবিধে বা কষ্ট হলেও বেশ মজা লাগতো ওদের ভালবাসা দেখে।

আর তো কিছু করতো না?

BanglaBook.org

করতো না মানে?

মা না থেমেই বলে যান, যদি দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়-স্বজন ওদের মধ্যে একজনকে একটা জামা-টামা দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনেরও নতুন জামা চাই।

এ তো আচ্ছা বিপদ!

তবে আমাদের দু'তরফের ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনরা কখনই একজনকে কিছু দিতেন না; ওরা সব সময় দু'জনের জন্যই একই ধরনের উপহার আনতেন।

আমি একটু বড় হবার পর ওদের কাণ্ড দেখে না হেসে পারতাম না।

ওদের তখন বয়স কত হবে?

বোধ হয় পনের-ষোল। মানুদার স্বাস্থ্য বরাবরই বেশ ভাল ; তাছাড়া ভাল জেঠুর মতোই বেশ লম্বা-চওড়া। তাইতো ঐ বয়সেই ওর একটু-আধটু দাঁড়ি গজিয়েছে। সর্বোপরি মানুদাকে দেখতে খুবই ভাল। সব মিলিয়ে ভেরি হ্যাণ্ডসাম।

সবার সামনেই ছোড়দি যখন-তখন এক হাত দিয়ে ওর গাল টিপেই গালে চুমু খেয়ে বলতো, হোয়াট এ হ্যাণ্ডসাম লাভলি বয়!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে মানুদাও ওর গাল টিপে ওর গালে চুমু খেয়েই হাসতে হাসতে বলতো, হোয়াট এ হ্যাণ্ডসাম লাভলি গার্ল!

ওরা সব সময় হাত ধরাধরি করে হাঁটবে, একসঙ্গে সিনেমায় যাবে, এক সঙ্গে ফুচকা খাবে ও আরো কত কি। ওদের জন্য অনেক সময় মা-বাবা বা বড়মারা অস্বস্তিতেও পড়তেন ; ওঁরা ওদের বলতেন, ওরে, তোরা বড় হয়েছিস। এখন আর এইসব ছেলেমানুষী করিস না।

মানুদা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলতো, এই চৈতি, আর এইসব ছেলেমানুষী করবি না তো।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ছোড়দি বলতো, মানু, খবরদার আর ছেলেমানুষী করবি না।

ওদের এই ঘনিষ্ঠতা আনন্দপল্লির কেউ কেউ বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। দু'একজন বুড়ী তো সোজাসুজি সেকথা বলেও দিতেন।.....

আমি বোধ হয় তখন ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই বাগচী বাড়ির বুড়ী ত্রসে হাজির।

BanglaBook.org

বৌমা, এই সজনে ডাটাগুলো নাও।

কাকিমা, এগুলো বুঝি আপনাদের বাড়ির গাছের, তাই না?

তবে কি বাজার থেকে কিনে এনেছি?

না, না, তা কেন আনবেন? আপনি তো প্রত্যেক বছরেই দেন....

বৌমা, বিশ্বাস করো কিনা জানি না ; তবে ইন্দ্রকে তো নিজের ছেলের মতোই ভালবাসি আর তোমাকেও ঠিক নিজের পুত্রবধূই মনে করি।

হ্যাঁ, কাকিমা, তা খুব ভাল করেই জানি।

বুড়ী একটু, এদিক-ওদিক তাকিয়েই বলেন, চৈতিকে তো দেখছি না। সে কি ঐ বাড়িতে মানুর কাছে গিয়েছে?

না, কাকিমা, চৈতি ও বাড়ি যায়নি ; ও একটু আগেই কলেজ থেকে ফিরলো।

দেখ বৌমা, একটা কথা বলতাম, যদি তুমি কিছু মনে না করো।

না, না, কিছু মনে করবো না; আপনি বলুন।

বলছিলাম, চৈতি আর মানু দু'জনেই যথেষ্ট বড় হয়েছে। চৈতির বয়সে তো আমার দু'তিনটে ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। তাই বলছিলাম, ওরা যেভাবে মেলামেশা করে, তাতে কিন্তু যে কোন সময় মারাত্মক কিছু ঘটলে অন্তত আমি অবাক হবো না।

ব্যস!

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ছোড়দির আবির্ভাব।

ঠাকুমা, আর কোনদিন এই ধরণের আজেবাজে কথা মাকে বলবেন না। আপনি জানেন, মানু আমার কে?

ছোড়দি এক নিঃশ্বাস বলে যায়, মানু আমার প্রাণ, আমার চোখের মণি ও আমার যমজ ভাই। দু'জনেই একসঙ্গে মা-বড়মার বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি।

ছোড়দি মুহূর্তের জন্য থামতেই বুড়ী বলেন, ওরে বাপু, আমি সবই জানি। তবে কি জানিস, তোদের বয়সটা খুবই খারাপ ; কখন যে কি ঘটে যাবে.....

ছোড়দি চিৎকার করে ওঠে, ঠাকুমা! আবার ঐসব আজে বাজে কথা বলছেন? আমি আর মানু সারারাত একসঙ্গে কাটালেও কিছু হবে না।

মা ছোড়দিকে থামাবার চেষ্টা করেও থামাতে পারেন না।

BanglaBook.org

জেনে রেখে দিন, মানুর মতো ছেলে লাখে একটাও মিলবে না।

বুড়ী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কিছু যখন ঘটবে না বলছিস, তখন ওকে নিয়ে সারারাত কাটা।

ইচ্ছা হলে কাটাবো বৈকি!

এই আনন্দপল্লিরই কেউ কেউ বড়মাকে বলেছিলেন, চৈতির সঙ্গে যখন মানুর এত মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা, তখন ওদের বিয়ে দিচ্ছো না কেন?

বড়মা কিছু বলার আগেই মানুদা ওদের বলেন, চৈতি আর আমি যমজ ভাইবোন। ভাইবোন বিয়ে হয় না বলেই আমরা বিয়ে করছি না। আপনার দয়া করে ভবিষ্যতে আর এই ধরনের কথা বলবেন না।

এইসব অনেকদিন আগেকার কথা। কত কি ঘটে গেল এরই মধ্যে।

ভাল-জেঠুর এক বন্ধুর ছেলে রঞ্জনদার সঙ্গে দিদির বিয়ে হল ও তার ঠিক মাস তিনেক পরই রঞ্জনদা দিদিকে নিয়ে চলে গেলেন আমেরিকা। তারপর দিদিও ডক্টরেট করলো ওখানে। এখন তো ওরা দু'জনেই ইয়েল ইউনিভার্সিটির দুটি ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করছে। দিদির ছেলে হবার সময় মা ওখানে গিয়ে ন'মাস কাটিয়ে এলেন।

একটা বিরাট সুটকেশ বোঝাই দিদি-রঞ্জনদার পাঠানো উপহার নিয়ে ফিরে এলেন মা।

মানু, এই প্যাকেটটা ধর। এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব তোর।

মানুদা অবাক হয়ে বলে, ও ছোট মা। এত বড় প্যাকেটে শুধু আমার জিনিসিপত্র আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর।

আমার জন্য তুমি এত জিনিষ কিনলে কেন?

ওরে হতভাগা, আমি কিছু কিনিনি; সব তোর দিদি পাঠিয়েছে।

মানুদা হাসতে হাসতে বলে, দিদি ইজ গ্রেট! আমাকে নিয়ে এমন পাগলামী আর কেউ করবে না।

বড়মা সঙ্গে সঙ্গে বলে, ও চিরকালই তোকে নিয়ে পাগলামী করেছে।

শুধু মানুদার জন্য না, দিদি আর রঞ্জনদা প্রত্যেকের জন্যই ভাল ভাল উপহার পাঠিয়েছে।

BanglaBook.org

ছোড়দির পাঠানো ঘড়ি পরে সেদিনই কলেজে গেলাম। আর মানুদা?

সপ্তাহের ছ'দিন ছ'টা নতুন সার্ট পরে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি গেল।

তারপর?

ছোড়দি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার মাস তিনেকের মধ্যেই হঠাৎ বিপ্লবদার সঙ্গে ওর বিয়ে হল।

ঘটনাটা যেমনই আকস্মিক, তেমনই নাটকীয়।

বিপ্লবদাও যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং পড়তেন; তবে মানুদার থেকে দু'বছরের সিনিয়র কিন্তু বয়সে পাঁচ বছরের বড়। কারণ বিপ্লবদা ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করার পরই জয়েন্ট এনট্রান্সে অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করে যাদবপুরে ভর্তি হন।

ঘটনাচক্রে বিপ্লবদা মানুদাকে ঠিক নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন ও পড়াশুনার ব্যাপারে খুবই সাহায্য করতেন। শুধু ভাল ছাত্র বলে না, বিপ্লবদার স্বভাব-চরিত্রের জন্য মানুদা ওকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

বিপ্লবদা যাদবপুর থেকে বেরিয়েই কানপুর আই-আই-টি থেকে এম. টেক করেন। কানপুরে পড়ার সময়ও বিপ্লবদা ছুটিতে কলকাতা এলেই মানুদাকে ডেকে পাঠাতেন ও সারাদিন ওরা দু'জনে একসঙ্গে কাটাতেন। কখনো কখনো মানুদা রাত্রেও ওখানে থেকে যেতেন।

যাইহোক একদিন বিপ্লবদাদের বাড়ি থেকে ফিরেই মানুদা সবার সামনেই চিৎকার করে বলেন, সামনের শুক্রবারই বিপ্লবদার সঙ্গে চৈতির বিয়ে ঠিক করে এলাম।

ওর কথা শুনে সবাই অবাক।

সবার আগে ছোড়দি বলল, এম. এ. পাস করার আগে আমি বিয়ে করবো না।

মানুদা ওর দুটো হাত ধরে বলে, দ্যাখ চৈতি, অনেক ছেলে আছে যারা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি করছে কিন্তু তাদের স্বভাব-চরিত্র মোটেও ভাল না। আমি যাদবপুরেই অনেক ভাল স্টুডেন্ট দেখেছি কিন্তু তাদের স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ।

মানুদা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বিপ্লবদা শুধু ভাল ছাত্রই না, তাঁর স্বভাব চরিত্রের জন্য তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে তুই বিপ্লবদাকে নিয়ে রীতিমতো গর্ব করবি।

BanglaBook.org

না, ছোড়দি আর আপত্তি করে নি।

ভাল জেঠু ছোড়দিকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, চৈতি মা, আমরাও তো বিপ্লবকে অনেক দিন দেখেছি। আমিও মানুর সঙ্গে ষোল আনা এক মত যে বিপ্লবকে বিয়ে করে তুই নিশ্চয়ই সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবি।

হ্যাঁ, পরের শুক্রবারই বিপ্লবদার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হল।

বৌভাত-ফুলশয্যার পরদিনই বিপ্লবদা দুবাই গেলেন; পাশপোর্ট-ভিসা ইত্যাদির ব্যবস্থা হবার পরই ছোড়দিও দুবাই গেল।

ওখানে বছর দুয়েক থাকার পরই বিপ্লবদা গেলেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে।

দিন এগিয়ে চলে ; ঋতু বদলে যায়।

বিপ্লবদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুদাও যাদবপুর থেকে পাস করার পর এম. টেক. করার জন্য দিল্লী আই-আই-টি'তে ভর্তি হল।

দুই

এখন আমি আর স্কুলে পড়ি না ; আমি এখন কলেজ স্টুডেন্ট। প্যান্টের মধ্যে সার্ট; সার্টের হাত গোটানো। কখনো কখনো সার্টের বদলে রং বাহার টি সার্ট। বাঁ হাতে ঘড়ি। হাতে একটা খাতা; হয়ত বা একটা বইও কিন্তু তার বেশি কখনই নয়। সার্টের বুক পকেটে ডট্ পেন, প্যান্টের হিপ্ পকেটে পার্স। পায় কাবলি বা চকচকে কালো বুট ও অ্যাশ কলার মোজা।

আর?

মনে রঙীন স্বপ্ন ; চোখে-মুখে একটু হাসি।

এই আনন্দপল্লিতে এখন আমার বয়সী অনেক ছেলেমেয়ে; প্রায় সবাই কেউ চিনি। হৃদ্যতা বন্ধুত্বও অনেকের সঙ্গে। দু'চারটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে গোধূলির আলোয় আড্ডা। কখনো সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের সরস গল্প বা নিজেদের একটু-আধটু রোমান্সের কথা।

এই সুব্রত, তোর কি ব্যাপার রে? শালা, পরশু দিন কালোদার দোকানে বিপাশার সঙ্গে এমন গল্পে মত্ত যে আমাকে আর তপনকে দেখতেই পেলি না।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, মৃণাল শুধু বিপাশাকে মাঝে মাঝেই প্রেমপত্র লিখছে না, প্রায় রোজই রাত্রে ওকে ফোন করে। তাই.....

BanglaBook.org

ওর কথার মাঝখানেই বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে, তাই বুঝি বিপাশা তোকে বলছিল, শুধু তোর প্রেমপত্র পেতেই ওর ভাল লাগে?

ওর কথায় সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

তবু সুব্রত দমে যায় না। বলে, বৈশাখী, ফর ইনফরমেশন তোকে জানিয়ে রাখি, বিপাশা ডু লাভ মী।

সন্ধে ঘুরে গেছে। সব বাড়িতেই আলো জ্বলে উঠেছে। আড্ডা থেকে কেটে পড়ার জন্য তপন উঠে দাঁড়িয়েই চাপা হাসি হেসে বলে, ঐ ন্যাকা মেয়েটাকে তো আর কেউ ভালবাসবে না, তাই তোকে....

সবাই হেসে ওঠে।

সুব্রত বাড়ি যাবার জন্য পা বাড়িয়েই বলে, তপন, বিপাশা তোকে পাত্তা দেয় না বলেই বুঝি গ্রেপস্ আর সাওয়ার।

কে যেন বলল, ইংলিশে অনার্স নিয়েছিস বলেই কী সব কথার মধ্যে একটু ইংরেজি না ঢুকিয়ে পারছিস না?

বৈশাখী হঠাৎ আমার একটা হাতে একটু টান দিয়েই বলে, এই তপু, মা তোকে ডেকেছেন; চল, আমার সঙ্গে।

অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমরা ডান দিকে ঘুরতেই বৈশাখী আমার একটা হাত ধরে একটু হেসে বলে, এই টি-সার্ট আর জীনস্-এ তোকে দারুণ লাগছে।

সত্যি বলছিস?

এই তো তোকে ছুঁয়ে বলছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, ইউ আর বিকামিং মোর অ্যাণ্ড মোর হ্যাণ্ডসাম এভরি ডে।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

BanglaBook.org

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, লিপি আজকাল তোর সঙ্গে ভাব জমাবার খুব চেষ্টা করছে, তাই না?

আরে দূর! দূর! ওকে আমি সহ্যই করতে পারি না। আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালেও ও বোঝে না।

ওর ধারণা, ওর শরীরটা দেখেই তুই গলে যাবি।

ওর ধারণা নিয়ে ও থাকুক; আমাকে বিরক্ত না করলেই হল।

কথায় কথায় আমরা ওদের বাড়ি পৌঁছে যাই। বাড়ির মধ্যে পা দিতেই কাকিমা একটু হেসে বলেন, মানু, আজ তোর মা আর বড়মা এসেছিল। আমরা তিনজনে মিলে সারা দুপুর প্রাণ ভরে গল্প করেছি।

মা-বড়মার তো দুপুরে ঘুমুবার অভ্যাস নেই ; হয় বই পড়বেন, নয়তো আড্ডা দেবেন।

খুব ভাল করে জানি; আমিও তো দুপুরে ঘুমুতে পারি না।

কাকিমা থামতেই বৈশাখী বলে, মা, তপুকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি; ওকে একটা নোটস্ দেখাব। বাবা এসেই যেন চিৎকার শুরু না করে।

তুই ওকে নিয়ে তোর ঘরে যা। তোর বাবা তোকে ডাকাডাকি করবে না; আজ সে ডিনার সেরে ফিরবে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বৈশাখী বেশ গলা চড়িয়ে বলে, মাসের মধ্যে পনের-বিশ দিনই তো বাবার বাইরে ডিনার ; সে আর নতুন কথা কি!

বৈশাখীর পিছন পিছন ওর ঘরে ঢুকতেই ও চাপা হাসি হেসে বলে, চোখ বন্ধ কর।

কেন?

পরে বলব।

না, এখনই বল।

প্লীজ তর্ক না করে চোখ বন্ধ কর।

কী করবে? চোখ বন্ধ করলাম।

আমি চোখ বন্ধ করতেই বৈশাখী দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরেই আমাকে কয়েক মিনিট ধরে চুমু খায়।

তারপর?

দু'জনের মুখেই খুশির হাসি।

তুই বিশ্বাস কর, ক'দিন ধরেই খুব ইচ্ছে করছিল, তোকে চুমু খেতে; তাই.....

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আর বা হাতের উপর ওর মাথা রেখে ওকে দীর্ঘ চুম্বন দিই।

তারপর?

BanglaBook.org

দু'জনেই দু'জনকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি।

কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকার পর আমরা আবার মুখোমুখি দাঁড়াই।

আমি ওর দুটো হাত ধরে চোখের পর চোখ রেখে বলি, তাহলে আজ সত্যি সত্যিই আমাদের যৌবন উৎসবের উদ্বোধন হল!

হ্যাঁ, হল।

এবার এক কাপ কফি খাওয়াবি তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনছি।

কফি খেয়েই আমি বাড়ি ফিরে আসি।

বৈশাখীকে বরাবরই আমার ভাল লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি ভাল লেগেছে। রূপ তো ওর আছেই; তাছাড়া কি সপ্রতিভ। যেমন হাসতে পারে ; তেমনি মিশতে পারে। তবে আনন্দপল্লির ওর বয়সী অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় ও অনেক বেশি আধুনিকা।

না হবার কোন কারণ নেই।

কাকু আই-আই-এম থেকে পাস করেই আই-টি-সি'র অফিসার হয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছেন। আর কাকিমা শান্তিনিকেতনে স্কুলের পর্ব মিটিয়ে সঙ্গীত- ভবনের ছাত্রী ছিলেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও অরুন্ধতী দেবীও ওরই ব্যাচের ছাত্রী ছিলেন। বৈশাখী ওদের এক মাত্র সন্তান। সুতরাং শুধু একটু বেশি আদর না, অনেকটা স্বাধীনতাও ভোগ করে। পদে পদে মর্যাদা মেনে চলতেই হয় ওকে ; বৈশাখীও সব সময় তা মেনে চলে।

বৈশাখী কখনই পথে ঘাটে বন্ধুদের সঙ্গে হাহা-হিহি করবে না; তবে বাড়িতে বন্ধুদের ডেকে এনে আড্ডা দেবার অফুরন্ত স্বাধীনতা কিন্তু ওর পছন্দ-অপছন্দ বড় নির্মমভাবে প্রকাশ করে।

এইতো মাস ছয়েক আগেই সুকুমার ওর বাড়িতে গিয়ে একটু গল্পগুজব করার পরই হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরতেই বৈশাখী ওকে চড় দিয়ে বলে, এখুনি বেরিয়ে যা। আর কোনদিন বেচাল কিছু করলেই পায়ের চটি খুলে তোকে পেটাব।

না, শ্রীমান সুকুমার দত্ত আর কোনদিন আমাদের বৈকালিক আড্ডাতেও আসতে সাহস করেনি।

BanglaBook.org

আমি তো হাসতে হাসতে ওকে বলি, তোকে দেখলেই তো ছেলেরা তোর প্রেমে পড়ে যায়।

ও হাসতে হাসতেই বলে, যে ইচ্ছে মনে মনে প্রেম করুক, আমার তো কোন আপত্তি নেই; তবে যদি কেউ প্রেম নিবেদন করতে আসে, তার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।

দু'চারজন তো সিরিয়াস থাকতে পারে।

আমি তো দ্রৌপদী না যে একই সঙ্গে পাঁচজনকে ভালবাসবো।

বৈশাখী প্রায় না থেমেই আমাকে বলে, তোকে আমি সত্যি ভালবাসি; তাইতো সেদিন তোকে কিস করলাম। আমার বিশ্বাস তুইও আমাকে ভালবাসিস। তুই আমার ঘরে আমার সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছিস, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছিস কিন্তু কোনদিন অসভ্যতা করিসনি। তাইতো তোকে আরো বেশি ভাল লেগেছে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বাট মাই ডিয়ার বিলাভেড ফ্রেন্ড, প্লীজ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিস না।

আমি ওর দুটো হাত ধরে বলি, তোকে আমি কথা দিচ্ছি, আমি কোনদিন তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।

ও আলতো করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকের উপর মুখখানা রাখে; আমিও ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে ওর মাথার উপর মুখখানা রাখি।

নীচে নেমে আসতেই কাকিমা বলেন, হ্যারে মানু, এখনই বাড়ি যাবি? আমার কাছে একটু বসবি না?

আমি এক গাল হেসে বলি, হ্যাঁ, কাকিমা, নিশ্চয়ই বসবো।

আমি পাশে বসতেই কাকিমা বলেন, তোকে আর মানুকে আমার খুব ভাল লাগে; তোরা দুটো ভাই সত্যি বড় ভাল।

আমার চাইতে মানুদা অনেক ভাল; ওর সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না।

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুই মানুদাকে দাদা বলিস না কেন?

সবার মুখে মানু-মানু শুনে আমিও প্রথম প্রথম শুধু মানুই বলতাম; তারপর আস্তে আস্তে মানুদা বলা শুরু করি।

সত্যি মানুদা ইজ অ্যান আইডিয়াল ম্যান।

কাকিমা বলেন, আসলে ওর মা-বাবা দু'জনেই এত ভাল যে মানুর তো অন্যরকম হওয়া সম্ভব হয়নি।

BanglaBook.org

বৈশাখী একটু হেসে বলে, আচ্ছা মা, জেঠু আর ছোট মা ভাল বলেই কি তপু ভাল হয়েছে?

অবশ্যই।

উনি না থেমেই বলেন, মা-বাবা ভাল হলে, বাড়ির পরিবেশ ভাল হলে, ছেলেমেয়েও ভাল হয়। মানু আর চৈতি তো দুটো পরিবারের ছেলেমেয়ে কিন্তু ওদের দু'জনকে দেখেই তো বুঝা যায়, কত ভাল পরিবেশ আর মা-বাবা ওরা পেয়েছে।

কাকিমা এবার একটু হেসে বলেন, তা না হলে তো দু'জনেরই গোল্লায় যাবার ষোল আনা সম্ভব ছিল।

হ্যাঁ, মা, তুমি ঠিকই বলেছ।

দুটো পরিবারের মধ্যে এইরকম ভাব-ভালবাসা তো আজকাল দেখাই যায় না। বাইরের লোকজন তো বড়দা আর দাদাকে আপন ভাইই মনে করে।

আচ্ছা কাকিমা, আপনি ভাল-জেঠুকে বড়দা বলেন কেন?

ওরে তপু, ওঁনাকে দেখেই আমার বড়দার কথা মনে হয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কাকিমা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমার বড়দাকে দেখতে অনেকটা ওঁনার মতোই ছিল; তাছাড়া আমার বড়দার মতোই ইনিও অসম্ভব উদার আর ভাল মানুষ।

বৈশাখী বলে, মা, বড় মামা কতদিন আগে মারা গিয়েছেন?

তোর জন্মের অনেক আগেই বড়দা মারা যান।

দু'এক মিনিট নীরবতার পর কাকিমা বলেন, হ্যাঁরে তপু, বক বক করে দেরি করিয়ে দিলাম বলে তোর পড়াশুনার ক্ষতি করলাম নাকি?

না, না, কাকিমা, কিছু ক্ষতি হল না।

আমি একটু হেসে বলি, আপনার কাছে যত বেশি সময় থাকব, আমার তো তত বেশি উপকার হবে।

কাকমিা শুধু হাসেন; তারপর বলেন, বৈশাখী, ওকে একটু এগিয়ে দে।

আমি বাড়ি যাবার জন্য পা বাড়াতেই কাকিমা বলেন, তপু, যখনই সময় পাবি, চলে আসিস।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, কাকিমা, আসব।

সাত সকালেই বৈশাখীকে দেখে চিত্রা দেবী বলেন, কী ব্যাপারে রে? এই সাত সকালেই.....

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বৈশাখী বলে, তপুর একটা নোটস্ দেখব বলে এলাম।

ও সঙ্গে সঙ্গেই এদিক-ওদিক দেখে বলে, জেঠুকে দেখছি না তো!

তোর জেঠু পাঁচ মিনিট আগেই নার্সিং হোম রওনা হলেন।

ও!

আমি বাথরুম থেকে বেরিয়েই বৈশাখীকে দেখে অবাক। এক গাল হেসে বলি, হঠাৎ এত সকালে এলি?

ও দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলে, তোকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল।

রিয়েলি?

সত্যি বলছি, কাল রাত্তিরে তোর কথা এত বেশি মনে হচ্ছিল যে ঘুম থেকে উঠেই তোকে দেখবার জন্য ছুটে এলাম।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলি, কাল রাত্তিরে আমারও তোর কথা খুব মনে হচ্ছিল।

সত্যি বলছিস?

মা-র নামে শপথ করে বলব?

না, না।

বৈশাখী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমার কথা কি মনে হচ্ছিল?

বলব? তুই কিছু মনে করবি না তো?

না, না, কিছু মনে করবো না; তুই বল।

তোকে খুব কাছে পেতে, তোকে খুব আদর করতে ইচ্ছা করছিল।

ও আমার চোখের পর চোখ রেখে এক গাল হেসে বলে, আমারও ঠিক একই ইচ্ছা করছিল।

দু'এক মিনিট কেউ কোন কথা বলি না। একটু পরে আমি বলি, হঠাৎ আমরা খুব কাছাকাছি এসে গেলাম, তাই না?

BanglaBook.org

বৈশাখী বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলে, পরস্পরের ভাললাগা তো অনেক দিনের ; সেই ভাললাগাই তো এখন ভালবাসা হয়েছে।

ঠিক বলেছিস।

ও হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করেই বলে, তুই যে কোন একটা আজেবাজে খাতা আমাকে দে ; ছোট মাকে বলেছি, একটা নোটস্....

বুঝেছি।

আমার একটা পুরনো খাতা নিয়েই বৈশাখী চলে যায়।

নীচে থেকে মা-র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, বৈশাখী, আবার আসিস।

হ্যাঁ, ছোট মা, আসব।

কলেজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের জীবনে হঠাৎ বসন্তোৎসবের শুরু হয়। আমি আর বৈশাখী একই সঙ্গে কলেজে ভর্তি হয়েছি ; ও ব্রেবোর্নে, আমি সেন্ট জেভিয়ার্সে। বৈশাখী ইংরেজিতে খুবই ভাল নম্বর পেয়ে পাস করেছে কিন্তু তবু ও আমারই মতে পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়েছে।

তুই ইংলিশে অনার্স নিলি না কেন?

তোর সঙ্গে কনসাল্ট করে পড়তে পারবো বলেই পল-সায়েন্সে অনার্স নিলাম।

কিন্তু তুই তো হায়ার সেকেন্ডারীতে ইংলিশে খুবই ভাল নম্বর পেয়েছিস।

সো হোয়াট?

ও মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, পল সায়েন্সও আমার খুবই ফেবারিট সাবজেক্ট।

ও আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, তুই আর আমি যদি কনসাল্ট করে পড়ি, তাতে কি তোর আপত্তি আছে?

না, না, আমার কেন আপত্তি থাকবে?

দুটো কলেজের আলাদা আলাদা লেকচার দের নোটস্ মিলিয়ে পড়লে তো আমাদের দু'জনেরই উপকার হবে, তাই না?

হ্যাঁ, উপকার তো হবেই।

কলেজে ভর্তি হবার পর পরই আমাদের এই কথা হয়েছিল, কিন্তু মাস খানেক যখন আমরা একসঙ্গে পড়ছিলাম, তখন ও হাসতে হাসতে বলেছিল, তোর পাশে বসে পড়তে ভাল লাগে।

BanglaBook.org

আমি হেসে বলেছিলাম, পড়তে ভাল লাগে নাকি পাশে বসতে ভাল লাগে?

দুটোই।

শেষে আমি বলি, আমি এখনও বলছি, তুই চেঞ্জ করে ইংলিষে অনার্স নে।

আচ্ছা দেখছি।

প্রেমে পড়লে ছেলেরা দৌড়তে শুরু করে; অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে আনন্দ-সম্ভোগের স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে বিচরণ করতে শুরু করে।

আর মেয়েরা?

মেয়েরা প্রেমে পড়লেও অনেক সতর্ক। বাচ-বিচার করেই সে ধীর পদক্ষেপে এগুবে ; ছেলেদের মতো কখনই ভেসে যাবে না। তবে যদি সত্যি সে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, তবে কোন বাধা-বিপত্তিকেই গ্রাহ্য করবে না।

বৈশাখীকে বরাবরই আমার ভাল লাগে। গত দু'এক বছর ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখেছি কিন্তু নানা দ্বিধা-দ্বন্দ শঙ্কা-আশঙ্কায় এগুতে পারিনি।

কখনো মনে হয়েছে, ও নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসে; পর মুহূর্তেই মনে মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সত্যি কি ভালবাসে? নাকি অন্য কোন ছেলেকে ভালবাসে?

তাছাড়া আরো কারণ আছে।

আমার ভালবাসা প্রকাশ করার পর ও যদি এড়িয়ে যায়? যদি বলে, সরি, আই কান্ট লাভ ইউ? অথবা.....

হঠাৎ যে সব কালো মেঘ নিমেষে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠবে মন, তা ভাবতে পারিনি।

বৈশাখী, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ!

বৈশাখী, লঙ লিভ আওয়ার লাভ!

BanglaBook.org

তিন

আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন বি. কে. সি ; হঠাৎ বেয়ারা এসে তাঁর হাতে একটা চিরকুট দিয়ে চলে গেল। ঐ চিরকুটের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই বি. কে. সি সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাপস চ্যাটার্জী।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলি, ইয়েস স্যার।

তোমার মা কলেজে ফোন করেছিলেন ; তোমার আংকল আই মীন কাকা বা জেঠা সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড। তুমি এখুনি ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইর্মাজেন্সীতে চলে যাও। ওখানে তোমার বাবাকেও পাবে।

কথাটা শুনেই মাথাটা ঘুরে যায়। জেঠু সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড!

সর্বনাশ!

কয়েক মুহূর্ত আমি চোখে অন্ধকার দেখি। মনে হয়, সারা পৃথিবী টলমল করে এদিক-ওদিক দুলছে। তারপর কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি কলেজ থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হই।

হাসপাতালের ইর্মাজেন্সীর সামনে বেশ পুলিসের ভীড়। কষ্ট করে এগিয়ে যেতেই বাবার সঙ্গে দেখা। বাবার চোখ-মুখ দেখেই আমি আঁতকে উঠি।

ও মাই গড! এরই মধ্যে বাবার চোখ-মুখের অবস্থা এইরকম হয়েছে?

মাথা ঘুরে যায়। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

বাবা আলতো করে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, দাদাকে মার্ডার করেছে।

মার্ডার!

আমি চিৎকার করে উঠি।

হ্যাঁ, মার্ডার।

কিন্তু কেন?

জানি না।

কে মার্ডার করলো?

ঠিক জানি না ; তবে একজন মহিলাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে।

মহিলা?

বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলেন, আঃ! চুপ কর তো।

ঠিক সেই সময় বৈশাখীর বাবা সুবিমল চৌধুরী এসে হাজির। ওঁকে দেখেই বাবা ওঁর হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আমি বোকার মতো ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট পনের কুড়ি পরে কাকুকে নিয়ে বাবা আমার সামনে এসেই বলেন, চল, আমরা বাড়ি যাই।

BanglaBook.org

আর ভাল-জেঠুর....

ওঁর বডি এখনই পুলিশ মর্গে পাঠাবে, কাল পোস্টমর্টেম হবে।

কিন্তু.....

বাবা আমাকে বকুনি দিয়ে বলেন, এখন বাড়ি চল তো।

কাকুও বলেন, তপু, বাবার সঙ্গে বাড়ি যাও, আমিও তোমাদের পিছন পিছন আসছি।

আমি শোকে-দুঃখে ভয়ে-আতঙ্কে আর আকস্মিকতায় একেবারে প্রাণহীন একটা জড় পদার্থের মতো হয়েছি। হঠাৎ আমাদের দু'বাড়ির সামনে লোকের ভীড় দেখেই ভীষণ ভয় করে। যাইহোক কোন মতে গাড়ি থেকে নেমেই প্রায় ছুটে নিজের ঘরে ঢুকেই হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ি।

সে এক ভয়ঙ্কর কালো রাত্রি। বুকের মধ্যে একটা বিচিত্র যন্ত্রণা নিয়ে উপুড় হয়ে বালিশ চেপে বিছানায় পড়ে থাকি। বড়মা তো দূরের কথা, কারুর মুখোমুখি হবার সাহস হচ্ছে না। বড়মাকে ঘিরে ও বাড়িতে কী হচ্ছে, তা ভাবতেও ভয় করছে।

ঐভাবে কতক্ষণ ছিলাম, তা জানি না। রাত কত হল, তাও জানি না ; হাতে যে একটা ঘড়ি আছে, সে খেয়ালও নেই। একবার মনে হল আশেপাশেই কারা যেন কথা বলছে ; বোধ হয় আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ কথা বলছে, কিন্তু ফিরে দেখতে ইচ্ছাও হল না, সাহসও হল না। কেউ যদি জানতে চায়, তোর ভাল-জেঠুকে কীভাবে খুন করেছে, কোথায় তাঁর আঘাত লেগেছে তাহলে কী করে আমি জবাব দেব।

ঐ হাসপাতালেই কারা যেন বলাবলি করছিল, ভদ্রলোকের গলায় লেগেছে কিন্তু ওরা কি ভাল-জেঠুর কথা বলছিল? নাকি অন্য কোন পেসান্টের কথা বলছিল?

জানি না।

ওদের কাছেও জিজ্ঞাসা করার সাহস হয় নি. বাবা বা সুবিমলকাকুকেও জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

আমি ঐভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকি।

BanglaBook.org

তখন কত রাত জানি না। হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই পাশ ফিরে দেখি, কাকিমা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বৈশাখী।

তপু, বাবা, উঠে একটু খেয়ে নে। লক্ষ্মী বাবা আমার ওঠ।

আমি আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করি।

ওরে তোর ভাল-জেঠু তো আমারও বড়দা ছিলেন। আমাদের সবাইকেই তো কাঁদতে হচ্ছে ; আমাদের বোধ হয় সারাজীবনই কাঁদতে হবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তবে বাবা, যতক্ষণ বেঁচে থাকতে হবে, ততক্ষণ তো আমাদের খাওয়া-দাওয়াও করতে হবে। আবার কাজকর্মও করতে হবে। ওঠ বাবা, ওঠ, একটু মুখ দে। তুই খাবার পর তোর বাবা আর কাকুকেও তো.....

আমি কাঁদতে কাঁদতেই বলি, কাকিমা, আপনি আর বলবেন না আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।

লক্ষ্মী বাবা আমার, সামান্য একটু মুখে দে।

এবার বৈশাখী বলে, মা, থালাটা আমার হাতে দিয়ে তুমি ও বাড়ি যাও।

হ্যাঁ, নে কিন্তু দেখিস, ছেলেটার পেটে যেন কিছু যায় ; তাড়াহুড়ো করে দু'মুঠো মুখে দিয়ে কলেজে যাবার পর তো ওর পেটে আর কিছু পড়েনি।

আচ্ছা ঠিক আছে ; তুমি ও বাড়ি যাও, আমি দেখছি।

কাকিমা চলে যাবার পরই বৈশাখী বাথরুম থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে এনে আমার চোখ-মুখ মুছিয়ে দেয়। তারপর ঠিক মা-বড়মার মতো ওর কোলে তুলে নিয়ে বলে, তপু, প্লীজ, একটু হা কর।

আমি অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, এবার একটু হা কর।

আমি সত্যি একটু হা করি। ও আমার মুখে কি যেন পুরে দেয়। আমি ছোট্ট বাধ্য শিশুর মতো খেয়ে নিই।

দু'চারবার মুখে দেবার পর বলি, প্লীজ, আমাকে আর দিস না ; আমি আর পারবো না।

BanglaBook.org

আর সামান্য একটু দেব ; তারপর সত্যি আর দেব না।

কিন্তু.....

ও আলতো আমার মুখের পর মুখ রেখে বলে, প্লীজ, আর কথা বলিস না। তুই একটু না খেলে আমি খাবো কি করে?

তোর খাওয়া হয় নি?

ও ঠোঁটের কোণে একটু হাসির ইঙ্গিত দিয়েই বলে, তোকে একটু না খাইয়ে আমি কি খেতে পারি?

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয় ; খেয়াল হয়, বোধহয় আমি না খেলে বোধ হয় অনেকেই খেতে পারছে না। তাইতো আমি আর কোন কথা না বলে আরো একটু খাই।

আমি জল আনছি ; তুই এখানেই মুখ ধুয়ে নে।

আমি বাথরুমে যাবো।

চল।

ও আমাকে ধরে ধরে বাথরুমের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই বলে, দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছি ; ভিতর থেকে লক্ করিস না। আমি এখুনি তোকে পাজামা দিচ্ছি ; তুই চেঞ্জ করে বেরুবি।

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি। ও পাজামা-পাঞ্জাবি দেয়, আমি কলেজের জামা-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে আসি।

ও আবার আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েই বলে, অনেক রাত হয়েছে ; এবার ঘুমিয়ে পড়।

ক'টা বাজে?

ও আমার বাঁ হাত তুলে ধরে ঘড়ি দেখিয়ে একটু হেসে বলে, তোর হাতে ঘড়ি আছে না? দেখছিস তো দেড়টা বাজে।

বড়মার কাছে কে আছ?

অনেকেই আছে।

মা কোথায়?

বড়মার কাছে আছে।

ও!

এবার ঘুমিয়ে পড়বি ; আর জেগে থাকবি না। আমি এবার যাচ্ছি।

বৈশাখী বেরুবার জন্য পা বাড়াতেই আমি বলি, তুই আর আসবি না?

BanglaBook.org

ও পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আসব।

বৈশাখী চলে যায়।

আমি চোখ খুলেই শুয়ে থাকি। চিন্তা করি আকাশপাতাল, যার কোন কুলকিনারা নেই। চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় না। ঘুম কাতুরে বলে আমার খ্যাতি আছে। ছায়া মাসি সকালে চা নিয়ে ডাকাডাকি করে রান্নাঘরের কাজে ফিরে যায়, কিন্তু আমার ঘুম ভাঙে না। অনেক দিন বাবা নার্সিং হোমে বেরিয়ে যাবার আগে আমার ঘুম ভাঙে না। শেষ পর্যন্ত মা এসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বাবা-বাছা বলে বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করায় আমার নেত্রদ্বয় উন্মোচিত হয়।

শুধু কি তাই?

কতদিন বৈশাখী বইটই কিছু নেবার জন্য এসেও দেখেছে, আমি ঘুমুচ্ছি। আমার পাশে বসে দু'হাত দিয়ে, জোর করে চোখ দুটো খুলে হাসতে হাসতে বলেছে, কাল সারারাত্তির বউ ঘুমুতে দেয়নি নাকি?

তুই? এত ভোরে?

ও আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলেছে, এখন আর ভোর নেই ; আটটা বেজে গেছে।

সেকি?

ছায়া মাসি তো এখনও চা দিয়ে গেল না।

বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলে রাখা চায়ের কাপ দেখিয়ে বলে, এটা কি?

আর আজ?

হটাৎ বৈশাখী এসে হাজির।

কি আশ্চর্য? তুই এখনও ঘুমোস নি? আড়াইটে বেজে গেছে, তা জানিস?

ও আমার একটা হাত ধরে বলে, প্লীজ, তুই এবার ঘুমিয়ে পড়। আমি ভীষণ টায়ার্ড ; এবার আমি বাড়ি যচ্ছি।

না, ও আর দাঁড়াতে পারে না। বাড়ি যাবার জন্য আমার ঘর থেকে বেরুতে বেরুতেই বলে, আসছি।

ও চলে যায়।

BanglaBook.org

আমি আগের মতোই শুয়ে থাকি কিন্তু তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা টেরও পাইনি।

চোখ-মুখে রোদ্দুর পড়তেই ঘুম ভাঙলো। হাতের ঘড়িতে দেখি, সাড়ে ন'টা বাজে। প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠেই বাথরুমে গেলাম। বাথরুম থেকে বেরুবার পরই খেয়াল হল, আজ ভাল-জেঠুর পোস্টমর্টেম হবার পর বডি পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বিরাট সিঁদুরের টিপ পরা বড়মার অপূর্ব সুন্দর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পর মুহূর্তেই মনে হল, আচ্ছা বড়মা কেমন আছেন? কি করছেন? কারা আছেন ওঁর কাছে?

বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখি, সুবিমলকাকু গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছেন ; তার পাশে বাবা আর পিছনের সীটে মানুদা আর অজয়কাকু। আমি ওদের কাছাকাছি যেতে না যেতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো। কাকুর গাড়ির পিছন পিছন আরো দুটো গাড়ি ভর্তি লোক দেখলাম। একটা গাড়ি চালাচ্ছিলেন নন্দকাকু, অন্যটা পরেশ জেঠা।

বাড়ির বাইরে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভিতরে গেলাম। খুব ভয়ে ভয়ে বড়মার ঘরের দিকে এগুলাম।

তারপর?

বড়মার ঘরের দরজার কাছাকাছি যেতেই বৈশাখীর গলা শুনতে পেলাম।

বড়মা, প্লীজ চা খাও। বড়মা ভুলে যেও না, তুমি স্বামী হারিয়েছ আর আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। আমাকে সুন্দরী মা বলে আর কেউ ডাকবে না।

বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বৈশাখীর কণ্ঠস্বর। তবু বলে, বড়মা, তুমি তো জানো, আমি রোজ ছেলের কপালে চুমু না খেলে সে শান্তি পেতো না। তুমি আমাকে কষ্ট দিতে পারো না ; নাও, চা খাও।

কোন এক কাকিমার গলা শুনলাম, বড়দি, মেয়ের কথা শুনে এই চা টুকু খেয়ে নাও।

আবার বৈশাখীর গলা—আপনারা সবাই দেখুন। বড়মা আমার কথা শুনে চা খাচ্ছেন।

BanglaBook.org

নন্দী কাকিমা ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে আমাকে বলেন, তুই বড়মার কাছে যা ; ওঁর ভাল লাগবে।

তবু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যে বড়মার কাছে রোজ যখন-তখন ছুটে গেছি, সেই বড়মার কাছে আজ যেতে এত দ্বিধা, এত ভয়!

না, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না ; বড়মাকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবার জন্য এগিয়ে যাই।

বড়মার মুখখানা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেই আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠি। বড়মাও নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাকে জড়িয়ে ধরেন।

বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে কাটলো। তারপর আমি নিঃশব্দে মাথা নীচু করে ঐ ঘর থকে বরিয়ে সোজা নিজের ঘরে আসি কিন্তু বসতেও পারি না, শুতেও পারি না। ঘরের মধ্যেই পায়চারি করি।

ছায়া মাসি টোস্ট-ওমলেট আর এক গেলাস হরলিক্স ছোট টেবিলের পর রেখে বলে, তপু, লক্ষ্মীটি, খেয়ে নে। আমি যাচ্ছি ; আমার অনেক কাজ আছে।

আমি খাবার স্পর্শ করি না ; আগের মতোই ঘরের মধ্যে পায়চারি করি।

বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে নন্দিতাদি এসে বলে, তপু ভাই, খেয়ে নে খালি পেটে তো শ্মশানে যেতে পারবি না।

তুমি যাও, আমি খাচ্ছি।

নন্দিতাদি চলে যায়।

সত্যি আমার খেতে ইচ্ছে করছে না ; তাছাড়া খিদেও পায়নি।

দশ-পনের মিনিট পরেই টোস্ট-ওমলেটের প্লেট হাতে করে বৈশাখী আমার ঘরে ঢুকেই বলে, বোধহয় ঘন্টাখানেক আগে ছায়া মাসি তোকে খেতে দিয়েছে আর সেই খাবার এখনও পড়ে আছে?

আমার খিদে নেই।

বাজে বকিস না।

ও না থেমেই বলে, কলেজ যাবার আগে কতটুকু খেয়ে যাস, তা জানতে আমার বাকি নেই ; আর রাত্তির তো আমিই তোকে একটা রুটি খাইয়ে দিয়েছি। খিদে নেই বললেই আমি শুনব?

BanglaBook.org

বৈশাখী টোস্ট-ওমলেটের প্লেটটা আমার হাতে দিয়ে বলে, নে, শুরু কর, তুই শুরু না করলে আমি খেতে পারছি না। কাল সকালের পর আমার পেটে কিচ্ছু পড়েনি।

রাত্রে কিছু খাসনি?

রাত তিনটের সময় কারুর খেতে ইচ্ছে করে? নে, নে, শুরু কর ; আমি খাচ্ছি।

এবার আমি সত্যি খেতে শুরু করি।

খাওয়া শেষ হতেই ও বলে, চটপট স্নান করে নে ; একটা-দেড়টার পর যে কোন সময় ভাল-জেঠুর বডি এসে যেতে পারে।

মনে হয়, মানুষটি যেন দুটি চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন। কপালে সুন্দর করে চন্দনের টিপ। গলায় রজনীগন্ধার মোটা মালা। গায় গরদের পাঞ্জাবি ; তবে শুধু মুখ আর হাত দুটিই বাইরে। সারা শরীর সুন্দর সাদা চাদরে ঢাকা। দেহের দু'পাশে দশ-বারোটি সাদা পদ্মের বোকে। তাছাড়া অসংখ্য ধূপকাঠি থেকে স্নিগ্ধ পবিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

ভাল-জেঠুকে দেখে মনে হচ্ছে, আবার বিয়ে করতে চলেছেন কিন্তু ঘুমুচ্ছেন কেন?

দেখলে মনেই হয় না, দেহে প্রাণ নেই ; অথবা বীভৎসভাবে তাঁর প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আমি অপলক দৃষ্টিতে ভাল-জেঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কাচের গাড়ির চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভীড়। আনন্দপল্লির কোন বাড়িতে বোধ হয় একজনও নেই। সবাই এসেছেন এই মহাপ্রাণ মানুষটিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেষ বিদায় জানাতে।

হটাৎ দেখি, বাবা আর সুবিমলকাকু বড়মাকে ধরে ধরে আনছেন ; পিছনে একদল মহিলা। গাড়ির সামনে এসে ভাল-জেঠুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এক পলকের জন্য স্বামীর মুখের দিক তাকিয়েই বড়মা 'মাগো' বলে একটা বিকট চিৎকার করে ধপাস করে পড়ে যেতে যেতেই বাবা আর সুবিমলকাকু ওঁকে ধরে ফেলেন। তারপর পাঁচ-সাতজন ধরাধরি করে ওঁকে ভিতরে নিয়ে যান। ওদের পিছন পিছন গেলেন বাবার সহকর্মী ডাঃ ব্যানার্জী।

BanglaBook.org

আচ্ছা মানুদা কোথায়?

উনি তো সুবিমলকাকুর গাড়িতেই গেলেন উঁনি কি এদের সঙ্গে আসেন নি?

না, না, তা কী করে হয়।

চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেই দেখি, বারান্দায় বসে বৈশাখীর কাঁধে মাথা রেখে আর নন্দিতাদির হাত ধরে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছেন।

মানুদার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু কেন যে যেতে পারলাম না জানি না। চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলাম কিছু দূরে দাঁড়ানো ঐ কাচের গাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ দেখি বাবা আর সুবিমলকাকুরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ; ওরা উপস্থিত লোকজনকে কি যেন বলছেন। দু'চার মিনিটের মধ্যেই পাশের দশ-বারোটা খালি গাড়িতে ওরা উঠতে শুরু করলেন। বাবা এসে মানুদার হাত ধরে নিয়ে গেলেন সুবিমলকাকুর গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতাদি আমাকে বলে, চটপট আমার সঙ্গে আয়।

ওর সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপকাকুর গাড়িতে উঠতেই বৈশাখীও আমার পাশে এল।

শুরু হল ভাল-জেঠুর অন্তিম যাত্রা।

শ্মশান।

আমি ভাল-জেঠুর দেহের কাছাকাছিও যেতে পারলাম না। দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপর?

আশেপাশের লোকজনের কথাবার্তা কানে এলো।

ঘোষদা, আজকের কাগজগুলো দেখেছ কি?

না, ভাই, আজ খবরের কাগজের হেডিং পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছে করেনি।

যে মহিলাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে, তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।...

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ঘোষদা।

ভদ্রমহিলাকে অ্যারেস্ট করলো কেন?

BanglaBook.org

পিস্তলের আওয়াজ আর বীভৎস আর্তনাদ শুনেই আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন ছুটে গিয়ে দেখেছে তখনও ওর হাতে পিস্তল।.....

ভদ্রমহিলার বয়স কত?

পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ।

আমাদের বড়দা ওর বাড়িতে গেলেন কেন?

এই মহিলার স্বামী আর বড়দা একসঙ্গে বি.ই. কলেজে পড়তেন কিন্তু ভদ্রলোক বারো-তেরো বছর আগেই অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

কাগজে আর কিছু লিখেছে?

সন্ধ্যের পর ডি. সি (সাউথ) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ঐ মহিলার পিস্তলটির কোন লাইসেন্স ছিল না।.....

গুড গড!

আগে পুরোটা শোনো ; তারপর ভগবানকে ডেকো।

হ্যাঁ, বল।

ঐ মহিলার বাড়িতে নগদ সাড়ে চোদ্দ লক্ষ টাকা, বাহান্ন ভরি সোনার গহণা, আট-দশ হাজার টাকা দামের ছ'টা ঘড়ি ও বেশ কিছু কাগজপত্র আর কয়েকটা ডায়েরী পেয়েছে।

দু'তিনজন একসঙ্গে বলেন, মহিলাটি ডেফিনিটলি অত্যন্ত করাপ্ট ছিলেন। তা না হলে...

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আরে ঘোষদা, আরো আছে।

আরো কী আছে?

বড়দার পার্সে দু'শ কুড়ি টাকা ছাড়া একদিকে ছিল বড়বৌদি আর মানুর ছবি, অন্যদিকে ছিল রামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের ছবি।

বড়দার পার্সে এইসব থাকাই স্বাভাবিক।

তবে ঘোষদা, তুমি শুনলে অবাক হবে, বড়দার কাছে একটা পকেট টেপ রেকর্ডারও ছিল।

বল কি?

হ্যাঁ, ঘোষদা ; পুলিশ যখন ওর পকেট থেকে টেপ রেকর্ডারটা বের করে, তখনও ওটা চলছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার।

BanglaBook.org

তবে ঐ মহিলা যে নাটের গুরু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট কেসটা টেক-আপ করেছে; কয়েক দিনের মধ্যেই সব জানা যাবে।

ভাল-জেঠুর শেষ পার্থিব চিহ্ন চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেবার পর আমরা সবাই বড়ি ফিরে এলাম।

একটা বিরাট শূন্যতা সত্ত্বেও আমাদের সবার জীবন আবার পুরনো ছন্দে ফিরে এলো। বাবা সাত সকালেই নার্সিং হোম চলে যান, আমি কলেজে, বৈকালিক আড্ডার আসর আবার জমে ওঠে ও আরো কত কী আগের মতোই চলতে লাগলো।

মা-বড়মা সারাদিন একসঙ্গে থাকেন। কাকিমা প্রায় রোজই বড়মার কাছে আসেন তাছাড়া এই আনন্দপল্লির আরো জেঠিমা-কাকিমারা। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বৈশাখী বড়মার কাছে আসবেই।

মা-বড়মাকে গল্প করতে দেখলেই ও বলে, আমার ছেলে নেই বলে তোমরা বড় আড্ডাবাজ হয়েছ।

ওরে বাঁদর মেয়ে, তোর ছেলে কোনদিন আমার সঙ্গে তো দু'দণ্ডও কথা বলার সময় পেতো না, কিন্তু তোদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে পারতো।

বড়মা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, চিত্রার সঙ্গে আড্ডা না দিলে বোধহয় আমি বাঁচতেই পারতাম না।

বড়মা, শুনে রাখো আমার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল বলেই তুমি সুখে-শান্তিতে এত বছর কাটিয়েছ, ভবিষ্যতেও কাটাবে।

মা সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন করে বলেন, তুই এই কথাটা ঠিক বলেছিস।

বড়মা একটু হেসে বলেন, ওহে পুত্র গর্বে গরবিণী মা, তুই কি শুধু আমার সঙ্গে ঝগড়া করবি, নাকি কিছু খাবি?

কী খাওয়াবে?

তোর কি খেতে ইচ্ছে করছে?

তোমাকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।

ওর কথা শুনে মা-বড়মা হো হো করে হেসে ওঠেন।

BanglaBook.org

বৈশাখী?

সে বড়মার দু'গালে চুমু খেয়েই দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

চার

এই ধরণের ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

শুধু আমি কেন?

অন্তত এই আনন্দপল্লির কেউই ভাবতে পারেন নি। ভাল-জেঠু হত্যা মামলার যেদিন রায় বেরুবে, সেদিন কাকুর সঙ্গে কাকিমা ছাড়া আমি আর বৈশাখীও জজের কোর্টে হাজির হলাম। কোর্টে পৌঁছেই দেখি, ঘোষ কাকু, নন্দীকাকু, নন্দকাকু, পরেশ জেঠা ও আরো অনেকে হাজির। জজ্‌সাহেব আদালতে বসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নন্দিতাদি এসে আমাদের পাশে বসলো।

কোর্টে লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই উকিল তাছাড়া ব্যাঙ্কের লোকজন, একদল রিপোর্টার ও আরো বেশ কিছু মানুষ আছেন।

ইতিমধ্যেই পুলিশ লোহার জাল দিয়ে ঘেরা কাঠগড়ায় এনে হাজির করেছে অভিযুক্ত সাতজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে।

নন্দিতাদি আমায় আর বৈশাখীকে চাপা গলায় বলে, ঐ সর্বনাশীই বড়-জেঠুকে শেষ করেছে।

বৈশাখীও চাপা গলায় বলে, কিন্তু ওকে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই তো ভাল মনে হয়।

আমি বলি, মহিলাকে দেখে মনে হয়, কোন কলেজের লেকচারার।

ঠিক সেই সময় জজ সাহেব আদালতে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ান। উনি আসন গ্রহণ করার পর আবার সবাই বসেন।

জজ্‌সাহেব একবার চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েই বলেন, সব অভিযুক্তদের কোর্টে হজির করা হয়েছে?

সরকার পক্ষের উকিল বলেন, ইয়েস ইওর অনার। সব অভিযুক্তকেই হাজির করা হয়েছে।

জজ্‌সাহেব এক বাণ্ডিল কাগজ তুলে বলেন, টাইপ করা একশ' আশি পাতার রায় আমি পড়ব না। তবে মামলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলব ও অভিযুক্তদের কাকে কি সাজা দিয়েছি বা দিইনি, তা বলব।

BanglaBook.org

জজ্‌সাহেব মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বালীগঞ্জের একটি পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলায় শ্রীমতি পারমিতা মিত্রের ফ্ল্যাটে একটি বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর ডেপুটি চিফ এঞ্জিনীয়ার শ্রী বলাই চৌধুরী খুন হন। গুলির আওয়াজ ও ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনেই পাশের দুটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বেরিয়ে এসে দেখেন, শ্রীমতি মিত্রের ড্রইংরুমে একজন বয়স্ক পুরুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন ও তারা বুঝতে পারেন উনি মারা গিয়েছেন। শুধু ঐ দুই ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীরা না, অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকজন এসেও দেখেন, শ্রীমতি মিত্রের হাতে পিস্তল ও শাড়িতে রক্ত।

একটু থেমেই বলেন, মিনিট কুড়ির মধ্যেই পুলিশ এসে শ্রীমতি মিত্রকে গ্রেপ্তার করে ও মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখে, বুকে দুটি গুলি লাগার চিহ্ন।.....

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সুন্দরী মহিলা খুনের দায়ে অভিযুক্ত, অন্যদিকে আনন্দপল্লির সর্বজনপ্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয় বয়স্ক এঞ্জিনীয়ারের মৃত্যুর খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খুবই গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। এই মামলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কোলকাতার পুলিস কমিশনার তদন্তের ভার গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দেন।

জজ্‌সাহেব বলে যান, সমস্ত দৈনিক পত্রিকাতেই প্রায় নিয়মিত এই রহস্যজনক খুনের খবরাখবর প্রকাশ হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি মহোদয় পুলিশকে নির্দেশ দেন, ছ'সপ্তাহের মধ্যে মামলার চার্জশিট দিতে ও এই আদালতকে নির্দেশ দেন। চার্জশিট পাবার নব্বই দিনের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে।

জজ্‌সাহেব এক চুমুক জল খেয়েই বলেন, সৌভাগ্যক্রমে গোয়েন্দা বিভাগ ছ'সপ্তাহ শেষ হবার তিন দিন আগেই চার্জশিট জমা দেয় ও বিচার শুরু হয়। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দিষ্ট নব্বই দিনের পাঁচ দিন আগেই আজ আমি রায় দিচ্ছি।

জজ্‌সাহেব সামনের দিকে তাকিয়েই বলেন, অভিযুক্ত শ্রীমতি পারমিতা মিত্রের স্বামী ও মৃত শ্রীবলাই চৌধুরী একই সঙ্গে বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়তেন এবং তারা বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রয়াত শ্রীমিত্র দীর্ঘদিন অবিবাহিত থাকার পর পারমিতা দেবীকে বিয়ে করেন। যদিও তাদের

BanglaBook.org

মধ্যে দীর্ঘ চোদ্দ বছরের বয়সের পার্থক্য ছিল। বিয়ের মাত্র সাত বছর পরেই এক বিয়ে বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পথে যখন ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন তাকে একটা গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। শ্রীমিত্রকে মৃত অবস্থাতেই হাসপাতালে আনা হয়।

যাইহোক শ্রীমিত্রের মৃত্যুর পর পারমিতা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী থেকে দশ লাখ টাকা ও ওর অফিস থেকে সব মিলিয়ে প্রায় সাতলাখ টাকা পাওয়া ছাড়াও বালীগঞ্জের সুন্দর ফ্ল্যাটটিরও মালিক হন। বর্তমান মামলার পটভূমিকায় পারমিতা দেবীর বিস্ময়কর কাজকর্ম ও গুণাবলী জানার পর হয়তো অনেকেই সন্দেহ করবেন, শ্রীমিত্রকে বেশ পরিকল্পনা করেই হত্যা করা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই কোর্টের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়।

আবার একটু জল খেয়ে জজ্‌সাহেব বলেন, পুলিশ তদন্তে এই মামলার বিভিন্ন সাক্ষীর বয়ান ও স্বীকারোক্তি অনুসারে জানা যায়, পারমিতা দেবী অত্যন্ত চরিত্রহীন মহিলা। রূপ-যৌবনের খেলা দেখিয়ে ইনি বেশ কয়েকজন ভদ্রলোককে ঠকিয়ে শুধু তিনবার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেননি, বহু মূল্যবান উপহারও আদায় করেছেন।

ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গেও তার দৈহিক মিলন ঘটতো মাঝে মাঝেই এবং তিনজন সহকর্মীর বিশেষ সহায়তায় তিনি বেশ কয়েকজনের নামে জাল নথিপত্র পেশ করে হাউসিং লোন বাবদ বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তিনি আত্মসাত করেন। এই টাকা থেকে ছ'লক্ষ টাকা শ্রীমতি মিত্র সহকর্মী তিনজনকে দেন।

আবার জজ্‌সাহেব জল খেয়ে বলেন, মৃত বলাই চৌধুরী নিছক কর্তব্যের তাগিদে দু'একমাস অন্তরই বন্ধুপত্নীর খোঁজখবর নিতে যেতেন। পারমিতার পাশের দুটি ফ্ল্যাটের লোকজনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল ও পারমিতার ওখানে গেলেই উনি ওদের সঙ্গেও কিছু সময় কাটাতেন। দুটি পাশের ফ্ল্যাটের লোকজনই ওঁকে শুধু পছন্দ করতেন না, যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন।

যাইহোক শ্রী চৌধুরি হঠাৎ একদিন পারমিতা দেবীর ব্রাঞ্চ থেকেই একটা রেজেস্ট্রি চিঠি পান যে তাকে যে বারো লাখ টাকা হাউসিং লোন দেওয়া হয়েছে, তার বাকি ন'টি কিস্তি সাতদিনের মধ্যে জমা দিতে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক মামলা করতে বাধ্য হবে। পারমিতা দেবীর সঙ্গে শ্রীচৌধুরীর বিবাদ এই মিথ্যা হাউসিং লোন নিয়েই।

BanglaBook.org

জজ্‌সাহেব মূহূর্তের জন্য থেমেই একট হেসে বলেন, শ্রীচৌধুরী অভাবনীয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন বলেই সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে পকেট টেপ রেকর্ডার চালু রেখেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতেন, তার প্রমান এই আদালতে পেশ করা হয়েছে। শুধু তাই না, একটি টেপে পারমিতা দেবীর যে কথা রেকর্ড করা আছে তা হচ্ছে—

বলাইদা, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ব্যাঙ্কের চিঠি অনুসারে ইনস্টলমেন্ট না দিয়ে যে কি বিপদে পড়বেন, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

কী এমন বিপদে ফেলবে যে আমি কল্পনা করতে পারবো না? যে লোন আমি নিইনি, তার ইনস্টলমেন্ট কেন দেব?

আপনি লোন নিয়েছেন, তার প্রমান ব্যাঙ্কে আছে।

অসম্ভব।

আমি আবার বলছি, আপনার সই করা কাগজপত্র ব্যাঙ্কে আছে।

যদি সেরকম কাগজপত্র থাকে, তাহলে সেগুলো নিশ্চয়ই জাল।

জাল?

অত চিৎকার করে কথা বলো না।

আপনি দেবেন না?

না, না, না।

তাহলে আমি গোবিন্দকে বলছি।

কে গোবিন্দ?

আপনার মৃত্যুদূত। আপনার মতো আর একটা বেয়াড়া অধ্যাপককে একেবারে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি গোবিন্দকে দিয়ে।

সেই গোবিন্দকে দিয়ে আমাকে খুন করবে?

হ্যাঁ, করবো।

তাতে তোমার কী লাভ হবে?

আমার লাভ-লোকসানের চিন্তা আপনাকে করতে হবে না।

জজ্‌সাহেব এখানে থেমেই মুখ তুলে বলেন, অভিযুক্ত নং চার গোবিন্দ কোর্টে উপস্থিত আছে?

BanglaBook.org

কোর্টের মধ্যে জাল দিয়ে ঘেরা জায়গা থেকে একজন বেঁটে গুণ্ডা মার্কা লোক হাত তুলে বলে, হ্যাঁ, স্যার, আছি।

জজ্‌সাহেব বলেন, এই গোবিন্দ এই আদালতে স্বীকার করেছে, পারমিতা দেবীর হুকুমে সে প্রবীণ অধ্যাপক ভূপতি ঘোষালকে গুলি করে হত্যা করে এবং পারমিতা দেবী ওকে পঁচিশ হাজার টাকা দেন। গোবিন্দ এই কথাও স্বীকার করেছে যে বলাইবাবুকে খতম করে দেবার কথাও পারমিতা দেবী ওকে বলেছিলেন কিন্তু তার আগেই দীর্ঘ ও তীব্র বাদানুবাদের পর পারমিতা দেবী নিজেই বেআইনী পিস্তল দিয়ে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করেন।...

জজ সাহেব একটু থামেন।

তারপর বলেন, রায়তে বিষদভাবে অপরাধ ও শাস্তির বিষয় বলা আছে। এখন আমি শুধু জানিয়ে দিতে চাই, সমস্ত নথিপত্র সাক্ষীর বক্তব্য গভীর বিবেচনা করে গোবিন্দকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টট্যান্ট নবজীবন ঘোষকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি। ব্যাঙ্কের অন্য তিন কর্মচারী শ্রীকান্ত মহাপাত্র, কালীপদ প্রামাণিক ও অসীম সাহাকে ছ'বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জজসাহেব একবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, পারমিতা সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেও অভাবনীয় চরিত্রহীন, ব্ল্যাকমেলার, জোচ্চর, মিথ্যাবাদী, ষড়যন্ত্র বিশারদ ছাড়াও দুটি নিরপরাধ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে খুন করতেও দ্বিধা করেনি। সভ্য সমাজে এই ধরণের মানুষ সত্যি অত্যন্ত বিপদজনক।

জজ্‌সাহেব এক নিঃশ্বাসেই বলেন, গত কয়েকদিন গভীরভাবে চিন্তা করে আমি তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হচ্ছি।

সব শেষে বলতে চাই, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যঙ্কগুলির বহু ব্রাঞ্চেই আভ্যন্তরীণ অর্থ সংক্রান্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলা সন্তোষজনক নয় বলেই মাঝে মাঝেই লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হচ্ছে ও নানা ধরণের অসৎ উপায়ে টাকা মঞ্জুর হচ্ছে ঋণের আবেদন না করা ব্যক্তিদের নামে। তাই আমি নির্দেশ দিচ্ছি, শ্রীমতি মিত্রের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া, তার দুটি লকার থেকে পাওয়া সব টাকা

BanglaBook.org

ছাড়াও ঐ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের সমস্ত জিনিসপত্র আগামী একমাসের মধ্যে বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা খুন হওয়া দু'জন নিরপরাধীর পরিবারে মধ্যে সমানভাবে দিতে হবে। এই সমগ্র প্রক্রিয়ার দায়িত্ব কলকাতার পুলিশ কমিশনারের।

জজ্‌সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট ছেড়ে চলে যান।

বাবা সেই রাত্রেই টেলিফোনে মানুদাকে খবরটা জানালেন।

মানুদা একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কাকা, তাতে আর আমাদের কী লাভ? আমি বাবাকে ফিরে পাবো না। আপনিও আপনার দাদাকে ফিরে পাবেন না।

তা ঠিক কিন্তু অপরাধীর তো চরম শাস্তি হল।

ঐ মহিলার ফাঁসি হলে আমাদের কী লাভ?

মানু, বাবা, এখন আর লাভ-লোকসানের কথা ভেবে লাভ নেই, যা কিছু হল বা হতে যাচ্ছে, তা তো আমাদের হাতে না।

তা ঠিক।

তোমার পড়াশুনা ঠিক মতো চলছে?

হ্যাঁ, এখন ঠিক মতো পড়াশুনা করতেই হচ্ছে ; ফাইন্যালের তো বেশি দেরি নেই।

হ্যাঁ, আর তো ক'মাস মাত্র বাকি।

হ্যাঁ।

শুনলাম, আজ সকালেই তুমি তোমার মা আর ছোট মা-র সঙ্গে কথা বলেছ।

কয়েকদিন পর পরই তো আমি ফোন করি। মার মাকে ফোন করলেই ছোট মাকেও পেয়ে যাই।

তোমার ছোট মা তো তোমার মা'কে একলা থাকতে দেয় না।

জানি ; তাছাড়া তপু তো রাত্রে মা-র ঘরেই শোয়।

হ্যাঁ।

বাবা মূহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বড়মা তপুকে আদর করেন আর তপু আদর করে বড়মাকে ; ওরা ভালই আছে।

নন্দিতা-বৈশাখী আসে তো?

BanglaBook.org

বৈশাখী তো রাজ আসে আর যেদিনই ক্লাস তাড়াতাড়ি শেষ হয়, সেদিনই নন্দিতা আসে। তাছাড়া সুবিমল, তাঁর স্ত্রী ও আরো অনেকেই নিয়মিত আসে।

হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

সঙ্গে সঙ্গেই মানুদা বলে, কাকা, খাবার ঘন্টা পড়লো, এবার আমি রাখছি।

হ্যাঁ, তুমি খেতে যাও।

নন্দিতাদিদের বাড়ি আনন্দপল্লির এক প্রান্তে আর আমাদের দুটো বাড়ি ঠিক তার বিপরীত দিকের আরেক প্রান্তে। তাই ও বৈশাখীর মতো খুব নিয়মিত আসতে পারে না। তবু স্কুলে পড়ার সময় বা কলেজে ভর্তি হবার পর দু'চারদিন অন্তরই আসতো। কিন্তু তারপর হঠাৎ নন্দিতাদির জীবনে নেমে এলো অন্ধকার।

বাবা, ভাল-জেঠু ও আরো অনেকের কাছেই শুনেছি, নন্দিতাদির বাবা নির্মল কাকু বি.এ. আর এম.এ-তে ইংরেজিতে অসামান্য ভাল রেজাল্ট করেন। ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে ওঁর খ্যাতি আছে শিক্ষা জগতে। নন্দিতাদির মা-ও ম্যাথামেটিক্স নিয়ে এম. এ. পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করেন উনি বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা। ওদের এক মাত্র সন্তান নন্দিতাদি।

নন্দিতাদিও খুবই ভাল ছাত্রী ; তাছাড়া রূপে-গুণে স্বভাব-চরিত্রের জন্য আনন্দপল্লির সবারই প্রিয়। নন্দিতাদি কলেজে ভর্তি হল কিন্তু মা-বাবার সঙ্গে এক আত্মীয়ের বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েই নাটক।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানের তরুণ পাইলট ফ্লাইট লেফন্যান্ট অশেষ মিত্র ও তাঁর মায়ের অসম্ভব ভাল লাগলো নন্দিতাদিকে। অশেষের ছুটি শেষ হবার ঠিক পাঁচ দিন আগে নন্দিতাদির সঙ্গে বিয়ে হল ; বৌভাত-ফুলশয্যার দু'দিন পরই অশেষ চলে গেল জামনগর। কথা হল, কোয়ার্টার পাবার পরই নন্দিতাদিকে ওখানে নিয়ে যাবে।

ঠিক এক সপ্তাহ পরের কথা।

নানা টি. ভি চ্যানেলে রাতের খবরেই প্রচারিত হল, সেদিন অপরাহ্নে একটা মিগ-২৯ বোমারু বিমান জামনগরের এয়ারফোর্স স্টেশনের কাছেই

BanglaBook.org

ভেঙে পড়েছে ও পাইলট নিহত হয়েছেন। পরের দিন সকালেই জামনগর এয়ারফোর্স স্টেশনের স্টেশন কমান্ডার এয়ার কমোডর চৌধুরীর টেলিফোন এলো নন্দিতাদিদের বাড়ি—সরি, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অশেষ মিত্র ইজ ডেড।

নন্দিতাদির এই বেদনাদায়ক জীবন-নাট্যের শুরু ও শেষ হল ঠিক দু'সপ্তাহের মধ্যে। হারিয়ে গেল নন্দিতাদির মুখের হাসি।

শুধু তাই না।

নন্দিতাদি নিজেকে গুটিয়ে নিলো নিজের মধ্যে। কোথাও যায় না। কারুর সঙ্গে মেশে না। বাড়িতে কেউ গেলেও নিজের ঘর থেকে বেরোয় না।

ভাল-জেঠুর সঙ্গে নির্মলবাবুর মাঝে মাঝেই দেখা হতো। নন্দিতাদির কথা জিজ্ঞেস করলেই নির্মলকাকু বলতেন, দাদা, সব সময় নিজেদের বড় অপরাধী মনে হয়। কেন যে অত তাড়াহুড়ো করে মেয়েটার বিয়ে দিতে গেলাম.....

উনি কথাটা শেষ না করেই নীরব হন।

তারপর আবার একটু পরে বলেন, দাদা , আমরা স্বামী-স্ত্রী মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। সব সময় ভয় হয়, যদি ও আমাদের প্রশ্ন করে, এত তাড়াহুড়ো করে কেন তোমরা আমার বিয়ে দিতে গেলে? তাহলে কি জবাব দেব, আপনিই বলুন।

ভাই নির্মল, এখন ওসব ভেবে কোন লাভ নেই। এখন সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে যাতে মেয়েটা আবার স্বাভাবিক হয়। পড়াশুনা শুরু করলেই নন্দিতা ঠিক আবার স্বাভাবিক হবে।

কিন্তু ও কি আবার পড়াশুনা করতে রাজি হবে?

হবে ভাই, হবে।

ভাল-জেঠু একটু থেমে বলতেন, ওর মনের অবস্থা তো চিরকাল এইরকম থাকতে পারে না। দেখো, ঠিক মেঘ কেটে যাবে।

কিন্তু দাদা, ওর জীবনে তো আর মেঘ কাটতে পারে না।

সবার জীবনই কোন সময় কালো মেঘে ঢেকে যায় কিন্তু কোন মেঘই তো চিরকালের নয় ; আবার আলোয় ভরে যায় জীবন।

কিন্তু...

BanglaBook.org

না, ভাই, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। অনন্তকাল ধরে এই নিয়ম চলছে, ভবিষ্যতেও এই নিয়ম চলবে।

তারপর?

প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গাবাড়ির সামনে বিরাট প্যান্ডেল। পর্দার আড়ালে স্টেজের উপর কুমারটুলির নিখিল পাল মূর্তি তৈরির কাজ শেষ করে তখন সাজানো-গোজানোর কাজ চলছে। পূজা কমিটির প্রসিডেন্ট বসন্ত-জেঠু ঘন্টার পর ঘন্টা প্যান্ডেলে বসে থাকেন। সেক্রেটারী দিলীপকাকুর ব্যস্ততার সীমা নেই। সুবিমলকাকু অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্যান্ডেলের সামনে গাড়ি থেকে নামলেই উনি ছুটে এসে বলেন, হ্যাঁ, ভাই, ব্রোসিওরের কী অবস্থা?

বলেছি তো পঞ্চমীতে পেয়ে যাবে।

পরশুই তো পঞ্চমী।

সুবিমলকাকু একটু হেসে বলেন, দিলীপ। তোমার চিন্তা করতে হবে না ; পরশু ঠিক পেয়ে যাবে।

ফাইন্যালি কত টাকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করলে?

আবার সুবিমলকাকু হাসতে হাসতে বলেন, তোমার কত টাকা চাই?

চল্লিশের কম হলে খুব বিপদে পড়বো।

তুমি বিপদে পড়বে না তার বেশিই তোমাকে দেব।

সত্যি?

সত্যি ছাড়া কি মিথ্যে বলছি।

ভাই প্লীজ বল কত হবে।

পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না ; আরো হাজার দশেক বাড়তে পারে।

থ্রী চিয়ার্স ফর সুবিমল।

BanglaBook.org

লাইব্রেরীর রিডিংরুমে 'চিত্রাঙ্গদা'র রিহার্সাল চলছে। পাশ দিয়ে যেতে গেলেই কানে ভেসে আসছে 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাশি' নিশ্চয়ই বলাকা কাকিমা গাইছেন। এক দল মহিলা পরেশ জেঠাদের বাড়িতে নাড়ু তৈরিতে ব্যস্ত। সব মিলিয়ে মহোৎসবের আমেজ। সবার মুখেই হাসি।

হাসি নেই শুধু নন্দিতাদি ও তার মা-বাবার মুখে।

চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই যেন চতুর্থীর দিন চলে গেল একইভাবে চলে গেল পঞ্চমী।

সেদিন ষষ্ঠী। মহাষষ্ঠী। দুর্গাষষ্ঠী।

তখন ক'টা বাজে?

বোধ হয় ন'টা।

কোন খবর না দিয়েই মাকে নিয়ে বড়মা হাজির নির্মলকাকুর বাড়ি। সামনেই কৃষ্ণা কাকিমাকে দেখেই বড়মা বলেন, হ্যারে, নন্দিতা কোথায়?

ওর ঘরে।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, হঠাৎ নন্দিতাকে খোঁজ করছো কেন?

দরকার আছে।

বড়মা আর কথা না বাড়িয়ে মাকে নিয়ে সোজা নন্দিতাদির ঘরে হাজির।

নন্দিতাদি অবাক হয়ে বলে, কী ব্যাপার তোমরা হঠাৎ এলে?

মা বলেন, দিদি ভোর রাত্রে একটা দারুণ স্বপ্ন দেখেছেন।

বড়মা, কী স্বপ্ন দেখেছ?

বড়মা দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলেন, মা, আমি ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, তোকে আমি নতুন শাড়ি পরিয়ে দিতেই দেখি, তুই দশভুজা দুর্গা হয়ে গেছিস।

তার মানে?

দেখ মা, আমি অত শত জানি না ; তবে ভোর রাত্রের স্বপ্ন তো মিথ্যে হয় না বলে চিরকাল শুনে এসেছি।

মা বললেন, দ্যাখ নন্দিতা, আমরা সবাই তো মা দুর্গার সন্তান ; তাই বোধহয় মা চাইছেন, তুই একটা নতুন কাপড় পরে তাঁর কাছে যাবি।

না, না, ছোট মা, আমি আমাদের পুজোর ওখানে যেতে পারবো না। সবাই হা করে দেখবে, তা আমি সহ্য করতে পারবো না।

বড়মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, না , মা, তোকে আমাদের পুজোর ওখানে যেতে হবে না।

সত্যি তো?

BanglaBook.org

না ; তোকে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি?

না, তা না কিন্তু...

সত্যি তোকে যেতে হবে না ; তুই চল আমার সঙ্গে।

সত্যি যেতে হবে?

আমাকে ফিরিয়ে দিলে তোর ভাল লাগবে? নকি তোকে না নিয়ে গেলে আমি শান্তি পাবো।

কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর নন্দিতাদি বলে, এখন তো সবাই বাড়ির বাইরে ঘুরাঘুরি করবে ; ওদের সামনে দিয়ে আমি ফিরব কীভাবে?

মা বলেন, ওদের সামনে দিয়ে তোকে ফিরতে হবে না ; পুজোর ক'দিন তুই আমাদের কাছেই থাকবি।

আবার একটু নীরবতার পর নন্দিতাদি বলে, বড়মা, সত্যি এই ক'দিন আমি তোমাদের কাছে থাকবো?

কেন, আমাদের কাছে থাকতে তোর আপত্তি আছে?

না, না, আপত্তি থাকবে কেন? আমি কী তোমাদের কাছে থাকিনি।

নির্মলকাকু আর কৃষ্ণা কাকিমা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন ; এবার ওরা এগিয়ে আসতেই নন্দিতাদি বলে, বাবা, আমি এই ক'দিন বড়মা-ছোট-মার কাছে থাকব?

উনি এক গাল হেসে বলেন, হ্যাঁ, মা, তুই থাকবি।

তোমরা আসবে?

কৃষ্ণা কাকিমা এক গাল হেসে বলেন, তুইই বল আমরা আসব কিনা।

হ্যাঁ তোমরা আসবে।

সেই শুরু।

তারপর?

একদিন ভাল-জেটু আর নির্মলকাকু দু'জনে নন্দিতাকে কলেজে আবার ভর্তি করিয়ে দিলেন।

নন্দিতাদি আবার শুরু করলো কলেজ যাতায়াত। আস্তে আস্তে নন্দিতাদির মখে হাসিও ফিরে এলো। তারপর একদিন খুবই ভালভাবে বি.এ. পাশ করার পর এম. এ. পড়তে সুরু করলো।

এখন?

BanglaBook.org

নন্দিতাদি কলেজের লেকচারার।

ভাল-জেঠু-বড়মা আর আমাদের সঙ্গে নন্দিতাদিদের বাড়ির সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল কিন্তু এই ক'বছরে মধ্যে সম্পর্কটা আরো নিবিড় হল।

ভাল জেঠু তো একদিন আমাদের সবার সামনেই নন্দিতাদিকে বললেন, তুই হচ্ছিস আমার 'ভাল মা' আর বৈশাখী হচ্ছে 'সুন্দরী মা'।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, নন্দিতাদি হচ্ছে স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র গঙ্গা।

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে বলে, আর আমি?

তুই হচ্ছিস, পদ্মা। চিরচঞ্চলা, চিরচপলা। তুই যে কি ভাঙবি আর কি গড়বি, তার কি ঠিক আছে।

বৈশাখী বলে, ভাল জেঠু, তুমি বল আমি আবার কবে কি ভেঙেছি।

ভাল জেঠু বলেন, আমার সুন্দরী মা শুধু কুসংস্কার ভেঙেছে।

বৈশাখী, সঙ্গে সঙ্গে ভাল-জেঠুর 'দু'গালে চুমু খেয়ে বলে, দ্যাটস্ লাইক এ গুড সন!

আমরা না হেসে পারি না।

ভাল জেঠু কি একটা কাজের জন্য চলে যান। আমরা তিনজনে আরো কতক্ষণ গল্প করি।

এখন ভাল-জেঠু নেই ; বড়মার নিঃসঙ্গতা ঘুচাবার জন্য নন্দিতাদি সময় পেলেই চলে আসে। সোম থেকে শুক্র নন্দিতাদির কলেজ থেকে দেরি হয় বলে আসতে পারে না। তবে শনি-রবিবার ও আসবেই ; যদি পরীক্ষার খাতা দেখা না থাকে, তাহলে রবিবার সারাদিনই নন্দিতাদি বড়মার কাছে থাকে। মা, বড়মা আর নন্দিতাদি নানা আলাপ-আলোচনা গল্পগুজব করেন। এই রবিবাসরীয় মজলিশে বৈশাখীও আসে, আমিও যাই।

BanglaBook.org

শুধু কি তাই?

কোন কোন রবিবার নন্দিতাদি আমাকে আর বৈশাখীকে সিনেমা বা থিয়েটার দেখাতেও নিয়ে যায়। সব সময় নন্দিতাদি আমাদের দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে বসবে।

প্রথম ভারতীয় পরিচালক হলিউডে 'এলিজাবেথ' ছবি করে শেখর কাপুরকে নিয়ে প্রশংসনীয় লেখাপত্র খবরের কাগজগুলোতে বেরুতেই

নন্দিতাদি হঠাৎ একদিন আমাকে আর বৈশাখীকে বলে, কাল তোদের দু'জনকে নিয়ে নন্দনে 'এলিজাবেথ' দেখতে যাবো।

নন্দিতাদি, কাল গিয়ে কি টিকিট পাওয়া যাবে?

নন্দিতাদি বৈশাখীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, গতকালই টিকিট কেটে রেখেছি।

বেশ মনে আছে, মুগ্ধ হয়ে তিনজনে ছবি দেখছি কিন্তু শিরচ্ছেদের দৃশ্য দেখেই নন্দিতাদি আমাদের দু'জনের হাত চেপে ধরে।

তারপর একটু সামলে নিয়েই ফিসফিস করে বলে, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! শেখর কাপুর কি করে এই দৃশ্য তুললো?

আমি বললাম, সত্যি অভাবনীয়।

ছবিটি বেশ বড়। হল থেকে বেরিয়েই বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, চল, কিছু খাওয়া যাক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেতে তো হবেই।

আমি খাওয়াবো।

হ্যাঁরে বৈশাখী, তুই কত টাকা মাইনে পাচ্ছিস?

চাকরি করি না বলে কি আমার কাছে টাকা থাকতে পারে না?

তোর টাকা তোর কাছই থাক ; আমার সঙ্গে এলে অযথা ওস্তাদী করবি না।

নন্দিতাদি একটু থেমে বলে, মা-বাবা তো আমাকে কিছুতেই খরচ করতে দেয় না। কলেজ যাতায়াতের খরচ আর কলেজ ক্যান্টিনে টুকটাক খাবার জন্য কত আর ব্যয় হয়! আয় করছি কিন্তু কিছু খরচ না করলে কি ভাল লাগে?

বৈশাখী প্রশ্ন করে, তুমি নিজের শাড়ি নিজে কেনো না?

মা আমার জন্য নানা বুটিক থেকে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে রাখেন যে আমাকে কখনই কিনতে হয় না।

একটু থেমেই নন্দিতাদি বলে, তবে আমি মাঝে মাঝেই বাবার ধুতি-পাঞ্জাবি আর মা-র শাড়ি কিনি।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, তবুও তো তোমার অনেক টাকা জমে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, জমছেই তো।

BanglaBook.org

কী করবে ঐ টাকা দিয়ে?

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, তুই আর আমি জমানো টাকার অনেকটাই খরচ করবো।

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

এবার হাসতে হাসতে না, বেশ গম্ভীর হয়েই বলে, জানিস তপু, আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি, তখন মা-বাবার সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য দার্জিলিং যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যাইনি। আমাদের কলেজের অনেক অল্পবয়সী লেকচারারও সিমলা, রাজস্থান থেকে আন্দামান পর্যন্ত ঘুরে এসেছে।

একটু থেমে নন্দিতাদি একটু হেসে আমার একটা হাত ধরে বলে, তোর ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলেই তোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

আমি আনন্দে খুশিতে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলি, সত্যি নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ, সত্যি নিয়ে যাবো।

একটু চুপ করে থাকার পর নন্দিতাদি একটু উদাস দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, দ্যাখ তপু, নিজের দুঃখ নিজেকেই সহ্য করতে হয়, তা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায় না, কিন্তু একা একা কোন আনন্দই উপভোগ করা যায় না।

বৈশাখী বলে, হ্যাঁ, নন্দিতাদি, ঠিক বলেছ। দু'জনে মিলে ঝালমুড়ি খেতেও কত ভাল লাগে। একলা একলা মোগলাই পরোটা খেয়েও সে ভাললাগার স্বাদ পাওয়া যায় না।

ওর কথা শোনার পর নন্দিতাদি বলে, তপু, তুই তো আমার ছোট ভাই ; তাই তোকে নিয়েই একবার 'জয় মা' বলে মাস খানেকের জন্য বেড়িয়ে পড়ব।

BanglaBook.org

পাঁচ

মা-বাবাকে আর বড়মাকে আগেই নন্দিতাদি আমাকে নিয়ে বাইরে যাবার কথা বলেছিলেন। ওঁরা তিনজনেই ওকে বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও, ঘুরে এসো।

টিকিট কাটার কয়েকদিন আগে নন্দিতাদি আমাকে বলল, দ্যাখ তপু,

আমরা দুজনে চলে গেলে বৈশাখী খুব একলা হয়ে পড়বে। ও খুব হাসি-ঠাট্টা করতে পারে ঠিকই কিন্তু ইয়ার্কি ফাজলামি করতে পারে না।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

সেইজন্যই তো ও আমাদের এখানকার অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করতেও পারে না।

না, না, ও যার-তার সঙ্গে হা-হা হি-হি করা একদম পছন্দ করে না।

এবার নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, তাইতো ওকে ফেলে আমরা যাবো না। আমাদের সঙ্গে বৈশাখীও যাবে।

ওকে তুমি সঙ্গে নেবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু তার আগে তো সুবিমলকাকু কাকিমার পারমিশন চাই।

ওদের পারমিশন নেওয়া হয়ে গেছে ; তবে বৈশাখীকে কিছু বলতে বারণ করেছি।

নন্দিতাদি এক নিঃশ্বাসে বলে, তপু, তুইও ওকে কিছু বলিস না।

আমি একটু হেসে বলি, না, না, আমি কিছু বলব না।

রওনা হবার পাঁচ-ছ'দিন আগে কিছু কেনাকাটার জন্য নন্দিতাদি আর আমি মার্কেটিং-এ যাচ্ছি ; সঙ্গে বৈশাখীও।

নিউ মার্কেটে ঢুকে একটু এদিক ওদিক দেখার পরই নন্দিতাদি বৈশাখীকে বলে, তোর কি কি কিনতে হবে?

আমার আবার কি কিনতে হবে? কিছুই কিনতে হবে না।

মাস খানেক যে ঘুরবি, তার জন্য কিছুই লাগবে না?

আমি আবার কোথায় ঘুরব?

নন্দিতাদি কাঁধে ঝোলান ব্যাগের চেন খুলে রেলের রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে বলে, এই দ্যখ, তিনজনেরই...

ওকে পুরো কথাটা বলার সুযোগ না দিয়েই বৈশাখী চিৎকার করে ওঠে, নন্দিতদি!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দু'গালে চুমু খেয়েই বৈশাখী খুশির হাসি হাসতে বলে, ইউ আর এ চার্মিং লাভলি দিদি!

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, আর তুই হচ্ছিস আমার চার্মিং লাভলি সিস্টার!

BanglaBook.org

এবার নন্দিতাদি বলে, তুই কিন্তু শুধু দু'তিনটে জিনস্ আর কয়েকটা কালার্ড টপ নিবি ; সালোয়ার-টালোয়ার একদম নিবি না।

জীনস্-টিনস্ নিলে আবার সালোয়ার-কামিজ নেবো কেন?

জুতা-মোজা-রুমাল-তোয়ালে ছাড়া নিভিয়া ক্রীম আর চিরুনিও নিতে হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসবও আছে।

এবার নন্দিতাদি ওর কানে কানে কি যেন বলে।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, ওসবও আছে।

ভাল।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, তবে বৈশাখী, নাইটি নিতেই হবে রাত্রের জন্য।

হ্যাঁ, নেব।

এবার নন্দিতাদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তোর কি স্লিপিং স্যুট আছে?

না, আমি তো পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে শুই।

ওহে শ্রীমান, বাইরে গেলে ওসব কে কাচাকাচি করবে? তোর একটা স্লিপিং স্যুটে কিনতেই হবে।

সবারই টুকটাক এটা-ওটা কেনাকাটা করতেই প্রায় আড়াই ঘন্টা কেটে গেল। তারপর বৈশাখীই বলে, চল নন্দিতাদি, এবার কোথাও বসে একটু কিছু খাই।

হ্যাঁ, চল।

আমি বলি, হ্যাঁরে বৈশাখী, বিল দেবার সময় ভুলে যাস না, তোর নেমন্তন্নে আমরা যাচ্ছি।

বৈশাখী হাসতে হাসতে আমাকে বলে, ওরে পেটুক, তোর যা ইচ্ছে, তাই খাবি ; আমিই পেমেন্ট করবো।

গুড!

খাবার অর্ডার দেবার পরই বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, আমরা কোথায় যাবো, তা তো বললে না।

আমরা প্রথমে কাশী যাবো।

BanglaBook.org

তারপর?

দ্যাখ সব প্ল্যান করে রেলের আর হোটেলের বুকিং করে ঘুরাঘুরির মধ্যে কোন একসাইটমেন্ট, কোন রোমান্স বা সাস্‌পেন্স নেই।

ঠিক বলেছ।

বৈশাখী না থেমেই বলে যায়, সব সময় বাবা তো ঐরকম প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে আমাদের নিয়ে ঘুরতে যান কিন্তু সত্যি তাতে মন ভরে না।

নন্দিতাদি আবার বলে, আগে কাশীতে তো যাই ; যে ক'দিন ভাল লাগে, থাকব ; তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে কোথাও যাওয়া যাবে।

আমি বলি, কাশীতে আমরা থাকব কোথায়?

যখন যেখানে যা সম্ভব, সেখানেই থাকব। সুবিধে মতো হোটলে না পেলে ধর্মশালায় উঠবো।

ভেরি গুড আইডিয়া!

বৈশাখী নন্দিতাদির পরিকল্পনাকে বেশ জোরের সঙ্গেই সমর্থন জানায়।

নন্দিতাদি বলে, তোরা কেউ সুটকেশ নিবি না। কাধে ঝোলাবার ব্যাগে সব কিছু নিতে হবে, সো দ্যাট আওয়ার হ্যান্ডস্‌ রিমেন ফ্রী।

আমি বলি, হ্যাঁ, নন্দিতাদি, সেই ভাল ; ভাল সব সুটকেশই বেশ ভারী হয়।

তারপর?

একদিন আমরা তিনজনে কালকা মেলে রওনা হলাম। আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেন সুবিমলকাকু আর কাকিমা।

ট্রেন ছাড়ার আগে কাকু বললেন, নন্দিতা, তোমরা যে কোন একজন অন্তত দু'তিন দিন অন্তর যে কোন বাড়িতে তোমাদের খবর দিও তাহলেই আমরা সবাই জেনে যাবো।

কাকু, বড়মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, একদিন অন্তর ওঁকে ফোন করবো ; উনি আপনাদের খবর দিয়ে দেবেন।

ব্যস, ব্যস, তাহলেই হল।

আমরা এ-সি থ্রী টিয়ারের যাত্রী। দুটি লোয়ার বার্থ আর এটা মিডল বার্থ আমাদের। অন্য তিন যাত্রীর মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক তার মিডল বার্থ। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী শিখ।

BanglaBook.org

ট্রেন ছাড়ার পরই উনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথায় যাবে?

চাচাজি, আমরা এখন বেনারস যাবো।

তোমরা কি তিনজনে একসঙ্গে কলেজে পড়ো?

বৈশাখী আমাকে দেখিয়ে বলে, আমরা দুজনে এবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছি আর আমাদের দিদি কলেজে পড়ায়।

এই বেটি প্রফেসার!

বৃদ্ধ সর্দারজী মুগ্ধ দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলেন, বেটি, তুমি নিশ্চয়ই পণ্ডিত আছো, পণ্ডিত না হলে কি কেউ কলেজে পড়াতে পারে?

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, চাচাজি, আমি পণ্ডিত না, আমি সাধারণ লেকচারার।

না, বেটি, ওকথা আমি মানব না।

উনি একটু থেমেই বলেন, তোমরা আর কোথায় যাবে?

আমরা আপাততঃ বেনারস যাচ্ছি।

নন্দিতাদিই জবাব দেয়।

তার মানে অন্য জায়গাতেও যাবার মতলব আছে?

হ্যাঁ, আছে, তবে কোথায় যাবো, তা ঠিক নেই।

বেটি, তুমি তোমার ভাইবোনকে নিয়ে জরুর দিল্লী আসবে ; আমার কোঠিতে থাকবে। তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না, তা আমি বলতে পারি।

কিন্তু চাচাজি, আমরা দিল্লী যাবো কিনা, তা তো এখনও ঠিক নেই।

বেটি, তোমরা জরুর দিল্লী আসবে। ভুলে যেও না, তামাম হিন্দুস্তান কা রাজধানী হ্যায় দিল্লী। রাষ্ট্রপতিজী কা কোঠি, দো সরকারী দপ্তর নর্থ ব্লক-সাউথ ব্লক আর পার্লামেন্ট হাউস সত্যি দেখার জিনিস।

হ্যাঁ, জানি।

বৃদ্ধ থামেন না, বলে যান, তাছাড়া লালকেল্লা, কুতুব মিনার, হুমায়ুন টুম্ব, পুরাণা কেল্লা, ইন্ডিয়া গেট, কনটপ্লেস ও আরো কত কি দেখার আছে।

আমরা তিনজনেই চুপ।

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, তাছাড়া দিল্লীর কাছাকাছি আরো কত কি দেখার। আগ্রা, জয়পুর, মুসৌরী...

BanglaBook.org

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, সবই জানি, তবে...

আরে বেটি, কৈ ফিকর মাত কঁরো।...

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বৈশাখী ওঁকে বলে, আপনি একলাই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, আমি একলাই এসেছি, একলাই ফিরে যাচ্ছি।

কলকাতায় আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন থাকে?

থাকে মানে?

বৃদ্ধ না থেমেই বলেন, কলকাতায় আমার ছোটা ভাই থাকে, এক বোন থাকে আর আমার দুই নাতি ছিল কিন্তু একটা নাতি অস্ট্রেলিয়া চলে গেল। ওর জন্যই তিন দিনের জন্য কলকাতা এসেছিলাম।

আমি প্রশ্ন করি, আপনার নাতি অস্ট্রেলিয়া গেলেন কেন?

সর্দারজী বেশ গর্বের সঙ্গেই জোর দিয়ে বলেন, ও মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে। ও বেটা বহুত পড়াই-লিখাই করে ডক্টরেট হয়েছে ; ওর ওয়াইফও ডক্টরেট।

নন্দিতাদি বলে, বাঃ! খুব ভাল।

বৃদ্ধ এক গাল হেসে বলেন, বেটি, আমার নাতির ওয়াইফ বাংগালি লেড়কী আছে।

আমরা তিনজনেই প্রায় এক সঙ্গেই বলি, তাই নাকি?

হ্যাঁ, তবে কি!

উনি না থেমেই বলেন, ও খব ভাল ফ্যামিলীর খুব ভাল মেয়ে। আমার নাতি আর বলাকা একসঙ্গে এম.এস.-সি পড়েছে। আবার রিসার্চও করেছে। ওকে দেখে মনেই হয় না, ও আমাদের ফ্যামিলীর মেয়ে না।

কথায় কথায় যে দশটা বেজে গেছে, তা আমাদের খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ চাচাজী বললেন, তোমরা কিছু খাবে না।

নন্দিতাদি বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি খাবো। আপনি খাবেন না।

আমার বোন স্টেশনে রওনা হবার আগেই আমাকে খাইয়ে দিয়েছে, আমি রাত্রে আর কিছু খাবো না।

তাহলে আপনি ঐ লোয়ার বার্থেই শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু এ বার্থ তো তোমাদের।

আমার এক ভাইবোন আপনার মিডল বার্থে শোবে।

BanglaBook.org

কোন কষ্ট হবে না?

না, না, কোন কষ্ট হবে না।

চাচাজী শুয়ে পড়লেন।

তারপর আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙলো ঐ বৃদ্ধ সর্দারজীর ডাকাডাকিতে—আরে প্রফেসার বেটি, উঠে পড়ো ; মোগলসরাই এসে গেলাম।

আমরা ঘুম থেকে উঠেই দেখি, ট্রেন মোগল সরাই স্টেশনে ঢুকছে। আমরা তাড়াহুড়ো তৈরি হয়।

এতনা ঘাবড়ানে কা জরুরত নেই হ্যায়। এখানে আধঘন্টা গাড়ি দাঁড়াবে।

নন্দিতাদি অবাক হয়ে বলে, আধঘন্টা?

হ্যাঁ, বেটি, আধঘন্টা।

সর্দারজী একটু থেমে বলেন, এখানে ইঞ্জিন বদলাবে, প্যান্ট্রিকার লাগবে, ট্রেনে জল ভরবে ; তাই...

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই আমরা চোখে-মুখে জল দিয়ে একটু ভদ্র-সভ্য হয়ে নীচে নামি। আমাদের পিছন পিছন সর্দারজীও নীচে নেমেই নন্দিতাদির হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলেন, বেটি, আমার বাড়ি আর অফিসের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এই কার্ডে আছে। তোমরা মেহেরবানী করে দিল্লী পৌঁছবার আগে জানিয়ে দিও, কবে কোন ট্রেন তোমরা পৌঁছবে।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলেন, তারপর এই বুড়ো চাচাজীর সব দায়িত্ব।

ওঁর কথা শুনে নিঃসন্দেহে আমরা খুশি হই।

সর্দারজী এবার বলেন, কাশী খুব বড় তীর্থ। তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সাবধানে থাকবে ; আর যদি সম্ভব হয়, আমাকে টেলিফোন করে জানাবে, তোমরা কেমন আছে।

ওঁর স্নেহপ্রবণ পিতৃসুলভ কথাবার্তা শুনে সত্যি আমরা মুগ্ধ হই। নন্দিতাদি টিপ করে ওঁকে প্রণাম করে, সঙ্গে সঙ্গে আমি আর বৈশাখীও।

একি করলে তোমরা? আমি দশ ক্লাশ ভি পাস করিনি ; একজন সামান্য বিজনেসম্যান আছি। তোমরা এত পড়াই-লিখাই করে...

BanglaBook.org

নন্দিতাদি ওঁর দুটি হাত ধরে বলে, চাচাজী, প্লীজ, আপনি ওকথা বলবেন না। আপনি আমাদের বাবার মতো, আপনাকে প্রণাম করা তো আমাদের কর্তব্য।

উনি আমাদের তিনজনের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, তোমরা ভাল থাকো। যাও, যাও, স্টেশনের এলাকাতেই বেনিয়াবাগের বাস পাবে।

আমরা একটু ভারাক্রান্ত মনেই বাইরে এসেই বেনিয়াবাগের বাসে উঠি।

সর্দারজীর ভিজিটিং কার্ডের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই নন্দিতাদি বলে, ও মাই গড! চাচাজী তো বিরাট বিজনেসম্যান!

আমি আর বৈশাখী প্রায় এক সঙ্গেই বলি, তাই নাকি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কার্ডটা আমাদের সামনে ধরেই নন্দিতাদি বলে, দ্যাখ, উনি দিল্লী আর হরিয়ানার সোল ডিস্ট্রিবিউটার অব্ হিন্দুস্থান লিভার।

বৈশাখী বলে, সে তো দারুণ ব্যাপার।

ও না থেমেই বলে, বাবা তো প্রায়ই বলেন, টাটা বা আম্বানীদের ব্যপার আলাদা কিন্তু কনজিউমার গুডস্-এর ব্যবসায় হিন্দুস্থান লিভারের সঙ্গে অন্য কোন কোম্পানীর কোন তুলনাই হয় না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ঠিক বলেছিস। ওদের তৈরি কোনো না কোনো জিনিস সব ইন্ডিয়ানকেই ব্যবহার করতেই হবে।

নন্দিতাদির হাতে তখনও ঐ কার্ডটা, ও একটু হেসে বলে, চাচাজীর বাড়িতেই চারটে টেলিফোন! সত্যি ভাবা যায় না।

নন্দিতাদির হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে আমি ওর পিছন দেখেই বলি, চন্ডীগড়, কার্নাল, কুরুক্ষেত্র, ফরিদাবাদ আর বল্লভগড়েও চাচাজীর অফিস আছে।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, এমন একটা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

নন্দিতাদি বলে, আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের ট্যুরটা খুব ভাল হবে।

বাস অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে। গঙ্গার উপরের ব্রীজে বাস উঠতেই দু'চারজন যাত্রী বাঁ দিকে হাত দেখিয়ে বলেন, ঐ তো মণিকর্নিকা ঘাট। জয় বাবা বিশ্বনাথ। মা গঙ্গা কি জয়!

BanglaBook.org

বাসের প্রায় সব যাত্রীই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

কাশী!

রাস্তায় মানুষজন, রিক্সা-ঠেলা, গাড়ি-ঘোড়ার ভীড় ; বাস আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। আমরা হা করে চারদিক দেখছি। শহরটা যে খুবই পুরনো, তা দেখলেই বুঝা যাচ্ছে কিন্তু মনে হল, খুবই প্রাণবন্ত।

বেনিয়াবাগ!

অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাস থেকে নামি। সামনেই অসংখ্য সাইকেল রিক্সা। নন্দিতাদি ওদের সামনে গিয়েই বলে, গোধূলিয়া।

একটা রিক্সা এগিয়ে আসতেই নন্দিতাদি আর বৈশাখী উঠে ; পিছনের রিক্সায় আমি উঠি।

চারপাশে মানুষজনের ভীড় দেখে মনে হচ্ছে, কাশীর সব মানুষই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে কেনাকাটা করতে তা না হলে সব দোকানেই এত ভীড় কেন?

হঠাৎ খেয়াল হল, বাঁশে মাদুর দিয়ে জড়িয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে রিক্সা চড়ে ; মাদুরের নীচ দিয়ে মৃতদেহের দুটো পা সামান্য বেরিয়ে আছে।

অবাক না হয়ে পারি না।

রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, বাবুজি, চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট মাইল দুর থেকে মুর্দা নিয়ে আসে মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে দাহ করতে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বাবুজি, পুণ্যবান আদমী না হলে কি তার দেহ পুণ্যভূমিতে দাহ হুয়!

এই তো তিন-চারদিন আগেই নন্দিতাদিদের বাড়ি গেলে নির্মলকাকু আমাকে আর বৈশাখীকে দেখে হাসতে হাসতে বলেন, তোমরা কি জানো, পৃথিবীর সব চাইতে পুরোনো শহর কাশী?

আমরা দু'জনেই মাথা নেড়ে বলি, না, জানি না।

পৃথিবীর নানা দেশে বহু পুরনো ঐতিহাসিক শহর ধ্বংস হয়ে গেছে, বাট নট কাশী।

উনি না থেমেই বলে যান, সারা দেশের হাজার হাজার বুড়ো-বুড়ী কাশী যান, শুধু বাবা বিশ্বনাথের পায়ে মাথা রেখে মৃত্যুর স্বপ্ন নিয়ে। ওদের

BanglaBook.org

মধ্যে কতজন কত দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন, রোগ-শোক উপেক্ষা করেও বছরের পর বছর ওখানে থাকেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আশায়।

নির্মলকাকু একটু হেসে বলেন, আমি কোনদিন শুনিনি বা কোথাও পড়িনি, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পুন্যলোভী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খ্রিস্টান বেথেলহেমে যাচ্ছেন, ভগবান যীশুর পবিত্র জন্মস্থানে মরতে বা মক্কা-মদিনার মতো পবিত্র তীর্থের পুণ্যভূমিতে কোনো ধার্মিক মুসলমানও যান, ওখানেই দেহকে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিতে।

নন্দিতাদিও অনেকক্ষণ ওর বাবার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে।

নির্মলকাকু এবার বলেন, কাশী গিয়ে শুধু বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, সঙ্কটমোচন ইত্যাদি দেখলেই হবে না, গঙ্গার ধারে বসে কাশীকে মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে হবে। তা না হলে কাশী যাওয়া বৃথা।

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণা কাকিমা হাসতে হাসতে কাকুকে বলেন, এত বছর ধরে কলেজে পড়িয়ে পড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

এরা কাশী যাচ্ছে বলেই কাশীর বৈশিষ্ট্য বলছি।

আর কত বলবে?

আর একটা কথা বলব।

নির্মলকাকু একটু থেমে বলেন, দীর্ঘকাল ধরে ধনী আর অভিজাত পরিবারদের বাড়িতে বিয়ের সময় নিছক আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সানাই বাজতো। সেই সানাইকে মন্ত্রের মতো ঈশ্বর উপাসনার পাথেয় করে সারা দেশের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করেন উস্তাদ বিসমিল্লা খান সাহেব।

সবাই চুপ।

সরকারী-বেসরকারী বহু ক্ষমতাবান মানুষ তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদের শহরে থেকে সঙ্গীত সাধনা করতে। কিন্তু এই সর্বজনপ্রিয় সঙ্গীত সাধক একটু হেসে বলতেন, ওখানে তো গঙ্গা নেই ; ওখানে গিয়ে থাকব কি করে?

নির্মলকাকু একটু হেসে বলেন, গঙ্গা শুধু আমাদের মতো হিন্দুদের কাছেই পবিত্র না, উচ্চাঙ্গ সাধনার সব সাধকদেরও অনুপ্রেরণার উৎস।

BanglaBook.org

একটু খোঁজাখুঁজি করেই গোধূলিয়ার মোড়ের কাছেই পছন্দের হোটেল পাওয়া গেল। ঘরটি বেশ বড়, ঘরে দুটি বেশ বড় সাইজের খাট, ঘরের সংলগ্ন বাথরুম আর সামনে বেশ চওড়া ও বিরাট লম্বা বারান্দা।

ঘরে ঢুকেই নন্দিতাদি বলল, তপু, তুই ঐ খাটে শুবি আর এই খাটে আমরা দু'জনে শোব।

দ্যাটস্ ফইন লীডার!

ওরা দু'জনে হাসে।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গেই বলে, তপু, প্লীজ, তুই একটু বাইরে থাক ; আমরা দু'জনে তৈরি হয়ে নিই। তারপর তুই...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

আমি ঘরের বাইরে আসতেই ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। আমি বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। কেউ কেউ গঙ্গাস্নান করে এক পাত্র গঙ্গাজল নিয়ে ফিরছেন, আবার অনেকেই চলেছেন গঙ্গাস্নান করতে। কিছু মানুষ পান চিবুতে চিবুতে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছেন হয়তো প্রিয়জনের বাড়ি বা অন্য কোথাও। আবার কতজনে সামনের দোকানগুলিতে কেনাকাটায় ব্যস্ত।

শুধু কী তাই?

বহু নারী-পুরুষ চলেছেন 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলতে বলতে। দেখে মনে হয়, তারা দেশের নানা অঞ্চলের বাসিন্দা, কেউ বাঙালি, কেউ বা বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থানের, আবার অনেককেই মনে হচ্ছে, দক্ষিণ-ভারত থেকে এসেছেন।

মোটামুটি সারা দেশের মানুষ। বেশ ভালো লাগলো এই ভারতবর্ষ দেখে।

কাছেই একটা সোফা খালি ছিল। বসতেই দেখলাম, পাশেই বসে আছেন একজন বয়স্ক স্থূলকায় ভদ্রলোক। একটু দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরো কয়েকজন নারীপুরুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন।

বেটা, তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

পাশের ভদ্রলোকের কথা শুনেই ওর দিকে তাকিয়ে বলি, কলকাতা থেকে।

BanglaBook.org

উনি সামান্য একটু হেসে বলেন, তোমাদের দেখেই মনে হয়েছে, তোমরা বাঙালি।

প্রায় না থেমেই উনি আবার প্রশ্ন করেন, ঐ মেয়ে দুটি কে? তোমার রিস্তেদার?

ওরা আমার বোন।

তিন ভাইবোনে কাশী বেড়াতে এসেছ?

হ্যাঁ।

খুব ভাল, খুব ভাল।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন, এই শহরের জুড়ি সারা দুনিয়ায় আর পাবে না। বিলাইতের কোন শহর মহাকবি শেক্সপীয়রের জন্য বিখ্যাত, কোন জায়গা বায়রণের জন্য বিখ্যাত। আবার লন্ডনের কোন রেঁস্তোরা আর্থার কোনন ডয়েলের জন্য বিখ্যাত।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস সব শহরেরই একই কাহিনি, কিন্তু এই কাশী সব সবদিক দিয়েই বিখ্যাত।

আমি একটি শব্দও উচ্চারণ করি না। করতে সাহস করি না। শুধু চুপ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

বাবা বিশ্বনাথ তো আছেনই, তিনি তো সবার। তাইতো সবাই তাঁর কাছে ছুটে যায়। আরো কত দেব-দেবী এখানে আছেন। তাছাড়া আর কী চাই?

আমি কী বলব? উনিই ওঁর প্রশ্নের জবাব দেন।

এই তীর্থেই তো তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' সৃষ্টি করেন, এখানকার শ্মশানেই রাজা হরিশ্চন্দ্র সবকিছু দান করে ডোম হয়েছিলেন। এখানকার মহাশ্মশান মণিকার্নিকাতেই তো শঙ্করভাষ্যের সৃষ্টি করেন আদি শঙ্করাচার্য।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, এই শহরে আরো কি আছে জানো?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না।

উনি হাসতে হাসতেই বলেন, দুনিয়ার সবসে বড়িয়া পান, সূর্তি-জর্দা, সরবত-রাবড়ি সব এখানে পাবে। হিন্দুস্তানের সব বিখ্যাত বাইজী কাশীর। ওদের গান শুনলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ওরা কী গান করেন?

BanglaBook.org

আরে ভাইয়া, ঠুংরি-ঠুংরি। বাবা বিশ্বনাথের মতোই ঠুংরির জন্য কাশী বিখ্যাত। এখানে ঠুংরি শুনলে দিল ভর যাতা হ্যায়।

হঠাৎ নন্দিতাদি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

রাজা দশরথ কা রাজধানী, রামচন্দ্রজী কা পুণ্য জনম্ ভূমি অযোধ্যা নগরীর পাশে ফৈজাবাদে আমার বাস।

এখানে আপনি কেন এসেছেন?

মুন্না বাঈ-এর কাছে ঠুংরির একটু তালিম নিতে।

উনি বুঝি ভাল ঠুংকি গাইয়ে?

ভাল মানে? গিরিজা দেবী ছাড়া ওঁর মতো ঠুংরি গাইয়ে তামাম হিন্দুস্তানে আর কে আছে?

উনি কোথায় থাকেন?

এখানকার বাঈজী মহল্লা ডাল-কা-মন্ডীতে।

উনিও কী বাঈজী?

জরুর বাঈজী আছেন ; তবে সাক্ষাৎ দেবী, গঙ্গা মাঈ-এর মতোই পবিত্র আমার এই মাতাজী।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, অনেক বকবক করলাম ; তোমরা ভাইবোনেরা আমাকে মাফ করে দিও।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, কী বলছেন আপনি? আপনার কথা শুনে আমরা কত কী জানলাম।

আচ্ছা নমস্কার।

উনি আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন।

নন্দিতাদি বলে, তপু, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আয় তারপর বাইরে গিয়ে আমরা কিছু খাবো।

BanglaBook.org

ছয়

গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল আর চমৎকার দুটো করে মিষ্টি। আমরা ভাবতেই পারিনি, কলকাতার বাইরে এত ভাল মিষ্টি পাবো।

'জলযোগ' থেকে বেরিয়েই বৈশাখী একটু হেসে বলে, নন্দিতাদি, বেশ খেলাম। আমরা রোজ সকালে এখানেই খাবো।

হ্যাঁ, সত্যি ভাল খেয়েছি।

আমি বললাম, নন্দিতাদি, চল আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে যাই।

না, আজ যাবো না। কাল সকাল সকাল চান টান করে কিছু না খেয়েই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাবো।

বৈশাখী ওকে সমর্থন জানায়, হ্যাঁ, সেই ভাল।

এখন আমরা কোথায় যাবো?

আমার প্রশ্ন শুনে নন্দিতাদি বলে, এখন বড্ড রোদ এখন আর কোথাও যাবো না ; তিনটে-সাড়ে তিনটার পর আমরা সারনাথ যাবো।

ও না থেমেই বলে, চল, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি।

জলযোগের দোকান, গোধূলিয়ার মোড়, আমাদের হোটেল ছাড়িয়ে কয়েক মিনিট হাঁটতেই দেখি, সামনে গঙ্গা।

দশাশ্বমেধ ঘাট।

ঘাটের মুখেই এক দল স্ত্রী-পুরুষ ভিখারী। পুণ্য লোভাতুর মানুষেরা তাদের প্রত্যেকেই সামান্য কিছু পয়সাকড়ি দান করছেন। হঠাৎ একজন বয়স্কা মহিলা ওদের সবাইকে কিছু চাল আর দু'চারটে করে আলু দিলেন। আবার অনেকে গঙ্গস্নান সেরে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ভিখারীদের দিকে না তকিয়েই চলে যাচ্ছেন। কোন ভিখারীকেই দেখলাম না, ভিক্ষার জন্য কারুর কাছে সকাতর আবেদন জানাতে বা দুটো পা জড়িয়ে ধরতে।

ওরা বোধ হয় জানে, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় ওদের দু'মুঠো উদরান্ন জুটবেই।

বাবা কি এখানে সবাইকেই কৃপা করেন?

ঘাটের দু'পাশেই মন্দির। স্নানান্তে অনেকেই মন্দিরের বিগ্রহকে প্রনাম করে ঘন্টা বাজিয়ে চলে যাচ্ছন ; কেউ কেউ কিছু অর্থও দিচ্ছেন।

ঘাটের সিঁড়িতে পা দেবার আগেই সামনের দিকে তাকিয়ে নন্দিতাদি বলে, দেখছিস, এখনও কত লোক চান করছে?

সিঁড়ির দু'পাশে সুন্দর বসার জায়গা। আমরা কয়েক ধাপ নেমে এক পাশে বসি।

তাকিয়ে দেখি, বিরাট তালপাতার ছাতার তলায় বসে এদিক ওদিক পুজোটুজো হচ্ছে।

BanglaBook.org

বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, বলতে পারো ওখানে কি পুজো হচ্ছে?

পণ্ডিতজীর সামনের লোকটার ন্যাড়ামাথা দেখে মনে হচ্ছে, বোধহয় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করছেন।

আমি বলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে তা না হলে লোকটা মাথা ন্যাড়া করতো না।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই দেখলাম, যেমন স্নান-পুজা সেরে অনেকে ফিরে যাচ্ছেন, সেইরকমই নতুন স্নানার্থীরাও আসছেন। আরো কিছুক্ষণ বসে দেখলাম, এই আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। এদের মধ্যে কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বেশ কষ্ট করেই সিঁড়ি ভেঙে নামছেন, স্নান-আহ্নিক করছেন, আবার কষ্ট করেই উপরে উঠছেন। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে মা জাহ্নবীকে, মুখ তুলে, সূর্যদেবকেও প্রণাম করছেন।

সবার মুখেই এক কথা, জয় বাবা বিশ্বনাথ।

আবার কেউ কেউ বলছেন, কৃপা করো বাবা! কৃপা করো বাবা!

আচ্ছা নন্দিতাদি, বাবা বিশ্বনাথ কি সত্যি এদের কৃপা করেন?

একটু ভেবে নন্দিতাদি বলে, ঠিক বলতে পারবো না, বাবা বিশ্বনাথ ওদের কৃপা করেন কিনা ; তবে এইটুকু বলতে পারি, যুগ যুগ ধরে যে কোটি কোটি নারী-পুরুষ যে বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, তা নিছকই পাগলামি বা হুজুগ হতে পারে না। এই সর্বাত্মক বিশ্বাসের নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ বা যুক্তি আছে।

আমি আর বৈশাখী চুপ করে ওর কথা শুনি।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, তারা কি এইরকম বিশ্বাস রাখতে পারি মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর উপর?

ও নিজেই তার উত্তর দেয়, অসম্ভব।

নন্দিতাদি উদার উত্তরবাহিনী গঙ্গার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, আশেপাশের মানুষের এই বিশ্বাস অর্জন করতে হলে যে দেবত্ব-সুলভ মহত্ত্ব অর্জন করতে হয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে না, তা শুধু মহামানবরাই অর্জন করেন।

ও একটু হেসে আমাদের দু'জনের হাত ধরে বলে, দেবত্বের প্রতি এই বিশ্বাসই ভারতবর্ষের প্রাণ, ঐতিহ্য আর বৈশিষ্ট্য।

নন্দিতাদির কথাগুলো শুনে আমি আর বৈশাখী হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেলাম।

BanglaBook.org

নির্মলকাকু যে বলেছিলেন, কাশীর মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকলেই হবে না, কাশীর অন্তরাত্মাকে প্রাণ-মন দিয়ে অনুভব করতে হবে, তা কি এই?

বোধ হয়।

কিন্তু জোর করে বলার মতো মানসিক শক্তি বা আস্থা কোথায়?

অনেকক্ষণ আমরা তিনজনেই চুপ করে বসে থাকি। মনে মনে কত কথা, কত প্রশ্ন, কত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আনাগোনা করে কিন্তু যে চিত্তশুদ্ধি না হলে জীবনের এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, তা কী আমরা অর্জন করেছি? নাকি কোনদিন করতে পারবো?

হঠাৎ নন্দিতাদি উঠে দাঁড়িয়ে জাহ্নবী গঙ্গার এদিক-ওদিক দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে একটু হেসে বলে, বৈশাখী, ভাই ভুলে যাস না, এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই আমরা ভারতবর্ষের আসল রূপ দেখলাম। চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটে ভারতবর্ষকে খুঁজে পাবি না।

তিনজনে একসঙ্গে যাবো বলে আমরা টাঙ্গায় চড়লাম সারনাথ যাবার জন্য। অটো-রিক্সায় গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেতো কিন্তু ঘোড়ার কৃপায় দুলুনি খেতে খেতে যেতে ভালই লাগছিল।

টাঙ্গায় চড়ার অভিজ্ঞতা আমাদের তিনজনেরই এই প্রথম ; তাইতো বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল।

আমি বলি, নন্দিতাদি, দু'একবছর পর কাশী এলে আর হয়তো টাঙ্গায় চড়ে সারনাথ যাবার সৌভাগ্য হবে না।

কেন?

বৈশাখীও জানতে চায়।

যেভাবে সমাজ যন্ত্রনির্ভর হচ্ছে, তাতে কি আর ঘোড়ার ভরসায় থাকতে দেবে?

নন্দিতাদি বলে, ঠিক বলেছিস।

ও না থেমেই বলে, যত ভাল মোটর গাড়িই হোক না কেন, দুটো ঘোড়ায় টানা ফিটন-গাড়ি চড়ার মধ্যে যে আভিজাত্য, বৈশিষ্ট্য বা আনন্দ আছে, গাড়ি চড়ে তা কখনই পাওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু স্পীড?

বৈশাখী একটু হেসে বলে, গীতা পাঠ না করে গীতা পাঠ শুনে মনে

BanglaBook.org

যে অনুভূতি হয় বা হতে পারে, ই-মেলে পাঠানো গীতা পড়ে কি সেই অনুভূতি হতে পারে?

অসম্ভব।

নন্দিতাদি শুধু এইটুকু বলেই থামে না। বলে, স্পীড দিয়ে কী সবকিছু অর্জন করা সম্ভব? ক্রাশ কোর্স করিয়ে কি নরেনকে বিবেকানন্দ করা যাবে? নাকি ন'মাসে-ছ'মাসেই এক একটা রবীন্দ্রনাথ-জগদীশ বসু পাওয়া সম্ভব?

শুধু আমি না, বৈশাখীও চুপ।

নন্দিতাদি বলে, যে প্লেনে চড়ে আমরা ঘন্টায় কয়েক শ' মাইল পাড়ি দিচ্ছি বা পেনিসিলিন ইনজেক্শন্ দিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি সারানো হচ্ছে, তার পিছনে রয়েছে বহু দিনের সাধনা, বহু দিনের গবেষণা, তাই না?

এবার বৈশাখী বলে, তা ঠিক।

যে কোন বড় সৃষ্টির পিছনেই দীর্ঘদিনের সাধনা প্রয়োজন। এই যে আমরা জন্মেছি, তার পিছনে আছে মায়ের পেটে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা।

বাবা, এত ভাবো।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, আমার মত বুড়ী হলে তুইও ভাবতে পারবি।

বৈশাখী চিৎকার করে ওঠে, তুমি বুড়ী?

ও না থেমেই বলে, সেই হাওড়া স্টেশন থেকে তো দেখছি, হোটেলে-পথে ঘাটে কীভাবে তোমাকে দেখছে। কোন বুড়ীকে কেউ ঐভাবে দেখে না।

চুপ কর ; বাজে বকিস্ না।

এবার আমি বলি, নন্দিতাদি, তুমি বিশ্বাস করো, দিন দিনই তোমার সৌন্দর্য- মাধুর্য বাড়ছে ; তাই তো সুন্দরী মেয়েদের থেকেও তোমাকে অনেক বেশি সুন্দরী মনে হয়।

তোরা দুজনে চুপ করবি? নাকি সারনাথে গিয়েও আমার রূপের গুণগান করবি?

বৈশাখী চাপা হাসি হেসে বলে, আমরা চুপ করছি কিন্তু আমরা দু'জনে যা বললাম, তা হানড্রেড্ পার্সেন্ট সত্যি।

BanglaBook.org

আমাদের এইসব কথাবার্তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টাঙ্গা এসে থামলো সারনাথে

সারনাথ!

আমরা ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখি ; তথাগতের উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্তির সামনে চুপ করে বসে থাকি বেশ কিছুক্ষণ।

ভাবলে অবাক লাগে, কপিলাবস্তুর সর্বত্যাগী রাজকুমার বোধি লাভ করেন ; রক্ত-মাংসের একটা মানুষ ভগবান বুদ্ধ হলেন।

আর এখানেই তিনি প্রথম উপদেশ দেন শিষ্যদের অর্থাৎ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

হ্যাঁ, বৈশাখী, তুই ঠিক বলেছিস।

নন্দিতাদি না থেমেই বলে, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাধনার দ্বারা মানুষই যে দেবতা হয়, তার প্রমাণ ভগবান বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য, পয়গম্বর, রামকৃষ্ণ ও আরো কতজন।

আমরা সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছি এদিক-ওদিক।

নন্দিতাদি, মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে এখানেই ভগবান বুদ্ধের পায়ের ধূলো মিশে আছে এই মাটিতে ; ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে।

হ্যাঁ, তপু, সত্যি তাই।

দু'এক মিনিট আমরা কেউই কথা বলি না।

বৈশাখী বলে, এখনও তো আমরা কাশীর মন্দিরেও যাইনি, শুধু দশাশ্বমেধ ঘাটে বসেছি আর এই সারনাথে এলাম। এই দুটো জায়গাতেই মন বা চিন্তাভাবনা কেমন যেন বদলে যায়।

ও না থেমেই বলে, কলকাতায় যে চিন্তাভাবনাগুলো মনে আসে, এখানে মুহূর্তের জন্যও সেসব চিন্তাভাবনা মনে আসে না।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, একেই বলে স্থান মাহাত্ম্য।

একটু থেমেই ও বলে, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড় মঠে গিয়ে কি কখনও মনে হয়, নতুন একটা জীনস্ কিনতে হবে বা পার্ক স্ট্রীটের রেস্টুরেন্টে গিয়ে মানচুরিয়ান চিকেন আর মিক্সড্ ফ্রায়েড রাইস খেতে হবে?

না, না, ওসব জায়গায় এই ধরণের কোন চিন্তাই মনে আসতে পারে না।

BanglaBook.org

বৈশাখী থামতেই নন্দিতাদি বলে, জাগ্রত বিগ্রহের মন্দির বা সাধক-সাধিকা-মহাপুরুষদের স্মৃতিধন্য স্থানের এই তো বৈশিষ্ট্য।

ঘন্টা দুয়েক ওখানে কাটাবার পর ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে আমরা ওখান থেকে রওনা দিই।

আমরা টাঙ্গার কাছে আসতেই বৃদ্ধ মুসলমান কোচোয়ান নন্দিতাদির উদ্দেশ্যে তাকিয়ে বলেন, বেটি, ভগবান কা দর্শন হয়েছে?

হ্যাঁ, চাচাজী, ভগবানের মন্দিরে তাঁর মূর্তির দর্শন হয়েছে।

এখানে এলে মন ভাল হয়ে যায়, তাই না?

ঠিক বলেছেন।

আসার সময় নন্দিতাদি আর বৈশাখী সামনে বসেছিল, আমি ছিলাম পিছনে ; এবার ওরা বসলো পিছনে, আমাকে সামনে বসতে হল।

কিছুদূর যাবার পরই দুটি ছেলে সাইকেলে টাঙ্গার ঠিক পিছন পিছন আসতে আসতে নন্দিতাদি আর বৈশাখীকে শুনিয়ে টুকটাক রুচিহীন মন্তব্য করতে শুরু করে। প্রথমে ওরা উপেক্ষা করলেও ছেলে দুটি যেন নতুন উৎসাহে একটু-আধটু অশ্লীল মন্তব্য করতে শুরু করে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর দুটো চাকার কর্কশ শব্দ সত্ত্বেও ছেলে দুটির রসাত্মক মন্তব্য আমি শুনছিলাম। প্রথমে ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব।

আমি বেশ গলা চড়িয়ে বলি, চাচাজী, প্লীজ গাড়ি থামান।

গাড়ি থামতে না থামতেই আমি প্রায় লাফ দিয়ে নামি।

বেটা কি হয়েছে?

ঐ সাইকেল চড়া ছেলে দুটো আমার বোনদের যা তা কথা বলছে।

আমার কথা শুনেই চাচাজীর মুখের চেহারা বদলে যায়, বলেন, বেটা, তুমি ওদের কিছু বলো না। দুই বেটি সামনে আসুক, তুমি পিছনে যাও।

হ্যাঁ, নন্দিতাদি আর বৈশাখী সামনের সীটে বসে, আমি পিছনে। কোচোয়ন চাচা ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে চিৎকার করতেই গাড়ি ছুটতে শুরু করে।

দু'চার মিনিট পরই ছেলে দুটো টাঙ্গার ঠিক পাশ এসে আবার আগের মতোই অসভ্যতা শুরু করে। আমরা শুনেও শুনি না, দেখেও দেখি না।

কোচোয়ান চাচা সপাং সপাং করে ঘোড়াটাকে চাবুক মারে আর চিৎকার করে। ঘোড়া আরো অনেক জোরে ছুটতে শুরু করে।

BanglaBook.org

বেটি, তোমরা কিছু ধরে বসো, পড়ে যেও না।

হ্যাঁ, আমরা তিনজনেই সীটের এক পাশ শক্ত করে ধরে বসি।

হঠাৎ চাচাজী চিৎকার করেই লাগামটা কি একটা কায়দা করে টান দিতেই হঠাৎ ঘোড়াটা ডান দিকে ঘুরেই থেমে যায়।

ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল আরোহী দুই নায়ক ছিটকে পড়ে।

চাচাজীও চাবুক হাতে নিয়েই এক লাফ দিয়ে নীচে নামে ; সঙ্গে সঙ্গে নায়কদের সপাং সপাং করে দু'একবার চাবুকের পেটা দিয়েই হুঙ্কার দেয়, শালা, বাত্তামিজ! সেলিম মিঁয়ার গাড়ির সবারীদের সঙ্গে বাদরামি!

সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'তিনটে টাঙ্গা থেমে যায়।

কী বড়ে মিঁয়া, আজ তোমার সবারীদের সঙ্গে...?এই দুটো শালা ক'দিন আগেই ফকির মিঁয়ার কাছে ধোলাই খেয়েছে।

ছেলে দুটো কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েই সাইকেল নিয়ে পালায় ডান দিকের সরু গলিতে।

অসভ্য ছেলে দুটিকে উচিত শিক্ষা দিতে চাচজীর কৌশল দেখে আমরা যেমন বিস্মিত, তেমনই মুগ্ধ।

বুঝলে বেটি...

নন্দিতাদির দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, কাশীতে যত সাধু-সন্ত-সজ্জন আদমী আছে, ঠিক ততজনই বদমাইস আছে।

ঘোড়াটাকে সামান্য একটু শাসন করেই উনি আবার বলেন, আমাদের কাশী বড় মজার শহর। সারা হিন্দুস্তান থেকে এখানে লাখ লাখ আদমী আসে ভজন-পূজন করতে, আবার লাখ আদমী আসে নেশা করতে, বাঈজীদের সঙ্গে রাত কাটাতে।...

হঠাৎ বৈশাখী বলে, আবার শুনেছি, কোন কোন বাঈজী ঠুংরি নিয়েই দিন রাত মশগুল থাকেন।

হ্যাঁ, বেটি, ঠিক শুনেছ, কিন্তু আগে এই ধরণের বাঈজী অনেক বেশি ছিল। এখন মাত্র কয়েকজন আছেন। মুন্নাবাঈ তো উস্তাদদেরও উস্তাদ ; ওঁকে সবাই মাতাজী বলে, কিন্তু এখন ডাল-কা-মন্ডীর প্রায় সব বাঈজীই নাম্বার ওয়ান বদমাস।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এইসব বদমাস বাঈজীদের পাল্লায়

BanglaBook.org

পড়ে হাজার হাজার মানুষ ভিখারী হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের সংসারও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

কাশী শহরে ঢুকে পড়েছি। চাচাজী সতর্ক হয়ে লাগাম ধরে আশেপাশের গাড়িঘোড়া বাঁচিয়ে টাঙ্গাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আবার আমরা গোধূলিয়ার মোড়ের পাশেই পৌঁছে যাই।

নন্দিতাদি ওর হাতে টাকা দিয়ে বলে, চাচাজী, আমরা কয়েকদিন এখানে থাকব। একদিন আপনি আমাদের বি.এইচ.ইউ. নিয়ে যাবেন।

হ্যাঁ, বেটি, জরুর নিয়ে যাবো।

আমরা বিদায় নেবার আগে উনি আমাদের তিনজনকে কাছে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় একটু হেসে বলেন, ডাল-কা-মন্ডীর ওখানে খুব ভাল হালুয়া-কচৌড়ি আর জিলাপী পাওয়া যায়। যদি কেউ ঐসব খাওয়াবার জন্য ওখানে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে কভী মাত্ যা না। ও ইলাকা তোমাদের যাবার জায়গা না।

হোটেলের ঘরে পা দিয়েই আমি বলি, আজ দুপুরে আর বিকেলে দু'জন ইন্টারেস্টিং মানুষের দেখা পেলাম। বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে বলে, ট্রেনের চাচাজীর কথা ভুলেই গেলি?

না, না, ভুলব কেন?

আমি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলি, পরিচিত গণ্ডী ছেড়ে বেরুলেই কত বিচিত্র মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

দুটো বালিশ পিঠে দিয়ে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, বাউন্ডুলের মতো শরৎচন্দ্র ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বলেই তো আমরা শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়াদের পেলাম। যুদ্ধে না গেলে কি আমরা হেমিংওয়ের কাছ থেকে 'ফর হুম দ্য বেল...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বৈশাখী বলে, ঠিক বলেছ।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একুট হেসে বলে, বুঝলি তপু, এবার ফিরে যাঁবার পরে আমিও এমন কিছু লিখব, যা পড়ে তুই চমকে যাবি।

হাসতে হাসতে আমি বলি, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বছর বছর এল-টি-সি আর অফিসের পয়সায় ঘুরে বেড়িয়েও তো একটা ভাল ছোট গল্পও লিখতে পারছে না আর তুই...

BanglaBook.org

দেখিস, দেখিস।

আমি তখনো তখনো হাসতে হাসতে বলি, বৈশাখী, মদ খেলেই মধুসূদন হওয়া যায় না।

নন্দিতাদি একটু জোরেই হেসে ওঠে, বলে, তপু, দারুণ কথা বলেছিস।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা আবার হাঁটতে হাঁটতে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাই।

কী আশ্চর্য এখনও এত মানুষ গঙ্গাস্নান করছেন!

সত্যি আমরা অবাক হয়ে যাই ; অবাক হই পাশের মন্দিরে ভক্তদের দেখে। কানে আসে কত মন্ত্র আর ভজনের সুর।

আজ কি তিথি, তা আমরা জানি না ; জানি না কখন চাঁদ উঠেছে। তবে আকাশে এখন চাঁদ আর তার আলোয় গঙ্গা এখন বড় রূপবতী, বড় মোহময়ী। হাতছানি দিয়ে যেন সবাইকে ডাকছে, আয়, কাছে আয়, আমি তো তোদের গঙ্গা মাঈ।

তবে?

ভয় কী?

আশ্চর্য! গঙ্গামাঈ-এর আমন্ত্রণ শুনেই যেন আরো, আরো কতজন গঙ্গাস্নান করে চিত্তশুদ্ধি করতে এলেন।

গঙ্গাস্নান সেরে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে কতজন ফিরে যাচ্ছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতেই আরো কতজন আসছেন গঙ্গাস্নান করতে।

আমরা কেউই কোন কথা বলি না, বলতে ইচ্ছে করে না। এই স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় গঙ্গার এই স্নেহ-ক্রোড়ে বসে কথা বলা যায় না ; শুধু মনে মনে কি যেন অজানা শান্তি, আনন্দে মশগুল হয়ে থাকি।

ঘন্টা খানেক ঐভাবে চুপ করে বসে থাকার পর আমরা উঠি।

হেটেলের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে নন্দিতাদি বলে, দশাশ্বমেধ ঘাটে এইটুকু সময় কাটিয়ে আমাদের যে অনুভূতি হল, মনে যে শান্তি বা আনন্দ পেলাম, কলকাতা বা হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে সারাজীবন বসে থাকলেও পাওয়া যাবে না।

আমি বলি, একেবারে খাঁটি কথা বলেছ।

BanglaBook.org

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, এই বিশেষ অনুভূতি আর শান্তির জন্যই হাজার হাজার বছর ধরে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ কাশী ছুটে এসেছে। ভবিষ্যতেও আসবে।

সাড়ে ছ'টার মধ্যেই আমরা বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে পৌঁছলাম। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে এই মহাজাগ্রত বিগ্রহকে প্রণাম করি, মনে মনে প্রার্থনা জানাই।

একজন পুরোহিত চরণামৃত দিলেন, অপরজন দিলেন বাবার মাথার ফুল-বেলপাতা।

খুব সহজে আমরা বাবা বিশ্বনাথের দর্শন পাইনি। অত ভোরেও বিশ্বনাথের গলিতে অবিশ্রান্ত ভক্ত নারী-পুরুষের মিছিল। একদল মন্দিরে চলেছেন, আবার একদল দর্শন করে ফিরছেন। প্রায় সবাই গঙ্গাস্নান করে সংসারের তুচ্ছতা মালিন্যকে দূরে রেখে বাবার দরবারে কৃপা প্রার্থী। মন্দির চত্বরেও অভাবনীয় ভীড়। এখানে কেউ ধনী না, দরিদ্র না ; সবাই বাবার সন্তান। সবার মুখেই বাবার জয়গান।

জয় বাবা বিশ্বনাথ!

জয় বাবা বিশ্বনাথ!

সবার মনেই এক কাতর প্রার্থনা, বাবা, দয়া করো, বাবা, কৃপা করো।

মন্দির দেখেও অবাক।

কী আশ্চর্য! এই মহাজাগ্রত বাবার মন্দির এত সাধারণ। এত ছোট?

মন্দিরের কোথাও ঐশ্বর্য বা শিল্পনৈপুণ্যের স্পর্শ নেই ; ঠিক যেন বাবার মতোই সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় ঐশ্বর্য-দারিদ্রে নির্মম উদাসীন। কত ভক্ত আছেন, যারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এই মন্দির সোনায় মুড়ে দিতে পারেন কিন্তু সেই দম্ভ, সেই অহংকার দেখাবার সাহস কার আছে?

না, কারুর নেই।

যিনি বিশ্ব-চরাচরের সব জীবের স্রষ্ঠা, তার কাছে কে অহংকার দেখাবে?

কেউ না।

মন্দির চত্বর ছেড়ে বিশ্বনাথের গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসেই নন্দিতাদি বলে, হাজার হাজার বছর ধরে কত অসংখ্য কোটি মানুষ আশ্চর্য

BanglaBook.org

বিশ্বাস আর ভক্তিতে এখানে ছুটে আসছে বাবা বিশ্বনাথের কৃপাধন্য হবার জন্য।

ও না থেমেই বলে, মিথ্যা বা ভিত্তিহীন বিশ্বাসকে বুকে নিয়ে এত বছর ধরে কি এত মানুষ ছুটে আসতে পারে? কি রহস্যের জন্য এত বছর ধরে এত মানুষের মিছিল এখানে আসছে, তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়।

আমি বলি, নন্দিতাদি, শুধু কিছু মুষ্টিমেয় মহাসাধকই জীবন-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করে সারা জীবনের সাধনায় সে রহস্য, সে অমৃতের স্বাদ অনুভব করেন।

হ্যাঁ, ভাই, ঠিক বলেছিস।

আমরা সময় নষ্ট না করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রণাম করেই সঙ্কট মোচনে যাই। প্রণাম করি, চরণামৃত-নির্মাল্য লাভ করি কিন্তু মনের মধ্যে শুধু বাবা বিশ্বনাথ!

মুখে বলছি না কিন্তু মনে মনে বার বার বলছি—জয় বাবা বিশ্বনাথ! কৃপা করো বাবা বিশ্বনাথ।

সাত

দিন দুয়েক পরে সকালে 'জলযোগ'-এ প্রাতঃকালীন জলযোগ করতে যাবার সময়ই সেলিম চাচার সঙ্গে দেখা।

কী ব্যাপার? তোমাদের সঙ্গে তো মোলাকাতই হচ্ছে না।

চাচাজী হাসতে হাসতেই বলেন, তোমরা কি সারাদিন হোটেলের ঘরে বসে গল্প করেই কাটিয়ে দিচ্ছো?

না, না, চাচাজী, আমরা হোটেলের ঘরে বসে থাকছি না।

বৈশাখীর কথা শুনে উনি বলেন, তোমরা ঘরে বসে থাকবে না, তা আমি ভাল করেই জানি।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, তোমরা বি.এইচ. ইউ কবে যাবে?

নন্দিতাদি বলে, আমরা জলযোগ থেকে একটু খেয়ে আসার পরই যেতে পারি।

বহুত আচ্ছা!

উনি একটু হেসে বলেন, আমিও তৈরি, আমার ঘোড়াও তৈরি। তোমরা খেয়ে এসো।

BanglaBook.org

ক'দিন ধরেই সকালে আমরা জলযোগ-এ খেতে আসছি।

তাইতো একটু মুখ চেনা হয়েছে। আমরা দোকানে পা দিতেই কাউন্টারের ভদ্রলোক একটু হেসে বলেন, আসুন,. আসুন।

উনি এদিক-ওদিক দেখেই বলেন, ঐ তো বাঁদিকের টেবিলে বসুন।

আমরা বসতেই যে ছেলেটি তিন গেলাস জল দিল, তার মুখও চেনা। সে একটু হেসেই বলে, আজ কি খাবেন?

লুচিই খাবো আর নতুন কোন ভাল মিষ্টি খাবো।

ঠিক আছে।

খাবার আসতে দেরি হয় না মনের মতো খাবার বলে খেতেও আমাদের দেরি হয় না।

দাম দেবার সময় কাউন্টারের ভদ্রলোক মুখ তুলে বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই বেড়াতে এসেছেন?

নন্দিতাদি বলে, আপনি আমাদের বাবার বয়সী, আমাদের আপনি বলবেন না।

না, মানে, আজকাল.....

ওসব কথা বাদ দিন।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ আমরা তিন ভাইবোনে বেড়াতে এসেছি।

ভাইবোন, তা তো দেখেই বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক চেঞ্জ ফেরত দিয়ে বলেন, আমাদের শহরটা কেমন লাগছে?

খুব ভাল বললেও কিছুই বলা হয় না কাশী সম্পর্কে।

তুমি খাঁটি কথা বলেছ।

আমরা ওঁনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেলিম চাচার টাঙ্গার কাছে আসি।

বেটি, তোমরা নাস্তা করে এলে, পান খাবে তো?

আমি একটু হেসে বলি, চাচাজী, আমরা তো কেউ পান খাই না।

আরে বেটা, বিলাইত-আমেরিকার বড় বড় সাহেব-মেমসাহেবরাও এখানে এসে পান খায়।

উনি না থেমেই বেশ গর্বের সঙ্গে বলে, বেনারসী পাত্তার পান দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এক খিলি বেনারসী পাত্তার পান খেলে দিল খুশিতে ভরে যাবে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা পান খাবো।

নন্দিতাদি না বলে পারে না।

আমাদের নিয়ে পাশের দোকানে গিয়েই চাচাজী বলে, মনিরাম, এই তিন বেটা-বেটি আমার মেহেমান। এরা কলকাত্তার বহুত পড়াই-লিখাই করা আছে। ওদের তিনটে বড়িয়া বেনারসী পাত্তার পান খাওয়াবি।

সেলিম চাচা, কেমন বানাবো?

থোড়াসে গিলা সুপারী, ইলাচি আর খুসবু।

দেড়-দু'মিনিটের মধ্যেই মনিরাম আমাদের হাতে পান তুলে দেয়।

চাচাজী বলে, এবার আমার পান বানাও।

চাচাজী যতক্ষণে পান মুখে দিল, ততক্ষণে আমাদের অর্ধেক পান খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা তিনজনেই যে পান খেয়ে মহা খুশি, তা আমাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠছে।

চাচাজী একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরতেই মনিরাম বলে, চাচা একটা টাকা দাও।

চারজনে পান খেলাম আর সিরেফ এক টাকা দেব?

হ্যাঁ, চাচা।

মনিরাম অন্য খদ্দেরের পান তৈরি করতে করতেই একটু হেসে বলে, চাচা, তোমার মেহেমান তো আমারও মেহেমান।

ঠিক হ্যায়, এই নে এক টাকা।

টাঙ্গায় উঠে বসেই নন্দিতাদি হাসতে হাসতে বলে, তপু ভাই, এই হচ্ছে কাশী!

BanglaBook.org

সাত

আমরা ভেবেছিলাম, কাশীতে দু'তিন দিন থেকেই অন্য কোথাও যাবো ; এমন কি এখানে পৌঁছবার পরও আমাদের তিনজনের বাড়িতে সেই কথাই বলেছি।

ট্রেনে আসার সময়ও সর্দার চাচাজীকে সেই কথাই বলেছি। এখানে পৌঁছবার পরদিনই ওঁকে ফোন করে আমাদের খবর জানাই। তখনই উনি নন্দিতাদিকে বলেন, বেটি, তোমাদের আর খরচ করে ফোন করতে হবে না ; আমিই তোমাদের হোটেলে ফোন করে কথা বলবো।

চাচাজী রোজ সকালেই ফোন করে আমাদের কোন একজনের সঙ্গে কথা বলেন। আজ সকালে যখন উনি ফোন করেন, তখন আমি বাথরুমে, নন্দিতাদি চান করে এসে তৈরি হচ্ছে, সবকিছু হয়েছিল শুধু বৈশাখীর। তাই বৈশাখীই ওঁনার সঙ্গে কথা বলে।

আমরা চারদিন এখানে আছি শুনে উনি অবাক হন তবে বৈশাখী ওঁকে বলেছে, আমরা বোধহয় আরো দু'একদিন এখানে থাকব।

মোট কথা উনি আমাদের দিল্লী যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করছেন। ওঁর স্ত্রীও নন্দিতাদিকে বলেছেন, সর্দারজীর কাছে তোমাদের এত প্রশংসা শুনেছি যে, তোমাদের দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।

নন্দিতাদি ওঁকে বলেছে, চাচাজী আমাদের বড্ড ভালবেসে ফেলেছেন; ওঁর ধারণা, আমি খুব পণ্ডিত বলেই কলেজে পড়াই, আমার ভাইবোনও...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সর্দারণী বলেছেন, বেটি, খুব মামুলি আদমী কি কলেজে পড়ায়?

আমরা তিনজনেই স্বীকার করি, এই চাচাজী আমাদের খুবই স্নেহ করেন ও দিল্লীতে গিয়ে ওঁর বাড়িতেই আমাদের উঠতে হবে। আমাদের অন্য কোথাও উঠতে উনি দেবেন না।

কিন্তু আমরা কাশী ছাড়ব কবে?

আমরা রোজই বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে যাচ্ছি, প্রণাম করছি, চরণামৃত লাভ করছি, বাবার মাথার ফুল-বেলপাতা হাতে করে বেরিয়ে আসছি। আর দেখছি, অনাদিকাল আগে শুরু হওয়া ভক্তের মিছিল এখনও সমান তালে এগিয়ে চলেছে বাবার দর্শন ও কৃপালাভের জন্য।

কতজনের কাছে শুনলাম, শীত-গ্রীষ্মে, হেমন্তে-বসন্তে, তুমুল বন্যা-বর্ষাতেও ভক্তের মিছিল বিশ্বনাথের গলি দিয়ে আসে-যায়। এই মিছিলের বিরাম আগেও হয়নি, এখনও হয় না। ভবিষ্যতেও হবে না।

আমাদের মতো জীনস্-পরা আধুনিক যুবক-যুবতীর মুখেও এখন বার বার উচ্চারিত হচ্ছে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ।'

এই দশাশ্বমেধ ঘাট আর উত্তরবাহিনী চিরপবিত্র মা জাহ্নবী। কি যাদু যে আছে এই মৃত্তিকা বর্ণ জলে, তা শুধু বাবা বিশ্বনাথই জানেন। অনন্তকাল ধরে এখানেও আসছে শত সহস্র কোটি পুণ্যার্থীর মিছিল পবিত্র জাহ্নবীর জলে অবগাহন করে শুদ্ধ হতে, মুক্ত হতে গৃহী জীবনের নিত্যকার মালিন্য আর দ্বন্দ্ব থেকে।

BanglaBook.org

আজ ক'দিন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পরই আমরা এখানে আসি। গঙ্গাস্নান আর মন্ত্রোচ্চারণের পর্ব তো দিবারাত্রিই চলে ; এখনও চলছে। তালপাতার বিরাট বিরাট ছাতার তলায় কোথাও কোন পণ্ডিত ভাবগত ব্যাখ্যা করছেন, কোথাও আবার পণ্ডিতরা গীতা বা রামায়ণ পাঠ করছেন আর শ্রোতা হচ্ছে এক দল পুণ্যলোভাতুর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

আবার এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই নিত্য আসেন এক দল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যারা প্রিয়জনের সান্নিধ্য, সংসারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। উপেক্ষিত। পরিত্যক্তও বটে। হয়ত বা বিতাড়িতও। তাদের সবার ঠাঁই এই বাবা বিশ্বনাথের আজব দেশে। সবারই এক কাতর প্রার্থনা—বাবা, এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। এবার দয়া করে তুমি মুক্তি দাও। শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্য আর কারুর কৃপাপ্রার্থী করে রেখো না। জয় বাবা বিশ্বনাথ! কৃপা করো।

আমাদের চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে, এই হতভাগ্যদেরই সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-পরিজনেরা কত আনন্দে-খুশিতে ঐশ্বর্য-বৈভবের জীবন নিয়ে মত্ত। যার কিছু দেবার নেই, তাকে বিদায় করো। যে গরু দুধ দেয় না, তাকে খড়-বিছালী দিয়ে আপ্যায়ন না করে মাঠে-ঘাটে ছেড়ে দাও, গোয়াল খালি করো। এদের ফালতু বোঝা বয়ে কী লাভ?

এর নাম আধুনিকতা।

এই হত্যভাগ্যদের মুখের দিকে আমরা তাকাতে পারি না ; কাছাকাছি যেতেও সাহস হয় না ওদের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভয়ে। ওদের কাছেও টানতে পারি না, দূরেও রাখতে পারি না।

হঠাৎ একটা গানের রেশ ভেসে আসতেই আমাদের দৃষ্টি ঘুরে যায়। স্থানত্যাগ করে একটু এগিয়ে যাই, শতছিন্ন থান পরে বৃদ্ধা বিভোর হয়ে গাইছেন, প্রভু, আমাকে তোমার দাসী করে রাখো।

আবার কোনদিন শুনি এক বৃদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ আপনমনে গুণ গুণ ঠুংরির দু'কলি আওড়ে চলেছেন।

এরই মধ্যে দেখি, শহুরে ছেলেমেয়ে বয়স্ক-বয়স্করা নৌকা চড়ে গঙ্গায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতে হাসিতে লুটিয়ে পড়ছেন। কেউ কেউ হয়তো দু'পাত্তর ভাঙ-এর সরবত খেয়ে ঢলে পড়েছেন নায়িকার উপর ; নৌকা টলমল করে ওঠে কিন্তু অতিরিক্ত বখশিসের আশায় মাঝি কিছু বলে না, বলতে পারে না।

BanglaBook.org

হঠাৎ বিশ্বাসে ভরে যায় আমাদের মন, ঘেন্না লাগে ওদের দেখতে। আমরা দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে বিদায় নিই।

হোটেলে ফিরেই নন্দিতাদি বলে, এখানে এক সপ্তাহ হয়ে গেল ; এবার চল দিল্লী যাই।

আমি বলি, সোজা দিল্লী যাবো? দিল্লী যাবার পথে আর কোথাও ঘুরে যাবো না?

চাচাজী তো বললেন, দিল্লী থেকে দু'ঘন্টায় আগ্রা আসা যায়। আগে তো দিল্লী যাই ; তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

বৈশাখী বলে, হ্যাঁ, নন্দিতাদি, সেই ভালো।

তাহলে কাল টিকিট কেটেই চাচাজীকে খবর দিতে হবে।

সে তো হবেই কিন্তু আমরা কোন ট্রেনে যাবো? রাত্রে পূর্বা এক্সপ্রেসে চেপে সকালে পৌঁছে যাবো।

আমি বলি, সেই ভাল।

পরদিন সকালে একেবারে সারাদিনের মতো তৈরি হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। জলযোগে জলযোগ করে সেলিম চাচার টাঙ্গা চড়ে টিকিট কাটতে যাই ও থ্রী-টিয়ার স্লিপারেই রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

তারপর চাচাজীকে ফোন করে নন্দিতাদি।

আমাদের আসার খবর শুনেই চাচাজী খুশি হয়ে বলেন, বেটি, এতদিন পর তোমরা তাহলে সত্যি সত্যি এই বুড়োর কাছে আসছো?

চাচাজী, এতদিন পর কোথায়? এখানে তো মাত্র এক সপ্তাহ থেকেই আসছি।

আমি তো ভেবেছিলাম, তোমরা দু'দিন পরই এখানে আসবে।

চাচাজী না থেমেই বলেন, বেটি, আমি স্টেশনে আসব ; তোমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু দাঁড়িও, প্লীজ কোথাও চলে যেও না।

না, না আমরা কোথাও যাবো না। প্ল্যাটফর্মে নেমে আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।

বেটি, সাবধানে আসবে, জিনিষপত্র মাথার কাছে রেখো ; হাজার হোক্ রাতের ট্রেন তো।

হ্যাঁ, চাচাজী, সাবধানেই আসব।

BanglaBook.org

যমুনা ব্রীজ পার হবার পরই আমরা আমাদের ব্যাগ নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াই। আমি দরজার হাতল ধরে বাইরে তাকিয়ে থাকি।

কয়েক মিনিট পরেই পিছনের কয়েকজন বেশ গলা চড়িয়ে বলেন, এই তো শংকর মার্কেট। ব্যস, এসে গেছি।

আবার মিনিট খানেক পরই ওরাই বলেন, তিলক ব্রীজ। এবারই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে।

নিউ দিল্লী!

আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াই ; এদিক-ওদিক দেখি দু'তিন মিনিট কিন্তু চাচাজীকে তো দেখছি না।

বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি চাচাজীর তো দেখা নেই।

একে বিরাট লম্বা ট্রেন ; তাছাড়া এই ভীড় ঠেলে আসবেন তো।

আর দু'তিন মিনিট অপেক্ষা করতে না করতেই চাচাজী হাজির। মুখে এক গাল হাসি। বলেন, তাহলে তোমরা সত্যি সত্যি এলে?

আমরা ঢিপ ঢিপ করে ওঁনাকে প্রণাম করি।

আরে থাক্, থাক্।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গের লোকটিকে বলেন, এদের সামান গাড়িতে ওঠাও।

আমাদের দ্বিধা দেখে চাচাজী বলেন, আরে বেটি, তোমাদের ব্যগগুলো ওকে দিয়ে দাও।

আমাদের ব্যাগগুলোকে নিয়ে ঐ লোকটি চলে যেতেই চাচাজী বলেন, এসো আমার সঙ্গে।

ওভারব্রীজে উঠেই উনি প্রশ্ন করেন, রাত্রে নীদ হয়েছিল তো?

আমরা প্রায় তিনজনেই একসঙ্গে বলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা ঘুমিয়েছি।

হাজার হোক রাত্রের ট্রেন তো। আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল তোমাদের জন্য।

নন্দিতাদি বলে, আমাদের সামনের তিনটে বার্থে একটা ফ্যামিলী ছিল বলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমিয়েছি।

স্টেশনের গেট থেকে বেরুতেই দেখি, সামনের কার পার্কিং-এ কয়েক শ' গাড়ি দাঁড়িয়ে। আমরা চাচাজীর পিছন পিছন পার্কিং এরিয়ায় ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে এগিয়ে যাই।

BanglaBook.org

হঠাৎ দেখি, যে লোকটি আমাদের মালপত্র নিয়ে এসেছিল, সে সামনে দাঁড়িয়ে। অনুমান করলাম, লোকটি ড্রাইভার, ও গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিতেই চাচাজী আমাদের বলেন, তোমরা উঠে পড়ো।

নন্দিতাদি বলে, চাচাজী, আগে আপনি উঠুন।

বেটি, তোমরা পিছনে বসো, আমি সামনে বসছি।

হ্যাঁ, আমরা তিনজনে পিছনে বসি, চাচাজী সামনে ; ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়।

তিন-চার মিনিট পরই গাড়ি একটা বিশাল গোলাকৃতি এলাকায় ঢুকতেই চাচাজী বলেন, বেটি, এই হচ্ছে কনটপ্লেস ; বাইরের সার্কেলকে বলে কনটসার্কাস। আগে এটাই ছিল নিউদিল্লীর সব চাইতে ফ্যাশানেবল শপিং এরিয়া।

বৈশাখী বলে, এখন তো অনেকগুলো ভাল ভাল শপিং কমপ্লেক্স.....

বেটি, এখন অনেক শপিং কমপ্লেক্স হলেও কনট প্লেসের প্রেস্টিজ আলাদা।

গাড়ি একটা চওড়া রাস্তায় ঢুকতেই চাচাজী বলেন, আগে এই রাস্তার নাম ছিল কার্জন রোড, এখন নাম হয়েছে, কস্তুরবা গান্ধী রোড।

আবার একটু নীরবতা। গাড়ি বিদ্যুত গতিতে ছুটছে।

দেখো, দেখো, এই হচ্ছে, ইণ্ডিয়া সেট। সোজা দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ভবন। এই রাস্তাটা হচ্ছে, রাজপথ।

পুরনো ওয়েলেসলি রোড, এখন জাকির হুসেন মার্গ.....বাঁ দিকে সুন্দর নগর।

চাচাজী পিছন ফিরে এক গাল হেসে বলেন, এখানেই কপিল দেব থাকে।

নেহেরু স্টেডিয়াম, জংপুরা এক্সটেনশন, তারপর একদিকে লাজপত নগর, অন্যদিকে ডিফেন্স কলোনী ইত্যাদি এলাকা পার হয়ে গাড়ি একটু স্লো হয়ে ডান দিকে ঘুরতেই চাচাজী বলেন, এই হচ্ছে গ্রেটার কৈলাস-টু; এখানেই আমার বাড়ি।

বাড়ি কোথায়?

দেখছি তো সবই প্রায় নানা সাইজের প্রাসাদের মতো!

আমরা তিনজনে গা টেপাটিপি না করে পারি না।

BanglaBook.org

গাড়ি হঠাৎ ঐরকমই একটা প্রাসাদের মধ্যে ঢোকে।

গাড়ি থামতেই চাচাজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নামি। উনি বলেন, এসো, এসো।

দু'পা এগুতে না এগুতেই একজন বৃদ্ধা মহিলা হাসি মুখে এসে জড়িয়ে ধরলেন নন্দিতাদিকে। বললেন, বেটি, তোমরা আসবে বলে হা করে বসে আছি।

নন্দিতাদি ওঁকে প্রণাম করেই একটু খুশির হাসি হেসে বলে, মাতাজী, আপনি আর চাচাজী বার বার টেলিফোনে এমন করে আসতে বলেছেন যে আমরা কি না এসে পারি?

চাচাজী ওঁর স্ত্রীকে বলেন, এই বেটি কলেজে পড়ায়।

তা আমি ওর চোখ-মুখ দেখেই বুঝেছি।

আমি আর বৈশাখী মাতাজীকে প্রণাম করতেই উনি আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন; বলেন, বহুত খুশি হয়েছি তোমরা ভাইবোনেরা এসেছ বলে।

একজন কাজের লোক ট্রে-তে তিন গেলাস জল এনে আমাদের সামনে ধরে; আমরা তিনজনেই একটু করে জল খাই। ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, আপনারা চা না কফি নেবেন?

আমি বলি, কফি।

চাচাজী-মাতাজীর পিছন পিছন আমরা ড্রইংরুমে যাই। বিরাট বিরাট চারটি সোফা সেট; শুধু স্বচ্ছন্দে না, মহা আরামে বসতে পারে কুড়ি জন অতিথি, আগন্তুক। দেয়ালের একদিকে গুরু নানকের বিশাল পেন্টিং; আরেক দিকে দু'জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বেশ বড় দুটি ছবি পাশাপাশি ঝুলছে।

বৈশাখী চাচাজীকে প্রশ্ন করে, ছবি দুটি কি আপনার মা-বাবার?

হ্যাঁ, বেটি, ছবি দুটি মা-বাবারই।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, দ্যাখো, বেটি, গুরু কি কৃপা আর মা-বাবার আশীর্বাদ ছাড়া তো আমরা বাঁচতে পারি না।

কাজের লোকটি কফি আনে। মাতাজী আমাদের হাতে কফির কাপ তুলে দেন।

আমরা যখন কফি খাচ্ছি, তখনই এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক চাচাজীর কাছে এসে বলেন, এই চেকগুলো সই করে দিন।

BanglaBook.org

চিঠিগুলো রেডি করো.....

সব রেডি; ক্যুরিয়ারের লোক এসে গেছে। খামে চেকগুলো ভরেই ওকে দিয়ে দেব।

আচ্ছা দাও।

ভদ্রলোক চেক বই এগিয়ে দেন; চাচাজী একটার পর একটা চেক সই করতে করতেই বলেন, কোন জরুরী চিঠিপত্র বা মেসেজ এসেছে?

তিনটে জরুরী চিঠি এসেছে।

চেক বই ভদ্রলোকের হাতে ফেরত দিয়েই চাচাজী বলেন, আমি একটু পরেই অফিসে আসছি।

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে বিদায় নেন।

এবার চাচাজী ওঁর স্ত্রীকে বলেন, তুসী বেটা-বেটিকে কামরা দেখা দেও। নাহা-ধোনে কা বাদ হাম উনসে বাত করেঙ্গে।

মাতাজী সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলেন, চল, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

দোতলা।

একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই উনি নন্দিতাদিকে বলেন, প্রফেসার বেটি, তুমি আর তোমার ছোট বোন এই ঘরে থাকবে।

একদিকে হাত দিয়ে মাতাজী বলেন, ঐ হচ্ছে বাথরুম; যাও, তোমরা চান-টান করে নাও।

মাতাজী আমাকে পাশের ঘরটা দেখিয়ে বলেন, বেটা, এটা তোমার ঘর; চানটান করে নীচে চলে এসো।

হ্যাঁ মাতাজী, আসব।

মাতাজী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই আমি পাশের ঘরে এসেই হাসতে হাসতে বলি, নন্দিতাদি, এই পর্ণ কুটিরে থাকতে তোমার আর বৈশাখীর কষ্ট হবে না তো!

ওরা দু'জনেই হাসতে হাসতে প্রায় এক সঙ্গেই বলে, সত্যি, এই ফাইভ স্টার হোটেলে থাকা বেশ কষ্টকর।

মুহূর্তের জন্য থেমেই নন্দিতাদি বলে, তপু, চটপট চান করে নে; আমরাও চান করে তৈরি হই। তারপর একসঙ্গে নীচে যাবো।

হ্যাঁ, যাচ্ছি।

হা ভগবান! এই বাথরুম! এতো আমার শোয়ার ঘরের সমান। কী নেই

BanglaBook.org

এখানে? গরম জল, ঠাণ্ডা জল, বাথটাব, শ্যাম্পু, দু'তিনটে সাবান, গা মোছা আর পরার তোয়ালে ছাড়াও শেভিং সেট, নতুন টুথ ব্রাশ-টুথ পেস্ট, মাউথ ওয়াশ, বিশাল আয়না।

ট্রেন যাত্রার সব ক্লান্তি চলে গেলো স্নান করে।

ঘরে এসে প্যান্ট-জামা পরে দাঁড়ালাম ডেসিং টেবিলের সামনে। চিরুনী, ব্রাশ, বডি পাউডার-ফেস পাউডার, বডি স্প্রে, মুখ মোছার তোয়ালে। একবার না, বার বার নিজেকে দেখলাম আয়নায়। নানা পোজে, নানা ভঙ্গীতে।

ঘরে থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসেই দেখি, বৈশাখী তৈরি হয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। এদিক-ওদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখলাম, আশেপাশে কেউ আছে কিনা। না, কেউ নেই। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গেই এক হাতে বৈশাখীর সরু কোমর, অন্য হাতে ওর একটা হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনেই ওকে চুম্বন করি।

তাকিয়ে দেখি, ওর চোখে-মুখে খুশি ঝরে পড়ছে। দু'এক মিনিট কোন কথা বলে না, শুধু হাসে। তারপর দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকের উপর মাথা রাখে; আমিও ওকে জড়িয়ে ধরে ওর মাথার উপর আমার মুখ রাখি।

হঠাৎ যেন আমরা কোথায় হারিয়ে যাই।

তোরা বাইরে আসবি নাকি?

নন্দিতাদির কথা শুনেই আমরা দু'জনে দু'দিকে ছিটকে যাই। বৈশাখীর মুখে কথা নেই; আমিই কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে দরজার সামনে এসে বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, চল।

ওকে আসতে দে।

মুখ নীচু করেই বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, চল।

নন্দিতাদি আলতো করে ওর মুখখানা তুলে কী ধরে একটু হেসে বলে, আমি কী তোদের পর? এত লজ্জা পাচ্ছিস কেন? তোরা যে দু'জনে দু'জনকে ভালবাসিস, তা কি আমি জানি না? নাকি বুঝতে পারি না?

ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলে, অন্তত আমার কাছে দ্বিধা করিস না। আমি তোদের দুজনকেই বড্ড ভালবাসি, তা তো জানিস?

বৈশাখী কোন মতে বলে, হ্যাঁ, জানি।

BanglaBook.org

চল, নীচে যাই।

হ্যাঁ, চল।

মাতাজী আমাদের নিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকেই বলেন, এ বেলায় মচ্ছি-মীট দিচ্ছি না; ডিনারে নন্-ভেজ....

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমরা অত মাছ-মাংসের ভক্ত না; আপনারা যা খাবেন, আমরাও তাই খাবো। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে অত চিন্তা করতে হবে না।

দ্যাখো বেটি, তোমরা বাংগালি; একটু মীট-মাচ্ছি না হলে কি তোমাদের ভাল লাগে?

বৈশাখী বলে, কাশীতে সাতদিনের মধ্যে আমরা মাত্র একদিনই মাছ খেয়েছি; তাছাড়া রোজই তো ভেজিটেরিয়ান খেয়েছি।

ঠিক আছে, জানা থাকলো।

নন্দিতাদি বলে, চাচাজী খাবেন না?

তোমাদের চাচাজী সকালে হেভি ব্রেকফাস্ট করেন, লাঞ্চ করেন না; তবে রাত্রে খাবেন।

ও!

মাছ-মাংস না থাকলে কি হয়! একেবারে ভুরি ভোজ। গরম গরম ঘী মাখানো রুটি, তিন রকম সবজি, খাট্টা-মিঠা দু'রকমের চাটনি, সাদা দই। তারপর বাবড়ি।

বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে, মাতাজী। এইরকম খাওয়া-দাওয়া করলে আমরা দু'দিনের মধ্যেই মাড়োয়ারীদের মতো ভুড়িওয়ালা হয়ে যাবো।

মাতাজীও হাসতে হাসতে বলেন, তোমরা বাংগালিরা দুগ্‌লা-পাতলা হও ; তোমরা কোনদিনই মোটা হবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই হাসতে হাসতে বলেন, আমার নাতির বউ পারমিতা তোমাদেরই মতো বাংগালি। তাকে অনেক ঘী দেওয়া ফুলকা খাইয়েও তো মোটা করতে পারলাম না।

শুনে আমরা হাসি।

যাও, তোমরা ঘরে গিয়ে একটু আরাম করো। চারটে নাগাদ তোমাদের চাচাজী এলে তোমাদের খবর দেব।

BanglaBook.org

আমরা তিনজনেই এক ঘরে শুয়ে শুয়ে গল্প করি।.....

নন্দিতাদি বলে, ট্রেনে চাচাজীর সঙ্গে আলাপ কিন্তু এই রকম আলাপ তো কতজনের সঙ্গেই হয় কিন্তু ঐ সামান্য আলাপের ভিত্তিতেই আজ আমরা চাচাজী-মাতাজীর কাছে যে ব্যবহার পাচ্ছি, তা কি আমরা সদ্য পরিচিতদের সঙ্গে করতে পারবো?

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৈশাখী বলে, অসম্ভব।

আমি বলি চাচাজী-মাতাজী কত উদার, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, আমরা দিল্লীতে ক'দিন থাকব?

দাঁড়া।

নন্দিতাদি একটু থেমে বলে, এইতো ক'ঘন্টা আগে এসে পৌঁছলাম। এখনও তো দিল্লীর কিছুই দেখা হয়নি। আগে ভাল করে সবকিছু দেখি; তাছাড়া চাচাজীর সঙ্গেও কথা বলব। তারপর ফেরার টিকিট কাটব।

আমি বলি, ঠিকই বলেছ।

বৈশাখী বলে, চাচাজী কত বড়লোক কিন্তু এরা কত সহজ-সরলভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন, তা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়।

আমি বলি, কোন বাঙ্গালি বড়লোকও আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করবে না।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, আমরা যে ঢোল বাজিয়ে বলি, আমরা খুব কালচার্ড, খুব উদার মহৎ—সব বাজে কথা। শুধু গান গেয়ে আর ন্যাকা ল্যাকা কবিতা লিখে বা পড়েই কালচার্ড হওয়া যায় না।

ও না থেমেই বলে, আসল কালচার্ড তাকেই বলব, যে প্রাণ খুলে অন্যদের ভালবাসতে পারে।

ঠিক বলেছ।

কথায় কথায় চারটে বেজে যায়। একটা কাজের লোক দরজায় নক্ করে বলে, মালিক ফিরেছেন; আপনারা কি নীচে আসবেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা আসছি।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বলে, চল, নীচে যাই।

বৈশাখী বলে, দাঁড়াও, চুল আঁচড়ে নিই।

BanglaBook.org

ঠিক বলেছিস, আমিও চুল আঁচড়ে নিই।

চাচাজী এক গাল হেসে বলেন, তোমরা খেয়েদেয়ে একটু আরাম করেছ?

নন্দিতাদি বলে, আমরা কেউই দুপুরে ঘুমোই না; শুয়ে শুয়ে তিনজনে গল্প করছিলাম।

দুপুরে ঘুমোবার হ্যাবিট ভাল না কিন্তু আমি যতদূর জানি, বাংগালিরা দুপুরে ঘুমোতে ভালবাসে।

নন্দিতাদি হাসতে হাসতে বলেন, ঠিকই বলেছেন।

যাইহোক চা খেয়ে তোমরা শহরটাকে একটু চক্কর দিয়ে এসো; তারপর কাল সকাল থেকে প্ল্যান করে এক-একটা জায়গা দেখতে যেও।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হতেই চাচাজী ড্রাইভারকে ডেকে বলেন, যেমন বলেছি, ঠিক সেইরকম ঘুরিয়ে এদের নিয়ে ঠিক আটটায় মতিমহলে পৌঁছে যাবে; আমি ওখানে থাকব।

ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

নন্দিতাদি বলে, চাচাজী, আমরা একটু ঘর থেকে আসছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেটি, যাও।

ড্রাইভার গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিতেই আমি বলি, নন্দিতাদি, তোমরা দু'জনে পিছনে বসো, আমি সামনে বসছি।

তুইও পিছনে আয়।

না, না, আমি সামনেই বসছি; তোমরা পিছনে বসো। তিনজনে পিছনে বসলে মাঝখানের জন ভালভাবে সবকিছু দেখতে পাবে না।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।

ওরা দু'জনে পিছনে বসার পর আমি সামনে বসি। ড্রাইভার তার সীটে বসেই গাড়ি স্টার্ট দেয়।

আশেপাশের মহল্লা ছেড়ে একটা বড় রাস্তায় পৌঁছেই ড্রাইভার বলে, এটা রিং রোড।

BanglaBook.org

গাড়ি ডান দিকে ঘুরে সোজা এগিয়ে যায়। বেশ খানিকটা যাবার পর মোড়ের মাথায় এসেই ড্রাইভার বলে, সামনেই মথুরা রোড।

ও মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, এই রাস্তায় ডান দিকে সোজা গেলে আপনারা কলকাতা পৌঁছে যাবেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, তার মানে এটা জি. টি. রোড।

জী হা! তবে দিল্লীতে বলা হয় মথুরা রোড।

ও গাড়ি ঘুরিয়ে ঠিক বিপরীত দিকে সোজা যায়।

বৈশাখী বলে, এই রাস্তা দিয়েই তো এলাম।

হ্যাঁ।

বেশ খানিকটা যাবার পর পাশের দু'দিক দেখিয়ে ড্রাইভার বলে, এই হচ্ছে সাউথ এক্সটেনশন।

ও না থেমেই বলে, আগে মামুলি মধ্যবিত্তদের পাড়া থাকলেও এখন বড়লোকদের জায়গা।

নন্দিতাদি বলে, দোকানগুলো দেখেই তা বুঝতে পারছি।

ঘণ্টা খানেক ধরে আরো নানা জায়গা ঘুরে সর্দার প্যাটেল মার্গ থেকে গাড়ি একটা নতুন এলাকায় এসে থামলো। একেবারে নতুন ধরণের নানা ধরণের বাড়ি আর রাস্তাঘাট। মাঝখানে বেশ চওড়া রাস্তার দু'পাশে আরো দুটি রাস্তা। রাস্তাগুলোর মাঝখানে চোখ জুড়ানো সবুজ ঘাস।

ড্রাইভারের ইঙ্গিতে আমরা নীচে নামি।

এই হচ্ছে চানক্যপুরী। ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ। নানা দেশের এম্বাসীগুলো এখানেই।

আমি বলি, তাইতো! প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের উপরেই তো নানা দেশের ফ্লাগ।

ড্রাইভার এক এক দিকে হাত দেখিয়ে বলে, এই হচ্ছে আমেরিকান এম্বাসী; ওপাশেই দেখুন চাইনীজ এম্বাসী। আর ঐ হচ্ছে ব্রিটিশ হাই কমিশন, ঐ হচ্ছে জার্মান এম্বাসী.....

নন্দিতাদি আমাদের বলে, চল, একটু হেঁটে দেখি।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই। দু'দিকের এম্বাসী বিল্ডিংগুলোর স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হই।

বৈশাখী বলে, বিল্ডিংগুলো দেখে মাথা ঘুরে যায়।

BanglaBook.org

নন্দিতাদি বলে, সত্যিই তাই।

সূর্য অস্ত গেল। হঠাৎ দেখি, সব এম্বাসীর শীর্ষ থেকে পতাকাগুলো নামানো হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে আলো। এম্বাসীগুলো কত রকমের আলোয় আলোকিত। মনে হচ্ছে, এম্বাসীগুলো এক একটা স্বপ্নপুরী।

আমরা আবার ফিরে এসে গাড়িতে উঠি, কিন্তু সামান্য একটু গিয়েই গাড়ি আবার থামে। ডানদিকের বিরাট বাড়িটা দেখিয়ে ড্রাইভার বলে, এই হচ্ছে, তিন মূর্তি ভবন ; প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই বাড়িতেই থাকতেন।

বৈশাখী বলে, এখন তো মিউজিয়াম।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম।

নন্দিতাদি বলে, হ্যারে বৈশাখী, তুই নিশ্চয়ই মা-বাবার সঙ্গে দিল্লী এসে এই মিউজিয়াম দেখেছিস?

হ্যাঁ, দেখেছি।

এবার ড্রাইভার হাত দিয়ে বাঁ দিক দেখিয়ে বলে, ঐ যে দূরে রাষ্ট্রপতি ভবন দেখা যাচ্ছে; রাষ্ট্রপতি ভবনের দক্ষিণ দিকের এই রাস্তা হচ্ছে সাউথ এভিন্যু বিপরীত দিকে নর্থ এভিন্যু। এই দুটো রাস্তার দু'ধারের ফ্ল্যাটগুলোয় এম.পি-রা থাকেন।

কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়াবার পর গাড়ি রাষ্ট্রপতি ভবন এলাকার ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে থামে।

আপনাদের পিছনে রাষ্ট্রপতি ভবন, ডানদিকে সাউথ ব্লক, বাঁ দিকে নর্থ ব্লক।

ড্রাইভার একটু থেমে বলে, সাউথ ব্লকে প্রাইম মিনিস্টার, ফরেন মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার ছাড়াও আর্মি-নেভি-এয়ার ফোর্সের প্রধান সেনাপতিদের অফিস।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, মাই গড! হোয়াট অ্যান ইম্পট্যান্ট বিল্ডিং!

আমি হাসতে হাসতে বলি, নন্দিতাদি, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পট্যান্ট বিল্ডিং হ্যাভিং অফিসেস্ অব দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সনস্ অব ইণ্ডিয়া।

নন্দিতাদি আর বৈশাখী প্রায় একসঙ্গেই বলে, ঠিক বলেছিস।

BanglaBook.org

এবার ড্রাইভার বলে, নর্থ ব্লক হচ্ছে, হোম আর ফাইন্যান্সের অফিস।

পূব দিকে হাত দিয়ে ও বলে, একেবারে সোজা ইণ্ডিয়া গেট; এখান থেকে ইণ্ডিয়া গেট পর্যন্ত রাস্তাটার নাম রাজপথ আর এখানেই ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্যারেড হয়।

আরো খানিকটা ঘুরে ফিরে পুরণো দিল্লীর প্রবেশ দ্বার 'দিল্লী গেট' ছাড়িয়ে দরিয়াগঞ্জে ঢুকে একটু এগিয়ে যাবার পরই গাড়ি থামল।

মোতি মহল!

আমরা গাড়ি থেকে নেমেই দেখি, চাচাজী সামনে দাঁড়িয়ে।

টেবিল আগেই রিজার্ভ করা ছিল। চাচাজী আমাদের নিয়ে সেখানেই বসলেন। দেখি, শুধু ভারতীয়রা না, বহু বিদেশীও এখানে নৈশ ভোজে এসেছেন।

চাচাজী বলেন, দিল্লীর সব চাইতে ঐতিহ্যপূর্ণ খাবার জায়গা এই মোতি মহল; আসল খানদানী মোগলাই খাবার এখানেই পাওয়া যাবে।

খেতে খেতেই আমরা বুঝি, এত ভাল মোগলাই আগে কখনও খাইনি।

খেতে খেতেই চাচাজী বলেন, কালকে আগ্রা যেতে কি তোমাদের আপত্তি আছে?

নন্দিতাদি বলে, না, না, কোন আপত্তি নেই।

তাহলে কি সকাল সাতটার মধ্যেই বেরুতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবো।

ভেরি গুড!

চাচাজী একটু থেমেই বলেন, মোটামুটি ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে; ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করে তাজ দেখতে যেও।

আমরা মাথা নাড়ি।

তাজের পাশেই ফোর্ট; ইচ্ছে হলে তখনই ফোর্ট দেখে নেবার পর লাঞ্চ করে বিশ্রাম করবে।

আমরা চুপ করে ওঁর কথা শুনি।

সন্ধের পর তো আর তাজ যাওয়া যায় না.....

ওঁর কথার মাঝখানেই বৈশাখী বলে, কেন?

সিকিউরিটির জন্য।

ও!

BanglaBook.org

তোমরা চা-টা খেয়ে আবার দিল্লী রওনা দেবে। কি, ঠিক আছে তো?

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, চাচাজী, ঠিক আছে।

নৈশ ভোজ মধুরেণ সমপয়েত অপূর্ব কুলফি দিয়ে।

মোতি মহল থেকে বেরুতে বেরুতে চাচাজী বলেন, যে ড্রাইভার তোমাদের নিয়ে বেরিয়েছিল, সে সবকিছু জানে; তোমাদের কোন অসুবিধে হবে।

আমরা বেশ বুঝে গেছি, আপনার কৃপায় যে আমাদের কোথাও কোনো অসুবিধে হবে না। তা আমরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছি।

আমরা নীচে নামতেই দেখি, চাচাজী আর মাতাজী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ি-ড্রাইভার প্রস্তুত।

মাতাজী নন্দিতাদিকে বলেন, প্রফেসার বেটি, গাড়িতে চা-কফি-বিস্কুট আর জল আছে ; যখনই ইচ্ছে করবে.....

ওঁর কথার মাঝখানেই নন্দিতাদি বলে, এই তো চা-টা খেয়ে রওনা হচ্ছি; আবার চা-কফি-বিস্কুট দিলেন কেন?

আরে বেটি, সফরে বেরুলে এসব রাখতেই হয়।

চাচাজী বলেন, তোমরা গাড়িতে উঠে পড়ো ; আর দেরি করো না।

আমরা ওদের দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠি; এক মিনিটের মধ্যেই ড্রাইভার গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দেয়। সেই মথুরা রোড।

গাড়ি বিদ্যুত গতিতে ছুটে চলে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, নন্দিতাদি, যেমন রাস্তা, তেমনই গাড়ি! যেন মেড ফর ইচ আদায়।

আমার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই ও চাপা হাসি হেসে বলে, ঠিক যেমন তুই আর বৈশাখী!

আমি শুধু হাসি কিন্তু বৈশাখী গলা চড়িয়ে বলে, আ! নন্দিতাদি কি হচ্ছে?

কি আবার হবে? যা সত্যি, তাই বলেছি।

থাক, থাক, আর সত্যি বলতে হবে না।

আমি একটু পরেই স্পীডের কাঁটাটা দেখেই বলি, নন্দিতাদি, বল তো গাড়ির স্পীড কত?

BanglaBook.org

আশি কিলো মিটার তো হবেই।

যাস্ট একশ'!

বৈশাখী বলে, ভাল রাস্তা আর ভাল গাড়ির জন্য বুঝতেই পারছি না, এত স্পীড চলছে।

একটু পরেই ড্রাইভার বলে, চা বা কফি খাবেন?

আমি বলি, মাতাজী যখন দিয়েছেন, তখন একটু কফি খাওয়া যাক।

গাড়ি থামে ; ড্রাইভার আমাদের কফি আর বিস্কুট দেয় কিন্তু নিজে নেয় না।

নন্দিতাদি ওকে বলে, মনোহর লাল, তুমি নিলে না?

আমি চা-কফি খাই না।

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হতেই আবার গাড়ি চলতে শুরু করে।

আমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকি কিন্তু গাড়ি এত স্পীড চলছে যে ভাল করে বিশেষ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; সবই কেমন ঝাপসা মনে হয়।

তারপর?

আশেপাশের বাড়িঘর দেখে মনে হয়, বোধ হয় কাছাকাছি কোন শহর আসছে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ড্রাইভার বলে, দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো।

আগ্রা!

মনোহরলাল বেশ স্পীডেই গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় একটা বিরাট হোটেলের মধ্যে।

ব্রেকফাস্টের জন্য এই হোটেল! খরচের কথা ভেবে আমাদের মাথা ঘুরে যায়।

গাড়ি থেকে নেমেই মনোহরলাল আমাদের নামতে বলে, আমরা নামতেই ও বলে, আসুন।

ওর পিছন পিছন লবীতে ঢুকতেই সুট-টাই পরা একজন সুদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এসেই ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেন, এরাই তো হরনাম সিংজীর গেস্ট্?

হ্যাঁ, স্যার।

ভদ্রলোক হাতজোড় করে আমাদের নমস্কার করেই একটু হেসে বলেন, একটু আগেই হরনাম সিংজী ফোন করে খবর নিচ্ছিলেন, আপনারা পৌঁছেছেন কিনা।

BanglaBook.org

তাই নাকি?

হ্যাঁ, হি ইজ ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট হিজ গেস্টস্।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, বাই দ্য ওয়ে আমি সরকার; আমি প্যাসেঞ্জার রিলেসন্স ম্যানেজার।

আমি নন্দিতা, আমার ভাই তাপস আর বোনের নাম বৈশাখী।

আপনি তো কলেজের লেকচারার।

উনি এগুতে এগুতেই বলেন।

ও মাই গড! আপনি সে খবরও জানেন?

মিঃ সিং তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নন্দিতাদি বলে, উনি নিজে ভালমানুষ বলে সবাইকেই ভাল মনে করেন।

না, না, তা বলবেন না। উনি অশিক্ষিত চালিয়াত লোকদের সহ্য করতে পারেন না।

মিঃ সরকার আমাদের নিয়ে লিফট্-এ উঠে বলেন, দারিদ্রের জন্য উনি বিশেষ লেখাপড়া শিখতে পারেন নি বলে উনি আপনাদের মতো শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের খুবই পছন্দ করেন।

আমি বলি, বাট হি ইজ এ ভেরি সাকসেসফুল ম্যান।

হ্যাঁ, সাকসেস্ফুল ম্যান অবশ্যই, কিন্তু দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করে উনি এই জায়গায় পৌঁছেছেন।

লিফ্ট থামতেই ওর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে আসি।

একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই মিঃ সরকার বলেন, এই ঘর থেকে তাজ আর ফোর্ট দেখা যায়; তাই হরনাম সিংজীর হুকুম, এখানকার দুটো ঘরেই যেন ওঁর গেস্টদের রাখা হয়।

আচ্ছা!

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ!

নন্দিতাদি বলে, মিঃ সরকার, আমরা তো ব্রেকফাস্ট খেয়েই তাজ যাবো; ঘরের কি দরকার?

মিঃ সিং আমাদের খুবই পুরণো আর সম্মানিত কাস্টসার ; তাঁর হুকুম আমাদের মানতেই হবে।

উনি প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলেন, আপনারা ওঁর গেস্ট। আপনাদের

BanglaBook.org

যথাসম্ভব ভালভাবে রাখা বা দেখাশুনা করা, আমাদের কর্তব্য। আপনারা ওয়াশ করে নিন; আমি স্টুয়ার্টকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ব্রেকফাস্টের অর্ডার নেবার জন্য।

মিঃ সরকার বিদায় নিতেই আমরা জানলার সামনে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাজ দেখি।

কয়েক মিনিট পরই বৈশাখী উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, নন্দিতাদি, এখানকার খরচ কি আমাদের দিতে হবে?

শুনলি তো, আমরা চাচাজীর গেস্ট। নিশ্চয়ই আমাদের খরচ দিতে হবে না।

আমি বলি, আমারও তাই মনে হয়।

কিন্তু.....

বৈশাখী কিন্তু বলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই টেলিফোন।

আমি বলি, নন্দিতাদি, হয়তো মিঃ সরকারই....

নন্দিতাদি রিসিভার তুলেই বলে, হ্যালো! ও চাচাজী!.....না, না। কোন অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু চাচাজী, এই ঘরের কি দরকার ছিল?.....

আবার নন্দিতাদি চুপ করে চাচাজীর কথা শোনে। তারপর একটু হেসে বলে, আপনার সঙ্গে তো তর্ক করতে পারবো না; ঠিক আছে, আপনার কথা মতো বেয়ারাদের টিপস্‌ও দেব না।

ও রিসিভার নামিয়ে রাখতেই আমি আর বৈশাখী একইসঙ্গে বলি, চাচাজী কি বললেন?

বললেন, ভুলে যেও না, তোমরা আমার গেস্ট; তোমাদের দেখাশুনা করার সব দায়িত্ব আমার।

ও একটু থেমেই বলে, উনি বললেন, ওঁর গেস্টদের কাছ থেকে কোন বেয়ারা টিপস্‌ও নেবে না।

আমি বলি, সত্যি, চাচাজীকে যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এমন ভাল মানুষও আছে এই পৃথিবীতে!

নন্দিতাদি বলে, ঠিক বলেছিস।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, অভাবের জন্য চাচাজী বিশেষ লেখাপড়া করতে পারেন নি বলে ওঁর মনে খুব দুঃখ; তাছাড়া ছেলে দুটি ভাল ব্যবসা করলেও বি.এ. পাসও করেনি বলে ওর মনে যথেষ্ট ক্ষোভ-দুঃখ জমে আছে।.....

BanglaBook.org

বৈশাখী বলে, সে দুঃখ তো ওর নাতি ঘুচিয়ে দিয়েছে; নাতিকে নিয়ে চাচাজীর যথেষ্ট গর্ব.....

হ্যাঁ, ঠিক কিন্তু নিজের আর ছেলেদের জন্য যে দুঃখ জমে আছে, তা তো আছেই। আমি একটু লেখাপড়া করেছি, কলেজে পড়াচ্ছি, তোরা দু'জনে পড়াশুনা করছিস, এইসব কারণে.....

স্টুয়ার্ট ব্রেকফাস্টের অর্ডার আগেই নিয়েছিলেন; আমাদের কথাবার্তার মাঝখানেই ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির দু'জন।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই বৈশাখী বলে, মোটকথা আমরা নেহাতই ভাগ্যবান ; তাই ট্রেনেই চাচাজীর সঙ্গে দেখা হয়।

তা তো স্বীকার করতেই হবে।

অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সাধারণ নন্-ভেজ ব্রেকফাস্টের; এলো টাটকা ফলের রস, টোস্ট, চ্যাম-জেলি-মাখন, পোরিজ, ফিশ ফ্রাই, কফি আর টাটকা তিন-চার রকম ফল। যতটা সম্ভব, আমরা খেলাম।

বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে, নন্দিতাদি, এইরকম আরাম আর খাওয়া-দাওয়ার পর কি আমরা ফিরে গিয়ে আবার ভীড়ে ভর্তি প্রাইভেট বাস চড়ে কলেজ-টলেজ যেতে পারবো?

ওর কথায় আমি আর নন্দিতাদি হেসে উঠি।

হাসি থামলে বৈশাখী বলে, ভাবছি, চাচাজীর কাছে থেকে দিল্লীতেই পড়াশুনা করবো।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, তাহলে তো তপুকেও এখানে থাকতে হবে।

লজ্জায় বৈশাখী ওর হাসি মুখ দু'হাত দিয়ে আড়াল করে। আমি বলি, নন্দিতাদি, কেন শুধু শুধু আমাদের দু'জনকে নিয়ে টানাটানি করছো?

নন্দিতাদি সে কথার জবাব না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই বলে, চল, চল, এবার বেরিয়ে পড়ি।

BanglaBook.org

বিচ্ছেদ-বেদনা-ভালবাসার জ্বলন্ত প্রতীক তাজ দেখে কে মুগ্ধ বিস্মিত হয় না?

আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে নীরবে ঘুরে ঘুরে দেখি; তারপর এসে দাঁড়াই মমতাজের সমাধির সামনে।

বেরিয়ে আসার সময়ও আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই ; তবে

মেন গেট থেকে বেরিয়ে আসার পরই নন্দিতাদি বলে, বৈশাখী, বলতে পারিস, পৃথিবীর আর কোন নারী তার মৃত্যুর পর স্বামীর কাছ থেকে এই ভালোবাসা, এই সম্মান পেয়েছেন?

আমি জানি না।

আমি বলি, বোধ হয় কেউই পাননি; তাইতো তাজ ইজ সো ইউনিক ইন এভরি সেন্স অব দ্য টার্ম।

ফোর্ট দেখে হোটেলে ফিরে লাঞ্চ করি; তারপর শুয়ে শুয়ে তিনজনে গল্প করি। চা-টা খেয়ে প্রায় সন্ধের মুখে দিল্লী রওনা হই।

মন মুগ্ধ কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকে চাচাজীর ঔদার্যর জন্য।

আট

শুধু আগ্রা না, চাচাজীর বিধিব্যবস্থা আর সৌজন্যে মহানন্দে জয়পুরও দেখা হল ; দেখলাম সিটি প্যালেস, প্যালেসের মিউজিয়াম, অম্বর প্যালেস, যশোরেশ্বরী মায়ের মন্দির। কিছু কেনাকাটা করলাম এম. আই. রোডে ঘুরাঘুরি করে।

সঙ্গে আছে সারথি মনোহরলাল টয়োটা রথ নিয়ে। সুতরাং আমাদের চিন্তা কি? যেদিক চোখ যায়, চলে যাও।

মনোহরলাল মানুষটিও বেশ ভাল। পরমাত্মীয়ের মতো আমাদের দেখাশুনা করে। মাঝে মাঝে আমরা অস্বস্তিবোধ করি। আমরা কিছু বললেই বলে, আপনারা মালিকের গেস্ট; আপনাদের তো আরো ভালভাবে দেখাশুনা করা উচিত।

ও হঠাৎ যেন কোথায় তলিয়ে যায়। আপনমনে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, মালিক তো আমার দেবতা। উনি সাহায্য না করলে আজ আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হতো।

আমরা অবাক হয়ে যাই ওর কথা শুনে।

ও নন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা খুব গরীব ছিলাম। আমি বাজার থেকে জিনিষপত্র কিনে আনতাম আর মা আচার তৈরি করতো। তারপর আমি আর মা বাড়ি বাড়ি ঘুরে আচার বিক্রি করতাম।

তারপর?

মালিক তখন থাকতেন লাজপত নগরে।.....

BanglaBook.org

তখন চাচাজীর সাদী হয়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাদীও হয়েছে, দুটো ছেলেও হয়েছে।

তখনও কি চাচাজী ব্যবসা করতেন?

মনোহরলাল একটু হেসে বলে, মালিক যখন সাত-আট বছরের, তখন মায়ের পাশে বসে চাঁদনী চকের রাস্তায় কাচের চুড়ি বিক্রি করা থেকে শুরু করে আজও শুধু ব্যবসাই করছেন।

যাই হোক তোমার কথা বলো।

আমি আর মা মালিকের বাড়িতেও আচার দিতাম প্রত্যেক সপ্তাহে।

তারপর?

মা একদিন হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। একটা অটোর ড্রাইভারের সাহায্যে মাকে মুলচাঁদ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

তোমার মা-র কি হয়েছিল?

হার্টের অসুখ হয়েছিল।

মনোহরলাল একটু থামে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কোন মতে দিন পাঁচেক হাসপাতালের খরচ চালালাম কিন্তু তারপর আর পারছিলাম না। পরের দিনই ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপসন আমার হাতে দিয়ে বলে, এই ইনজেকশনগুলো এখুনি দরকার ; তবে ইনজেকশনগুলো খুব দামী।

ও একটু ম্লান হেসে বলে, ইনজেকশন্‌গুলোর দাম জিজ্ঞেস করায় ডাক্তারবাবু বললেন, এক একটা ইনজেক্‌শনের দাম প্রায় আড়াই হাজার।

আড়াই হাজার?

হ্যাঁ, দিদি, আড়াই হাজার।

তুমি কি করলে?

হাসপাতালের বাইরে এসে আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ি।

BanglaBook.org

তারপর?

এবার মনোহরলাল বড় বড় চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, সেদিনের কথা ভাবলে এখনও মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি।

রাস্তার মাঝখানে লোকটাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখেই একটা

অ্যাম্বাসেডর গাড়ি এসে থামে। সর্দারণী গাড়ি থেকে নেমেই বলে, এখানে বসে আছো কেন?

মনোহরলাল কাঁদতে কাঁদতেই মুখ তুলে তাকায়।

ওকে দেখেই সর্দারণী একটু অবাক হয়ে বলেন, তুমি আর তোমার মা আচার বিক্রি করো না?

ও মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

এখানে বসে কাঁদছ কেন?

মা ভারি অসুস্থ।

কি হয়েছে?

মনোহরলাল নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে, অবস্থা ভাল না। ডাক্তার সাহাব এই প্রেসক্রিপসন দিয়ে এখুনি আনতে বললেন; এক একটা ইনজেকশনের দাম আড়াই হাজার কিন্তু আমার পকেটে স্রেফ তিনটে টাকা আছে।

সর্দারজী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, গাড়িতে ওঠো।

তারপর?

মনোহর্লাল বলে, মা-র জন্য মালিক অনেক টাকা খরচ করলেন; মা অনেকটা ভাল হয়ে উঠলেন। একদিন আমার আর মালিকের সঙ্গে কথাও বললেন কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার ঠিক দু'দিন আগে আবার অ্যাটাকে। ব্যস! মা চলে গেল।

তারপর?

গ্রেটার কৈলাসের মালিকের যে বাড়িতে আপনারা আছেন, সেই বাড়ি তখন তৈরি হচ্ছে; আমাকে মালিক ওখানে রেখে দিলেন দারোয়ান হিসাবে।

তারপর?

মনোহরলাল হাসতে হাসতে বলে, মালিকের কৃপায় আমি ড্রাইভিং শিখলাম, মালিকের নতুন গাড়ি চালাতে শুরু করলাম; তারপর উনি আমার সাদী দিলেন, আমার ছেলেকে হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছেন ও আরো কত কি করেছেন।

আরো কত কি মানে?

BanglaBook.org

দপ্তর থেকে মাইনে পাচ্ছি, আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আছে। জীবন বিমা আছে, ফিক্সড ডিপোজিট আছে...

এইটুকু বলেই ও জোরে হেসে উঠেই এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে বলে, কিন্তু আমার কোন খরচা নেই।

আমরা অবাক হই।

বৈশাখী বলে, তুমি থাকো কোথায়?

মালিকের কোঠির পিছন দিকে যে চারটে কোয়ার্টার আছে, তার একটাতে থাকি।

খাওয়া-দাওয়া?

আমাদের সবারই ভাত-রুটি-ডাল-সবজি-চাটনি মালিকের কোঠি থেকে আসে। ইচ্ছা হলে, খুশি হলে, আমরা আরো কিছু বানিয়ে নিই।

মনোহরলাল একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, মালিক আর মাতাজী দেবতা আছে। গরীব ছিলেন বলে ওঁরা গরীবদের দুঃখ বুঝতে পারেন আর মানুষজনকে সেবা করতে পারলে দু'জনেই খুব খুশি হন।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দিল্লী ফেরার পথে মনোহরলাল বলে, মালিক যাদের ভালবাসেন, তাদের উনি ভুলে যান না। আপনারা দেখবেন, উনি মাঝে মাঝেই আপনাদের ফোন করবেন। কলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই দেখা করবেন।

ও একটু থেমে বলে, আমার বিশ্বাস, আপনাদের বিয়ের সময়ও উনি যাবেন।

শেষ পর্যন্ত অভাবনীয় স্নেহ-ভালবাসা ও ঔদার্যের ঐশ্বর্যর স্বাদ পেয়ে মনে-প্রাণে পূর্ণ হয়ে দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরলাম।

আবার সেই চিরপরিচিত আনন্দপল্লি!

BanglaBook.org

দিন তিনেক পর বৈকালিক আড্ডায় গিয়ে দেখি, বলাকাকে ঘিরে জমজমাট আড্ডা। ইলেভেন-টুয়েলভ-এ পড়ার সময় তো দূরের কথা, কলেজে ভর্তি হবার পরও প্রায় প্রত্যেক দিন এই আড্ডায় আসতো বলাকা কিন্তু তারপর হঠাৎ ও যেন উধাও হয়ে গেল। শোনা গেল, ও রোজ কলেজেও যায় না।

ওদের বাড়ির বেশ কাছেই মনিকাদের বাড়ি। ও একদিন আমাদের বলল, ঠিক জানি না, তবে মনে হচ্ছে, বলাকা কোথাও কাজ করছে।

কাজ করছে মানে? কোন অফিসে চাকরি করছে?

বোধ হয় তাই; তা না হলে ওকে গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

ছেলেদের মধ্যে কে যেন বলল, শালা, গাড়ি চড়ে অফিস যেতে পারলে ফাটিয়ে দিতাম।

ওর কথায় কেউ কান দেয় না।

বৈশাখী বলে, হ্যারে মনিকা, তুই নিজে দেখেছিস, গাড়ি এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, এই সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তো দু'তিন দিন দেখলাম।

তাহলে নিশ্চয়ই ভাল কোথাও চাকরি পেয়েছে, তা না হলে গাড়ি এসে নিয়ে যেতো না।

সুব্রত বলে, বলাকা নিশ্চয়ই রিসেপসনিস্টের চাকরি পেয়েছে; হাজার হোক রূপও আছে আর সারা শরীরে তো বসন্তোৎসব!

সবাই একটু না হেসে পারে না।

অপূর্ব বলে, সুব্রত, ঠিক বলেছিস। বলাকার চোখে-মুখে-শরীরে এমন অনেক কিছু আছে যে চট করে চোখ টেনে নেয়।

সে যাইহোক, এখন বলাকা অনেকেরই আলোচনার বিষয়।

দিন সাতেক পরের কথা।

আমাদের বৈকালিক আসরে এসেই মনিকা বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, আজ সকালেই বলাকার সঙ্গে দেখা হল।....

কখন?

আমি কলেজ যাবার জন্য বেরিয়ে কয়েক পা এগুতেই বলাকা বাড়ি থেকে বেরুলো।

ও একটু হাসতে হাসতেই বলে, পরণে দারুণ একটা জীনস্, উপরে খুব সুন্দর একটা টপ্, চোখে সানগ্লাস.....

ওকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই দু'তিনজন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে তারপর?

একটা বিরাট সুটকেশ নিয়ে গাড়িতে উঠলো। আমি ওর গাড়ির পাশে যেতেই হেসে শুধু বলল, ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আর কিছু বলল না?

ওর মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

সুব্রত বলে, সুন্দরী আমাকে চিন্তায় ফেললো।

আমি বলি, ও কি তোর বউ যে বাইরে গেল বলে চিন্তায়.....

এইভাবেই কেটে গেল পুরো দুটো সপ্তাহ।

সেদিন আড্ডার আসরে শুধু মনিকা না, অপূর্বও আনন্দলোক হাতে নিয়ে হাজির।

ওরে আমাদের বলাকাকে দ্যাখ।

কী হেডিং?

'বাংলা সিরিয়ালে নতুন সাইরেন—বলাকা সরকার!'

আর কী ছবি!

টু পিস সুইমিং কস্‌টিউমে বলাকা!

রিয়েলি অভাবনীয়।

সুব্রত বলে, এইসব ছবি দেখে কি রাত্রে ঘুম হয়?

মণিকা অপূর্বের হাতে একটু চাপ দিয়েই বলে, তোরা ভিতরের ছবিগুলো দেখবি না? দ্যাখ, দ্যাখ।

হ্যাঁ, ছবিগুলো সবাই দেখে; সবার মুখেই হাসি, সবার মুখে বিস্ময়।

কেউ বলে, বলাকা হঠাৎ এত আধুনিকা হল কীভাবে?

অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে, একে আধুনিকতা বলে না। এ নিছক উলঙ্গ হয়ে খ্যাতি পাবার চেষ্টা।

ঠিক বলেছিস।

মণিকা বলে, আমি ভাবতেও পারছি না, আমাদের এখানকার আমাদেরই মতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ফ্যামিলীর মেয়ের রুচি এইরকম হল কী করে?

বৈশাখী বলে, যে মেয়ের সামান্যতম লজ্জা বা কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাকে কোটি টাকা দিলেও এইরকম খোলামেলা পোষাক পরে অভিনয় করবে না বা ছবি তুলতে দেবে না।

অপূর্ব তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, বলাকা বোধ হয় ভেবেছে, এইভাবেই মাধুরী দীক্ষিতের মতোই বিখ্যাত হবে।

সুব্রত বলে, আরে দূর! দূর!

মণিকা বলে, আমাদেরই এক বন্ধু বাদরামী করতে করতে যে কোথায়

BanglaBook.org

তলিয়ে গেল, তা ভাবতে পারবি না। বলাকা যা করছে, তার ফলও ভাল হবে বলে মনে হয় না।

বৈশাখী বলে, শুনি তো এইসব লাইনে হাঙরগুলো বসে আছে মেয়েদের সর্বনাশ করতে।

যাইহোক, ছবিগুলো দেখে মজা পাওয়ার চাইতে অজানা আশঙ্কার কালো মেঘ জমে সবার মনেই।

বৈকালিক আসর ভাঙার সময় মণিকা বলে, এখন বুঝতে পারছি, সেদিন সুটকেশ নিয়ে গাড়িতে উঠে এই আউটডোরে সুটিং করতে রওনা হয়েছিল।

সব শুনে নন্দিতাদি শুধু একটু হাসে।

হাসছ কেন?

বৈশাখী জানতে চায়।

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে নন্দিতাদি বলে, ক'দিন আগেই আমরা কাশীতে দেখলাম, কত অসংখ্য মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় মুক্তি পাবার জন্য কি আশ্চর্য আকুতি-মিনতি।

ও প্রায় না থেমেই বলে, আবার দিল্লীতে গিয়ে দেখলাম, অপরিচিত তিনটি ছেলেমেয়েকে সন্তানজ্ঞানে নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দিলেন এক অনাত্মীয় প্রায় অচেনা দম্পতি।

নন্দিতাদি দু'হাত দিয়ে বৈশাখী ও আমার এক একটা হাত ধরে বলে, এই দুটো ছবিই ভারতবর্ষের চিরন্তন রূপ, চিরন্তন ঐতিহ্য। এই সত্য চিরকালের।

এবার একটু হেসে বলে, এই বিশাল দেশে কিছু বলাকা তো থাকবেই কিন্তু এসব খুবই ক্ষণস্থায়ী। ওকে নিয়ে এত চিন্তাভাবনা করিস না।

BanglaBook.org

বলাকার বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা থেকে দূরে থাকার জন্য আমি আর বৈশাখী দু'দিন বৈকালিক আড্ডায় গেলাম না।

তারপর?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের প্রথম পাতা দেখেই চমকে উঠি। একেবারে প্রথম পাতায় বড় বড় করে হেডিং—'ধর্ষণে ধর্ষণে নবাগতা নায়িকা মৃতপ্রায়।'

অন্য একটা কাগজে 'হেডিং দিয়েছে—'গণধর্ষণে নবাগতা নায়িকা বলাকা মৃতপ্রায়।'

হা ভগবান!

আপন মনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন।

বৈশাখী বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, দেখেছিস, আউটডোরে গিয়ে টু-পিস সুইমিং কস্‌টিউম পরে ছোট্ট জাঙ্গিয়া পরা নায়কের সঙ্গে বাগান বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াবার সময় তিন-চারটে ছেলে নায়ক সমরের মুখ চেপে ধরে উপর্যপুরি লাথি মারছে যখন, ঠিক তখনই তিন-চারটে ছেলে বলাকাকে নিয়ে গাড়িতে চম্পট দেয়।....

আমি এখনও পুরো খবরটা পড়িনি।

আমি বলছি, তুই শোন।

হ্যাঁ, বল।

বৈশাখী আবার খবর পড়তে শুরু করে—বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কাছাকাছি এক ব্যবসাদারের খামারবাড়িতে গগনচাঁদ আগরওয়ালা প্রযোজিত ও সুনির্মল রায় চৌধুরীর পরিচালনায় 'জীবন-নদীর মোহনা'র আউটডোর সুটিং চলছিল। আজ ছিল পুকুরে নায়ক-নায়িকার সাঁতার কাটা ইত্যাদি দৃশ্য চিত্রগ্রহণ। ঐ দৃশ্যের গ্রহনের আগে নবাগতা নায়িকা বলাকা রায় দুটি ক্ষুদ্র কাপড় দিয়ে দুটি স্তনের সামান্য অংশ ঢেকে রাখা ছাড়া তিন কোনা সামান্য একটি রঙীন কাপড় দিয়ে নিম্নাঙ্গের বিশেষ অংশটি আবৃত রাখলেও নিতম্ব-উরু সম্পূর্ণ খোলা ছিল। জনপ্রিয় নায়ক অপূর্ব একটি ছোট্ট জাঙ্গিয়া পরে নায়িকা বলাকাকে জড়িয়ে ধরে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছিলেন।

বৈশাখী বোধ হয় একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপর আবার খবরের বাকি অংশ পড়তে শুরু করে।.....

ঐ খামার বাড়ির পাশেই আছে একটি ফুটবল মাঠ। ঐ সময় কোন খেলা না হলেও এক দল আট-দশজন যুবক মাঠে আসে সুটিং দেখার আশায় এবং খামার বাড়ির পাঁচিলের সামান্য ভাঙা অংশ দিয়ে নায়ক-নায়িকাকে ঐ পোষাকে অমন জড়াজড়ি করে ঘুরতে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে নায়ক-নায়িকার উপর।.....

BanglaBook.org

ইউনিটের লোকজন ঘটনাটি টের পাবার আগেই নায়িকা বলাকাকে নিয়ে ঐ যুবকরা উধাও হয়ে যায়; ইউনিটের লোকজন শুধু দূর থেকে দেখতে পায়, একটা সাদা গাড়ি চলে গেল।

যাইহোক, ঘটনাটি বেলা দেড়টার সময় ঘটিলেও ঘন্টার পর ঘণ্টা নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে সম্পূর্ণ অচৈতন্য ও রক্তাক্ত অবস্থায় বলাকাকে পাওয়া যায়। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রযোজকের অনুরোধে বলাকাকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে দু'জন বিশিষ্ট স্ত্রীবিশেষজ্ঞ ডাক্তার অধীনে তার চিকিৎসা হচ্ছে। রাত্রি দশটা পর্যন্ত তার জ্ঞান ফেরেনি। বাহাত্তর ঘণ্টার আগে বলাকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে ডাক্তাররা রাজি হননি।.....

পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি এবং সংশ্লিষ্ট গাড়িটিরও কোন খোঁজ পায়নি। ডাক্তাররা কিছু না বললেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্তত আট-দশজন ছেলে বলাকাকে ধর্ষণ না করলে তার এই অবস্থা হতো না।

খামার বাড়ির আশেপাশের বাসিন্দারা বলছেন, কোন সুন্দরী যুবতী যদি দিনে দুপুরে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হিরোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঘুরাঘুরি করে, তাহলে কিছু ছেলে উত্তেজিত হয়ে অনেক কিছুই করতে পারে। তারা এই কথাও বলছেন যে এই ঘটনার জন্য ছেলেরা দোষী না, ষোল আনা দোষী ঐ নায়িকা ও যারা তাকে ঐ পোষাক পরিয়েছে।

বৈশাখী থামতেই আমি বলি, কি জঘন্য ব্যাপার ঘটে গেল বলতো!

ঘটনাটা ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি।

খুবই স্বাভাবিক। এই ধরনের ঘটনা কোন ভদ্র-সভ্য ছেলেমেয়ের পক্ষে চিন্তা করাও.....

আমার কথার মাঝখানেই ও বলে, কিন্তু তপু, বলাকা সুস্থ হয়ে ফিরে এলে ও মুখ দেখাবে কি করে?

আগে ও সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক; তারপর ভাবা যাবে।

আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। শুধু আনন্দপল্লির ঘরে ঘরে

BanglaBook.org

না, কলকাতার পথেঘাটে, ট্রামে-বাসে, অফিসে-আদালতে, দোকানে-বাজারে, স্কুল-কলেজ, হাওড়া-শিয়ালদার সব লোক্যাল ট্রেনে।

শুধু কি তাই?

প্রায় সপ্তাহ খানেক আগের 'আনন্দলোক' এর ঐ বিশেষ সংখ্যাটি পুরণো কাগজের দোকান থেকে তিন-চার গুণ দাম দিয়ে রসিকরা কিনতে শুরু করলেন।

এদিকে বলাকাদের বাড়ি তালাবন্ধ ; সবাই সন্দেহ করছে, ওর মাকে কোন আত্মীয়ের বাড়ি রেখে দাদা আর বাবা দুর্গাপুরে গিয়েছেন।

ঘটনা ঘটার পর দু'দিন কাগজে লিখলো, বলাকার জ্ঞান ফেরেনি। শেষ পর্যন্ত ঘটনা ঘটার প্রায় আশি ঘণ্টা পরে বলাকার জ্ঞান ফেরে ও তার পরদিন তাকে অস্ত্রোপচার করা হয়, কিন্তু শরীরের কোথায় বা কেন অস্ত্রোপচার করা হল তা জানাতে ডাক্তাররা অস্বীকার করেছেন।

মানখানেক পরেই বলাকার বাবা আনন্দপল্লির বাড়ি বিক্রি করে দিলেন দালালের মাধ্যমে।

আমরা আর বলাকাদের কোন খবর পেলাম না। আস্তে আস্তে বলাকাকে নিয়ে আলোচনাও বন্ধ হয়ে গেল আমাদের বৈকালিক আড্ডার আসরে।

এদিকে সময় এগিয়ে চলে; এগিয়ে চলে আমাদের জীবন।

বৈশাখী ও আমার বি.এ. পরীক্ষা শুরু হয় ও শেষ হয়।

ক'দিন পরই মা-বড়মার সামনে নন্দিতাদি একটু হেসে আমাকে আর বৈশাখীকে বলে, তোদের পরীক্ষা তো শেষ হল। আমার সঙ্গে ক'দিনের জন্য বাইরে ঘুরতে যাবি নাকি?

বৈশাখী আনন্দে হাতে তালি দিয়ে বলে, নিশ্চয়ই যাবো।

আমি কিছু বলার আগেই বড়মা বলেন, হ্যাঁ, নন্দিতা, তুই ওদের দু'জনকে নিয়ে সাত-দশদিন কোথাও ঘুরে আয়।

নন্দিতাদি একটু হেসে আমাদের দু'জনকে বলে, বড়মা যখন বলছেন, তখন তো তোদের নিয়ে কোথাও যেতেই হবে।

তারপর ও বৈশাখীকে বলে, তুই কাকা-কাকিমাকে বলে দিবি, বড়মার কথা মতো আমি তোদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবো।

সে কথা বড়মা তাঁর প্রিয় ঠাকুরপোকে বলুক; আমি কেন বলতে যাবো।

BanglaBook.org

মা হাসতে হাসতে বড়মাকে বলে, দেখেছ দিদি, মেয়েটা কেমন হাসি মুখে সব দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো।

বড়মাও একটু হেসে বলেন, চিত্রা, কী আর করবো? ছোটবেলা থেকে যাদের কোলে করে মানুষ করা যায়, তারা কিছু আবদার করলে কি ফেলতে পারি।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গে বলে, এই হচ্ছে আমাদের বড়মা! সমুদ্রের মতো গভীর স্নেহ-ভালবাসা আর আকাশের মতো উদার মন।

বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে, বড়মার স্নেহ-ভালবাসা হারাবার ভয়েই তো বলাকার মতো সিনেমায় নামতে পারছি না।

ও কথা মুখে আনলেও তুই মার খাবি।

নন্দিতাদি বেশ রেগেই বলে।

মা বলে, ঠিক বলেছিস নন্দিতা।

বৈশাখী বেশ লজ্জিত হয়েই বলে, সরি! বড়মা-ছোটমা, তোমরা প্লীজ ক্ষমা করে দিও ঐকথা বলার জন্য।

মা ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, আমরা জানি, তুইও কোনদিন সিনেমায় নামবি না, আমরাও কোনদিন তোর গায় হাত তুলতে পারবো না।

বড়মা বলেন, চিত্রা, ঠিক বলেছ।

পুরী।

আবার আমরা তিনজনে; নন্দিতাদি, বৈশাখী আর আমি।

হোটেলের ঘরে ঢুকেই আমরা বারন্দায় গিয়ে দাঁড়াই, দেখি। দিগন্তবিস্তৃত নীল জলের সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর।

কয়েক মিনিট কারুর মুখেই কোন কথা নেই। শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

একটু পরে নন্দিতাদি বলে, তোরা ভাবতে পারিস, এই বঙ্গোপসাগরের সঙ্গেই হাত ধরাধরি জড়াজড়ি করে আছে ভারত মহাসাগর-ভূমধ্যসাগর-আতলান্তিক মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগর ও আরো কত ছোট-বড়ো সাগর-উপসাগর?

আমি বলি, সত্যি ভাবলে অবাক হতে হয়।

BanglaBook.org

বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, তুমি অনেক কিছুর মধ্যেই এক বিচিত্র একাত্মতার ছবি দেখো, তাই না?

দেখি তো!

নন্দিতাদি বেশ জোর দিয়েই বলে।

একটু চুপ করে থেকেই আবার বলে, স্থির হয়ে একটু চিন্তা করলেই দেখবি, এই বিশ্ব-সংসারে কোন কিছুই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না, একা না, নিঃসঙ্গ না। দেবতারাও না, আমরাও না ; সমুদ্রও না, আবার গ্রীষ্ম-বর্ষাও না।

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, যেমন?

নন্দিতাদি ওর গাল টিপে বলে, আগে চা-টা খেতে দে ; ঐসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

বৈশাখী এবার বলে, তবে নন্দিতাদি, এবার বেশি ঘুরব না; খুব ঘুমোব আর খাবো।

কেন রে?

পরীক্ষার জন্য অনেক রাত জেগেছি, অনেক খেটেছি।

আচ্ছা সে দেখা যাবে।

আমি বৈশাখীকে বলি, জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাবি না?

তা তো যাবোই।

সমুদ্রের ধারে তো বেড়াতে যাবি?

না যাবার কি আছে।

গুড!

পুরী এক্সপ্রেসের প্রায় সব যাত্রীই বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে আসেন ও ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই শুয়ে পড়েন। না, আমরা তা করিনি; আমরা লুচি, আলুর দম আর মিষ্টি এনেছিলাম ট্রেনে খাবার জন্য। তিন বোতল জলও ছিল সঙ্গে।

BanglaBook.org

এ-সি টু টিয়ার কম্পার্টমেন্ট। এখন স্কুল-কলেজ খোলা ; তাই ভীড় নেই। বেশ কিছু বার্থ খালি। তাই আমরা তিনজনে একটা খোপে বেশ জমিয়ে বসে গল্পগুজব করতে করতে খাই। শুতে যাই একটু দেরি করে। বেশ ভালভাবে ঘুমিয়েও পুরী পৌঁছবার আগেই উঠে পড়ি।

তবুও খেয়েদেয়ে এসে গল্পগুজব করতে করতেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙলো নন্দিতাদির ডাকাডাকিতে।

ওরে তোরা উঠে পড়; আর ঘুমোতে হবে না। ক'টা বাজে জানিস?

নন্দিতাদিই উত্তর দেয়, প্রায় পাঁচটা।

চা খেয়েই আমরা সমুদ্রের ধারে যাই। তিনজনে পাশাপাশি হাঁটি এদিক থেকে ওদিক। কেউই কোন কথা বলি না; অবাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থাকি সমুদ্রের দিকে।

পুরীতে সারা বছরই ভীড়। একে মহাতীর্থ, তার উপর এই অনন্ত দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র আর এই বেলাভূমি। দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত, নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যেও যখন মন ভরে না, তখনই তো মানুষ মুক্তি চায় প্রকৃতির উদার সান্নিধ্যে। তাইতো পাহাড়-পর্বত, ঘন সবুজ অরণ্য আর অন্তহীন সমুদ্রের কোলে ছুটে আসে মানুষ। আসবেই, না এসে পারে না।

নন্দিতাদি বলে, লেখাপড়া, কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বহু মানুষকেই শহরে থাকতে হয় শহরে থাকার জন্য আমরা কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্থ হয়ে পড়ি কিন্তু শহরের ছোট ছোট ঘরে থাকতে থাকতে, দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে না পেরে, খুব উদার আকাশ বা সীমাহীন সবুজ মাঠঘাট, জল-জঙ্গল দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হতে আমাদের মন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, গ্রামের মানুষের মন কি খুব উদার হয়?

খুব না হলেও আমাদের চাইতে উদার হয়।

তাই কি?

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, গ্রামের অতি সাধারণ চাষীর বাড়িতেও বৈষ্ণবী একতারায় টুং টুং করে 'হরে কৃষ্ণ' বলে উঠানে এসে দাঁড়ালেও চাষীর বউ বলবে, মাথায় তেল দিয়েছি, তাই পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি। তুমি বসো; ছেলেটা উঠোনে খেলা করছে, খেয়াল রেখো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও; কোন চিন্তা নেই।

নন্দিতাদি বলে, এই বৈষ্ণবী চাষীর বাড়ির পাশেই থাকে না, থাকে অনেক দূরের গ্রামে, কিন্তু চাষীর বউ ওর ভরসায় ঘরদোর আর ছেলেকে রেখে যেতে দ্বিধা করে না।

BanglaBook.org

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলে, নন্দিতাদি, তুমি ঠিক বলেছ। আমি মা-র সঙ্গে এক মাসির গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের সঙ্গে ওদের কি বন্ধুত্ব।

নন্দিতাদি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, মন উদার না হলে কি এইভাবে ওরা বৈষ্ণবীকে বিশ্বাস করতে পারে?

আমি চুপ করে থাকি।

ও একটু হেসে বলে, আমাদের বাড়িতে ঐরকম বৈষ্ণবী এলে সামনের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে যেতেও দ্বিধা করবো; মনে হবে, খেলনার আলমারীর মাথা থেকে ঘড়িটা নিয়ে পালাবে না তো?

আমি বলি, শহরে এত অপরিচিত মানুষের ভীড় যে.....

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, তাই সবাইকেই চোর ভাবি?

চোর না ভাবলেও বিশ্বাস তো করতে পারি না।

আমি সৎ আর ওরা খারাপ, তাই তো?

বৈশাখী বলে, ঠিক তাই।

নন্দিতাদি বলে, ওরে তপু, গ্রামের মানুষ পথ চলতে চলতে, নৌকা বাইতে বাইতে গলা ছেড়ে গান গায়, বাড়ির গাছে বেশি আম-কাঁঠাল-কুমড়ো হলে পড়শিদের বাড়িতেও পাঠায়, পাড়ার কোন বউ গর্ভবতী হলে সাধ খাওয়ায়, তা জানিস?

ও মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, শহরের মানুষের মধ্যে এইরকম উদারতা দুর্লভ। ওরে বড়মা-ছোটমা ছাড়া আনন্দপল্লির আর কে আমাকে বা বৈশাখীকে ঠিক নিজেদের সন্তানের মতোই বুকে টেনে নিয়েছে? সুবিমলকাকা ছাড়া আর কে যখন-তখন ফ্লুরির কেক খাওয়ায়?

বৈশাখীকে বলে, নন্দিতাদি, বাবা কি বলে জানো?

কি বলেন?

বাবা বলে, বড়দা-ডাক্তারদা আর ঐ দুই বৌদির জন্যই তো আনন্দপল্লি ছেড়ে আলিপুরে অফিসের ফ্ল্যাটে যেতে পারলাম না।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, সুবিমলকাকা ঠিকই বলেন।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ওরে, সব লোভ ত্যাগ করা যায় কিন্তু স্নেহ-ভালবাসার লোভ ত্যাগ করা যায় না; অন্য সবকিছুর চাইতে ও দুটোর শক্তি অনেক অনেক বেশি।

BanglaBook.org

আমি আর বৈশাখী প্রায় এক সঙ্গেই বলি, ঠিক বলেছ।

একটু চুপ করে থাকার পরই আমি বলি, আচ্ছা নন্দিতাদি, আমরা বাইরে এলেই কত গুরুত্বপূর্ণ বা চিন্তা করার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু কলকাতায় করি না কেন?

দৈনন্দিন কাজকর্ম দায়-দায়িত্ব ছাড়াও গণ্ডীবদ্ধ জীবনে খুব মহৎ চিন্তা কখনই মনে আসতে পারে না। মুক্ত পরিবেশে মুক্ত মনেই মহৎ চিন্তা সম্ভব।

বৈশাখী বলে, সাধু-সন্ন্যাসীরা সেইজন্যই কি হিমালয়ে যান?

হ্যাঁ, সেইজন্যই যান।

নন্দিতাদি সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' পড়েছিস তো?

হ্যাঁ, পড়েছি।

উনি 'পালামৌ'-তে লিখেছেন যে সাধুরা যদি গৃহীদের মধ্যে থাকে, তাহলে দু'দিনেই ওদের সাধুত্ব ঘুচে যাবে। কথাটা খুব সত্যি। সংসার মানেই তো স্বার্থ আর তাইতো যত অশান্তি সেখানেই।

আমি বলি, কিন্তু সব সংসারেই তো অশান্তি থাকে না।

যে মুষ্টিমেয় মানুষ সংসারী হয়েও উদার মনের হন, সৎ চিন্তা করতে পারেন, শুধু সেইসব সংসারেই অশান্তি নেই।

বুঝেছি।

হোটেলে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর সমুদ্রের মুখোমুখি বারান্দায় বসেও এইসব আলোচনাই হয়।

নন্দিতাদি বলে, দ্যাখ তপু, আমাদের তো সংসারেই থাকতে হবে ; সংসার ত্যাগ করে কোন মঠে মন্দিরে-আশ্রমে যেতে পারবো না। তাইতো সব সময়ই ভাবি, আমরা সুখে না থাকতে পারি কিন্তু শান্তিতে না থাকতে পারলে তো সারা জীবন চোখের জল ফেলতে হবে।

বৈশাখী বলে, একেবারে খাঁটি কথা।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, সেইজন্যই তো আমার বার বার মনে হয়, আমাদের একটু উদার হতে হবে, শুধু নিজেকে নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। আমাদের চারপাশে যারা আছে, তাদেরও ভাল থাকতে হবে, ভাল রাখতে হবে ; তা না হলে আমরা কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারবো না।

BanglaBook.org

আমি এক হাত দিয়ে ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলি। ইউ আর অ্যান আইডিয়াল দিদি! তুমি বড্ড ভাল; তোমাকে ভাল না বেসে থাকা যায় না।

বৈশাখী আমাকে বলে, তুই আমার মনের কথাই বলেছিস।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, ওরে, আমি দেবতা না ; আমিও তোদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষ। তাইতো আমারও লোভ আছে, দুর্বলতা আছে; আমিও তোদের মতো কত স্বপ্ন দেখি, আমিও ভাল থাকতে চাই।

আবার বৈশাখী বলে, তোমার দুর্বলতা তো বিশেষ কয়েকজনের স্নেহ আর ভালবাসার প্রতি।

ওরে আমি কি সারদা মা যে সবাইকে ভালবাসবো?

ও প্রায় না থেমেই বলে, সবাইকে ভালবাসতে হলে যে উদারতা, মহত্ত্ব থাকতে হয়, তা কি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতে পারে?

পরের দিন সকালে আমরা জগন্নাথদেব দর্শন করি।

মন্দিরের বাইরে এসেই নন্দিতাদি বলে, তোরা জানিস, পুরীকে শ্রীক্ষেত্র বলে?

শুনে বৈশাখী অবাক হয়, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

নন্দিতাদি বলে যায়, হিন্দু বিধবাদের শুধু একবেলাই নিরামিষ খেতে হয় কিন্তু শুধু এই শ্রীক্ষেত্রেই সেই নিয়ম না মানলেও কোন দোষ নেই।

আচ্ছা?

এবার আমার অবাক হবার পালা।

বিশাল চওড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নন্দিতাদি বলে, জগন্নাথদেব একমাত্র দেবতা, যাকে শাক্ত আর বৈষ্ণবরা সমানভাবে পুজো করে।

আমি প্রশ্ন করি, আর কোন দেবতাকে শাক্ত আর বৈষ্ণবরা পুজো করে না?

বললাম তো না।

রাস্তার ধারের হকাররা কত মূর্তি বিক্রি করছে; আবার দোকানে

BanglaBook.org

দোকানে ঝুলছে, কত সুন্দর সুন্দর শাড়ি। সেসব দেখতে দেখতে নন্দিতাদি বলে, শুধু উড়িষ্যাতেই এমন কিছু আছে, যা আর কোন রাজ্যেই নেই।

তার মানে?

তামিলনাড়ু, অন্ধ্র আর কর্ণাটকেও পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরি হয় কিন্তু এখানে পাথর খোদাই আর কাঠ খোদাই করে অপূর্ব সব মূর্তি তৈরি হয়।

রিয়েলি?

বৈশাখী বলে।

যা বললাম, সত্যিই তাই।

নন্দিতাদি একটু চুপ করে থেকেই বলে, ভারতবর্ষের সব রাজ্যেই কম-বেশি ভাল-মন্দ লোকনৃত্যের প্রচলন আছে কিন্তু কেরলের কথাকলি আর মোহিনী অট্টম, তামিলনাড়ুর ভারতনাট্যম, মণিপুরের মণিপুরী নৃত্য ছাড়া ক্ল্যাসিকাল নাচ আর শুধু উড়িষ্যার ওড়িসি। আর কোথাও ক্ল্যাসিকাল নাচ নেই।

বৈশাখী বলে, তাইতো!

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, কাঞ্চিপুরম আর ব্যাঙ্গালোর শাড়ির মতোই এখানকার শাড়িও একইরকম বিখ্যাত।

এবার বৈশাখী একটু হেসে বলে, তা জানি।

তোর শাড়ি পরে বউ সাজার দিন এগিয়ে আসছে বলেই এই খবরটা জানিস।

বৈশাখী ওর মুখ চেপে ধরে বলে, চুপ করো।

আমরা একদিন কোনার্ক, আরেক দিন ভুবনেশ্বর ঘুরে আবার পুরীতেই ফিরে আসি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কথা হচ্ছিল।

বৈশাখী বলে, নন্দিতাদি, তুমি কাউকে ভালোবাসো?

অনেককেই ভালবাসি।

অনেককে মানে?

শুনবি?

হ্যাঁ, শুনব।

BanglaBook.org

আমি আমার বাবা-মাকে খুবই ভালবাসি।....

ওদের তো আমরাও ভালবাসি।

যাইহোক যা বলছি, শোন।

হ্যাঁ, বল।

মা-বাবা ছাড়া ডাক্তার-জেঠু, বড়মা-ছোটমা, সুবিমল কাকা-কাকিমা, আমার দু'বছরের সিনিয়ার সিদ্ধার্থ মুখার্জী আর স্ত্রী শর্বরীদি, মানুদা, আমার সহকর্মী প্রদীপ্ত, রত্নাবলী আর পৌষালীকে ভালবাসি।

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, প্রদীপ্ত বিবাহিত?

না; তবে ও যাকে বিয়ে করবে, তার সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই ওদের বিয়ে হবে।

ও!

মানুদাকে কেমন ভালবাসো?

তোরা জানিস না কেন আমরা মানুদাকে এত ভালবাসি?

আমাদের কথা বাদ দাও; তোমার কথা বল।

নন্দিতাদি একটু হেসে বলে, রূপে-গুণে স্বভাব-চরিত্রে, মানসিকতায়, সংযমে-সহমর্মিতায় মানুদার সঙ্গে আর কারুর তুলনাই হয় না।

বৈশাখী বলে, একটা প্রশ্ন করবো, রাগ করবে নাতো?

না, না, রাগ করবো না; তুই বল।

তুমি কোনদিন মানুদাকে বিয়ে করার কথা ভাবো নি?

না।

না?

বললাম তো না।

কেন?

মানুদা জানে, আমি ওকে অসম্ভব ভালবাসি, আমি জানি ও আমাকে ঠিক একইরকম ভালবাসে; তাছাড়া এই ভালবাসা তো অনেক দিনের।

নন্দিতাদি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, এত গভীর আমাদের ভালবাসা যে আমরা কেউই কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও সীমা ছাড়িয়ে যাইনি, ছাড়িয়ে যেতে পারিনি।

বৈশাখী বলে, কোন দুর্বল মুহূর্তে ইচ্ছাও করেনি?

নো নেভার।

BanglaBook.org

নয়

ক্লাস নেবার জন্য রত্নাবলী টিচার্স কমনরুম থেকে বেরুচ্ছে আর ক্লাস শেষ করে নন্দিতা ঢুকছে।

রত্নাবলী ওর একটা হাত ধরে বলে, তোর ক্লাস শেষ হল?

হ্যাঁ।

প্লীজ তুই চলে যাস না। এইটাই আমার লাস্ট ক্লাস। তোর সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি থাকব। তুই ক্লাস করে আয়।

রত্নাবলী ক্লাস নিতে চলে যায়।

নন্দিতা টিউটোরিয়ালের কয়েকটা খাতা দেখতে না দেখতেই ক্লাস শেষ করে আসে রত্নাবলী। তাড়াতাড়ি ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েই ও বলে, নন্দিতা, চল বেরোই।

হ্যাঁ, চল।

শিয়ালদ' স্টেশনের কাছেই কলেজ; সামনেই মহাত্মা গান্ধী রোড। গাড়িঘোড়া লোকজনের ভীড়ে রাস্তা দিয়ে চলাই দায়। তাই রত্নাবলী বলে, চল, কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাই।

হ্যাঁ, চল।

একটু এগিয়েই নন্দিতা বলে, কী জরুরী কথা বলবি?

চল, কফি হাউস যাই ; ওখানে গিয়ে সব বলব।

এখনও কলেজ-ইউনিভার্সিটির ক্লাস চলছে। কফি হাউসে কিছু ছেলেমেয়ে গল্পগুজবে মত্ত থাকলেও অনেকগুলো টেবিলই খালি। ওরা এক পাশে একটা টেবিলে বসতেই বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়ায়। রত্নাবলী বলে, দুটো কফি।

BanglaBook.org

বেয়ারা চলে যেতেই রত্নাবলী চেয়ারটা নন্দিতার কাছে টেনে নেয়।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, খুবই প্রাইভেট মনে হচ্ছে।

রত্নাবলী হাসতে পারে না; শুধু বলে, হ্যাঁ, খুবই প্রাইভেট।

মুহূর্তের জন্য থেমে ও বলে, বেয়ারা কফি দিয়ে যাক ; তারপর বলছি।

দু'চার মিনিটের মধ্যেই বেয়ারা কফি দিয়ে যায়।

বেয়ারা চলে যেতেই রত্নাবলী বলে, জানিস নন্দিতা, কাল রাত্তিরে বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছে।

নন্দিতা বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে, কী হয়েছে?

সকালবেলায় বাবার কাছে ক্লায়েন্টরা আসে, তারপর খেয়ে-দেয়েই বাবা হাইকোর্ট যান; কোর্টের পর চেম্বার করে বাবা কোনদিনই ন'টা-সওয়া ন'টার আগে বাড়ি ফিরতে পারেন না।

রত্নাবলী না থেমেই বলে, দাদা অফিস থেকে ফেরে সাতটা-সাড়ে সাতটায়। তাইতো বাবা ফেরার কিছু পরে ড্রইংরুমে বসে মা-বাবা দাদা আর আমি বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে খেতে বসি।

হ্যাঁ, জানি।

কাল যখন আমরা চারজনে গল্পগুজব করছি, ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড নেশা করে প্রদীপ্ত এসে হাজির।

বলিস কিরে?

ওকে এ অবস্থায় দেখেই তো মা-বাবা-দাদার মুখের চেহারা বদলে যায়।

খুবই স্বাভাবিক।

নন্দিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তারপর?

প্রদীপ্ত বলে, আমার সঙ্গে ওর জরুরী কথা আছে।

তুই কী বললি?

বললাম, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না; পরে কথা হবে।

প্রদীপ্ত রাজি হল?

না, না।

তবে?

ও যখন কথা না বলে যাবে না বলল, তখন দাদা আমাকে বলল, তোরা এখানে কথা বল; আমরা ভিতরে যাচ্ছি।

ওরা ভিতরে চলে গেলেন?

না গিয়ে তো উপায় ছিল না।

তারপর?

নন্দিতা, তুই শুনলে চমকে উঠবি, ওরা ভিতরে যেতেই প্রদীপ্ত দু'হাত দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে বলে, রত্না, আই লাভ ইউ। আই মাস্ট ম্যারি ইউ।

BanglaBook.org

তুই কী বললি?

তখন আমার যে কী অবস্থা, তা একবার ভেবে দেখ। আমি চিৎকারও করতে পারছি না, আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিতেও পারছি না।

ও মাই গড!

তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই রাগে দুঃখে চিৎকার করে বলি, গেট আউট মাতাল। আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে তোমার মতো মাতালকে বিয়ে করবো? যাস্ট গেট আউট।

তারপর?

আমার চিৎকার শুনে মা-বাবা-দাদা বেরিয়ে আসতেই ও চলে যায়।

নন্দিতা একটু ম্লান হেসে বলে, প্রদীপ্ত ঠিক একই কাণ্ড করেছে কাল আমাদের বাড়িতে গিয়ে।

বলিস কিরে?

আমি আজকালের মধ্যেই তোকে বলতাম।

তোকেও নিশ্চয়ই বিয়ে করতে চেয়েছিল?

তবে আবার কি?

তুই কী বললি?

বললাম, আমি তো আর বিয়ে করবো না।

এতক্ষণ কফির কাপে চুমুক দেবার কথা কারুরই মনে হয়নি ; কফি ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছিল। তাই আবার দু'কাপ কফির অর্ডার দেয় রত্নাবলী।

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে রত্নাবলী বলে, নন্দিতা, তুই কি সত্যিই বিয়ে করবি না?

তাইতো ভেবেছি।

কিন্তু তোর বাবা-মা তো চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। তখন তুই একলা একলা থাকতে পারবি?

দ্যাখ রত্না, আনন্দপল্লির বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠ আর মধুর সম্পর্ক যে মনে হয়, আমি কখনই নিঃসঙ্গ বোধ করবো না।

এখন যারা ঘনিষ্ঠ আছে, ভবিষ্যতে তো তারাও সংসারী হবে, কাজকর্ম আর সংসার নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়বে যে....

BanglaBook.org

হ্যাঁ, তা তো হবেই।

তখন কি করবি? তোর সুখ-দুঃখে তখন কি ওদের কাছে পাবি?

কি করে বলব বল। ভবিষ্যতের কথা তো কিছুই বলা যায় না।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রত্নাবলী বলে, তুই তো নির্মাল্যকে দেখেছিস....

নন্দিতা একটু হেসে বলে, দেখেছি মানে? নির্মাল্যদার সঙ্গে আমার হেভি দোস্তী।

রত্নাবলীও একটু হেসে বলে, খুব ভাল করেই জানি।

নির্মাল্যদাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনই শ্রদ্ধা করি।

তাও জানি।

রত্নাবলী একটু থেমে বলে, তুই তো জানিস, ওর সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক। দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসি। ও এখান থেকে এম.এস.সি পাস করে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব সায়েন্সে যাবার সময়ই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি রাজি হইনি।

কিন্তু কেন?

ভেবেছিলাম, কোনদিনই বিয়ে করবো না।

তারপর বিয়ে করতে রাজি হলি কেন?

আমার এক জ্যাঠতুতো দিদিকে দেখে।

দিদিকে দেখে?

হ্যাঁ।

রত্নাবলী একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ঐ দিদি হাইলি কোয়ালিফায়েড; মুম্বাইতে একটা ব্রিটিশ ফার্মে খুবই ভাল চাকরি করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, বিয়ে করবে না বলে।

তারপর?

রত্নাবলী একটু হেসে বলে, বছর তিনেক আগে ঐ দিদি আটচল্লিশ বছর বয়সে এক পুরণো বন্ধুকে বিয়ে করলো।

তাই নাকি?

দিদি সবাইকেই বলেছে, আগে ভেবেছিলাম, ব্যাঙ্কে যখন প্রচুর টাকা থাকবে, তখন একলা থাকতে পারবো না কেন? পরে দেখলাম, বিয়ে না করলে কাকে সুখ-দুঃখের কথা বলব? অসুস্থ হলে কে আমার পাশে থাকবে?

BanglaBook.org

নন্দিতা বলে, নিশ্চয়ই দিদির কথায় যুক্তি আছে।

আমিও তো এইসব ভেবেই নির্মাল্যকে বললাম, হ্যাঁ, বিয়ে করবো।

তোরা কবে বিয়ে করবি?

মা-বাবা ওর মা-বাবর সঙ্গে কথা বলে আঠারই মাঘ দিন ঠিক হয়েছে।

ভেরি গুড!

নন্দিতা হাসতে হাসতে বলে, বিয়ের দিন তোদের বাড়িতে মাতব্বরী করবো আবার বৌভাতের দিন নির্মাল্যদাদের বাড়িতে মাতব্বরী করবো।

তা তো করবিই।

রত্নাবলী একটু থেমেই বলে, নন্দিতা, সত্যি বলছি, খুব বেশি দিন একলা একলা থাকা যায় না; পুরুষদের পক্ষে সম্ভব হলেও মেয়েদের পক্ষে একলা একলা জীবন কাটানো সত্যি অসম্ভব।

ও নন্দিতার একটা হাত ধরে বলে, প্লীজ, আস্তে আস্তে বিয়ের জন্য মনকে প্রস্তুত কর।

আচ্ছা, চল এখন উঠি।

হ্যাঁ, চল।

সারাদিন বেশ কেটে যায় নন্দিতায়। সকালবেলায় উঠে চা খেতে খেতে খবরের কাগজের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেওয়া; সামান্য সময়ের জন্য মা-র সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা।

না, তারপর আর হেলে দুলে সময় কাটাবার সুযোগ নেই। স্নান করে শাড়ি-টাড়ি পরতে পরতেই নন্দিতা গলা চড়িয়ে বলে, শেফালীদি, খেতে দাও।

শেফালী না, ওর মা উত্তর দেন, সব রেডি; তুই বসলেই ও খেতে দেবে।

নন্দিতা খেতে বসেই বলে, শেফালীদি, টিফিন বক্সটা আমার ব্যাগে রেখে দাও।

হ্যাঁ, দিচ্ছি।

খেয়ে উঠেই নন্দিতা একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, একটু ঘুরে-ফিরে শাড়িটা দেখে নেয়। না, কলেজ যাবার সময় ঠোঁটে লিপস্টিক বা চোখে কাজল দেয় না; তবে মাথায় আরেকবার চিরুনি দেয়।

BanglaBook.org

ব্যস!

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই মাকে প্রণাম।

মা, আসছি।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, আজ ক'টায় তোর ক্লাস শেষ?

চারটেয়।

তারপর কি সোজা বাড়ি আসবি?

তিন দিন বড়মার কাছে যাই নি ; আজ বড়মাকে দেখে ফিরব তাহলে ওখানে কিছু খেয়ে নিস।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, বড়মা বা ছোটমা আমাকে না খাইয়ে ছাড়বে নাকি?

ডান হাতের ঘড়িটা এক ঝলক দেখে নিয়েই বাড়ির বাইরে পা দেয় নন্দিতা।

বড় রাস্তায় যাবার পথে সুনন্দা বৌদির সঙ্গে দেখা।

নন্দিতা, কলেজ যাচ্ছো?

হ্যাঁ, বৌদি।

সুনন্দা একটু হেসে বলে, তুমি দিন দিনই সুন্দরী হচ্ছো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতেই নন্দিতাও একটু হেসে বলে, আয়নায় নিজেকে দেখে নেবার পর অন্যের রূপের প্রশংসা কোরো।

বিয়ের পাঁচ বছর পর আর কি আয়নার সামনে দাঁড়াবো?

নন্দিতা হাসতে হাসতে বলে, আমার দিদিমা বলেন, বিয়ের জল পড়লেই তো মেয়েরা বেশি সুন্দরী হয়। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারি, দিদিমা ঠিকই বলেন।

সুনন্দাও হাসতে হাসতে বলে, তাহলে বিয়ের পর তোমাকে দেখলেই তো.....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই নন্দিতা বলে, বাস এসে গেছে; আমি চললাম।

সুনন্দা গলা চড়িয়ে বলে, এক দিন এসো।

হ্যাঁ, আসব।

কলেজ।

BanglaBook.org

কলেজে সময় কাটে বেশ ভালভাবেই। একদল তরতাজা মেয়ের সঙ্গে বেশ আনন্দেই সময় কাটে।

নন্দিতা পলিটিক্যাল সায়েন্সের লেকচারার। অনার্স ক্লাসেও ছত্রিশটি মেয়ে। মোটামুটি সবাই ভাল ছাত্রী; দু'চারজন তো খুবই রসিক।

এইতো কয়েক দিন আগেকার কথা।

হঠাৎ তনিমা উঠে দাঁড়িয়েই বলে, আচ্ছা নন্দিতাদি, কনস্টিটিউশন, প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট, জুডিসিয়ারী আর এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি ইন্দ্রানী, পারমিতাদের খুব কাজে লাগবে।

নন্দিতা বলে, শুধু ওদেরই কাজে লাগবে?

ওদের মানে যারা আপনার মতো লেকচারার হবে কিন্তু আমাদের তো বিশেষ কাজে লাগবে না।

কেন?

মা-বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন স্রেফ ভাল জামাই শিকারের জন্য....

শুধু নন্দিতা না, ক্লাসের অনেক মেয়েও ওর কথায় হেসে ওঠে।

ওদের হাসি থামতে না থামতেই তনিমা বলে, যে যাই বলুক, মেয়েদের জন্য 'পলিটিক্স ইন এ জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলী' ছাড়াও হাউ টু ডিল উইথ টেটিয়া শাশুড়ি অ্যান্ড সিস্টার ইন ল'জ বা হাউ টু চেঞ্জ কৃপণ অ্যান্ড আনসোস্যাল স্বামী ইত্যাদির উপর কয়েকটা চ্যাপ্টার থাকলে আমার মতো মেয়েদের খুব উপকার হতো।

শুধু নন্দিতা না, ক্লাসের অন্য মেয়েরাও হাসে। ঐ হাসির মধ্যে কোন এক ছাত্রী বলে, তানিয়া, ঠিক বলেছিস।

আবার বেশ কিছুদিন স্বাভাবিকভাবেই ক্লাস হয়।

তারপর একদিন নন্দিতা ক্লাসে ঢুকতেই এক সঙ্গে এক দল মেয়ে চিৎকার করে বলে, নন্দিতাদি, গায়ত্রীর বিয়ে ; আপনার নেমন্তন্ন.....

নন্দিতা বলে, গায়ত্রী, তোমার বিয়ে?

গায়ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে বলে, হ্যাঁ।

পরীক্ষার আগেই বিয়ে?

এবার গায়ত্রী মুখ তুলে বলে, না, না ; পরীক্ষার পরই বিয়ে হবে। এখনও দিন ঠিক হয়নি।

তাহলে তো ভালই।

BanglaBook.org

এষা উঠে দাঁড়িয়ে কোন মতে হাসি চেপে বলে, নন্দিতাদি, আমরা গায়ত্রীকে বলেছি, পল সায়েন্স ছেড়ে কেমেস্ট্রিতে অনার্স নিতে।

নন্দিতা অবাক হয়ে বলে, ও কেমিস্ট্রিতে অনার্স.....

কেমিস্ট্রিতে অনার্স না নিলে কোন মাছে কত তেল, কি কি মশলা-টশলা লাগবে, তা জানবে কি করে?

নন্দিতা হাসতে হাসতে বলে, গায়ত্রী সে কেমিস্ট্রি ওর মা-র কাছে জানতে পারবে ; তোমাদের দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ইন ফ্যাক্ট সময় এলে তোমরাও সে কেমিস্ট্রি মায়েদের কাছে জানতে পারবে।

এইসব হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই কে যেন বলে, আমি বড়লোকের বোকা বোকা ছেলেকে বিয়ে করবো ; হাড়ি ঠেলতে পারবো না।

নন্দিতা বলে, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট!

শুধু কি ক্লাসের মধ্যে?

না, না।

ক্লাসের বাইরেও মেয়েরা কত কী নিয়ে মেতে ওঠে।

কয়েক মাস আগেকার কথা।

কলেজের গেটেই এক দল মেয়ে নন্দিতা আর পৌষালীকে ঘিরে ধরে হাসতে হাসতে বলে, আজ ছুটি ; নো ক্লাস।

ছুটি?

পৌষালী প্রশ্ন করে।

ইয়েস ছুটি ; কলেজের গভর্নিং বডির ভাইস প্রেসিডেন্ট আশি বছরের বুড়ো স্নেহময় পটল তুলেছে।

মেয়েরা হাসতে হাসতেই বলে।

নন্দিতা একটু বিরক্ত হয়েই বলে, একজন বিখ্যাত এডুকেশনিস্ট মারা গেলেন আর তোমরা হাসছ?

ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটি মেয়ে বলে, বুড়ো অনেক দিন বেঁচেছে; ওর আর বাঁচার দরকার ছিল না।

আবার নন্দিতা বলে, ভুলে যেও না, আমরা সবাই মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়েই এই পৃথিবীতে এসেছি। আমরা অনেক কিছুই এড়াতে পারি কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই।

হোয়েন উই কাম টু দ্য ব্রীজ, উই উইল ক্রশ দ্য ব্রীজ; এখন আমরা মরার কথা ভাবি না।

BanglaBook.org

এই ভাবেই কলেজের দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

তারপর?

যদি কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে নন্দিতা বড়মা-ছোটমা-র কাছে যায়, তাহলে বিকেল-সন্ধেও বেশ কেটে যায়। বাড়ি ফিরে কাপড়-চোপড় পাল্টে একটু টি.ভি. দেখা আর মা-বাবার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলা।

তারপর খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে হাতে-মুখে একটু ক্রীম দেওয়া বা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় নিজেকে দেখে নন্দিতার মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে, রত্নাবলী কি ঠিক বলেছিল, বেশি দিন একলা একলা থাকা যায় না?

এই প্রশ্নের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথাই মনে হয় নন্দিতার। অনেক মেয়েই তো বিয়ে না করে বেশ আনন্দেই জীবন কাটিয়ে দেয়; আবার কোন কোন মেয়ে বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেও বেশ বেশি বয়সেই হঠাৎ বিয়ের পিঁড়িতে বসে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই নন্দিতার হঠাৎ মনে পড়ে স্কুলের বিনতাদিকে।

বিনতাদি নাইন-টেন আর ইলেভেন-টুয়েলভ ক্লাসে ইংরেজি পড়াতেন; তবে দিদিমনিদের অনুপস্থিতিতে বিনতাদি সিক্স-সেভেন-এইটেরও ইংরেজি ক্লাস নিতেন। ছাত্রীরা ওঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতো, সেইরকমই ভালবাসতো।

নন্দিতারা আগে বুঝতে পারতো না, বিনতাদি অবিবাহিতা, নাকি বিধবা। ইলেভেনে পড়ার সময়ই কী কারণে যেন নন্দিতাকে যেতে হয়েছিল বিনতাদির বাড়ি।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

BanglaBook.org

নন্দিতা ওর ঘরে ঢুকে দেখে, ওরই প্রায় সমবয়সী একটা মেয়ে বিনতাদির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে আর দশ-বারো বছরের একটা ছেলেকে উনি এক হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বোধহয় গল্প বলছিলেন।

নন্দিতাকে দরজার কাছে দেখেই বিনতাদি এক গাল হেসে বলে, ভিতরে এসো।

নন্দিতা ভিতরে এসে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, দিদি, আপনার ছেলেমেয়ে?

বিনতাদি একটু হেসে ওদের দু'জনকে বলেন, হ্যারে, তোদের এই দিদি জানতে চাইছে, তোরা কি আমার ছেলেমেয়ে।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, ইয়েস আমি পিপির মেয়ে।

ছেলেটি বলে, আমি, মা-বাবারও ছেলে, পিপিরও ছেলে।

ঠিক সেই সময় বিনতাদি একটু গলা চড়িয়ে বলেন, বন্দনা, একটু শুনে যাও।

বন্দনা অন্য কোন ঘর থেকে উত্তর দেন, দিদি, আসছি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা ঘরে ঢোকেন।

বিনতাদি ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে নন্দিতাকে দেখিয়ে বলেন, নন্দিতা আমার প্রিয় ছাত্রী ; যে রকম লেখাপড়ায় ভাল, সেই রকম সুন্দর স্বভাব।

বন্দনা একটু হেসে বলেন, দিদি, তোমার এই ছাত্রীকে তো দেখতে খুব সুন্দর।

হ্যাঁ, ওকে দেখতে সত্যি খুব ভাল।

বিনতাদি একটু হেসে বলেন, নন্দিতা জিজ্ঞেস করলো, এই ছেলেমেয়ে দুটো আমার কিনা।

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, নন্দিতা, ছেলেমেয়ে দুটোকে আমি শুধু পেটেই ধরেছি; এ দুটো দিদিরই ছেলেমেয়ে। দিদিই ওদের মা, দিদিই ওদের বাবা। এদের সম্পর্কে আমাকে বা দিদির ভাইকে কিছু ভাবতে হয় না।

মেয়েটি বলে, পিপির গলা জড়িয়ে না শুলে আমার আর ভাইয়ের ঘুমই আসবে না।

ছেলেটি বলে, পিপির দারুণ চয়েস। পিপির কিনে দেওয়া আমাদের জামাটামা দেখে সবার তাক লেগে যায়।

নন্দিতা না হেসে পারে না।

শোবার পরও ঘুম আসে না নন্দিতার। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ও ক্লাসের বেশ কয়েকজন মেয়েই বলতো, বিয়ে-শ্বশুরবাড়ির ঝামেলায়

BanglaBook.org

ওরা কখনই জড়াবে না; চাকরি-বাকরি করেই মহানন্দে জীবন কাটিয়ে দেবে।

এই কথাটা সব চাইতে বেশি যে বলতো, সেই আরতিই এম. এ. পড়তে পড়তেই লাল বেনারসী পরে সাত পাঁক ঘুরলো। তারপর ওর দলের অন্য মেয়েরাও।

তাইতো নন্দিতার মনে সন্দেহ জাগে, সত্যিই কি বিয়ে না করে থাকা যায় না?

আবার বৈশাখীর কথাও মনে হয়।

সত্যিই কি ও কাউকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে না? কোনদিন কোন সময়েই কি মানুদাকে একটু একান্তভাবে পেতে ইচ্ছে করেনি?

নন্দিতা নিজেকেই প্রশ্ন করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর খুঁজে পায় না।

ওর মুখের কথাটাই কি মনের কথা?

তবে নন্দিতা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, মানুদা নিঃসন্দেহে ভালবাসার মতো ছেলে। যে কোন মেয়েই ওকে বিয়ে করুক, সে সুখী হবেই।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে নন্দিতা।

পরের দিন কলেজ থেকে ফেরার সময় বাস থেকে নেমে আনন্দপল্লির বড় রাস্তা দিয়ে বাড়িতে যাবার পথেই বৈশাখীর সঙ্গে দেখা হয় নন্দিতার।

তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

জেঠু বলল, তুমি ফেরোনি, তাই দেখছিলাম, তুমি আসছো কিনা।

বৈশাখী না থেমেই হাসতে হাসতে বলে, নন্দিতাদি, দারুণ ইন্টারেস্টিং খবর আছে।

কি খবর রে?

বাবা আজ বোম্বে থেকে ফিরলেন অনেক দিন পরে; তাই আমি এয়ারপোর্ট গিয়েছিলাম বাবাকে আনতে।

তাতে কি হল?

ঐ একই ফ্লাইটে বলাকা এলো কিন্তু আমি খানিকটা দূর থেকেই ওকে ডাকলাম; ও কোন রেসপন্সই করলো না।

ও হয়তো শুনতে পায়নি।

আমিও তাই ভেবে বাবাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, কিরে বলাকা; কেমন আছিস।

BanglaBook.org

তারপর?

ও বলল, সরি, আমি বলাকা না, মেঘনা।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, তুই হয়তো ওরই মতো দেখতে কোন মেয়েকে.....

তুমি কি যে বল! ওর কপালে তিলটা পর্যন্ত দেখলাম আর তুমি বলছো, আমি ভুল করে.....

আশ্চর্য ব্যাপার!

বাবা বলছিলেন, আগের ঘটনাটা আনন্দপল্লির সবাই জেনে গিয়েছে বলে ও এখানকার কারুর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে চায় না, তাই আমাকে ধরা দিলো না।

কাকু ঠিকই বলেছেন।

তাছাড়া বাবা বলছিলেন, ও বোধ হয় এফিডেফিট করে নাম বদলে নিয়েছে।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, আমার মনে হয়, কাকুর ধারণাই ঠিক।

বৈশাখী ওর সঙ্গে এগুতে এগুতে বলে, তবে ওর ড্রেস আর ব্যাপার-ট্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

কেন?

জীনস্-এর সঙ্গে একটা অত্যন্ত লো কাট-স্লিভলেস টপ পরেছে, চোখে সানগ্লাস আর দু'দিনজন লোক গার্ড দিয়ে টার্মিন্যাল বিল্ডিংয়ের বাইরে এসেই ওকে তাজ বেঙ্গলের গাড়িতে তুলে দিলো।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, কয়েক দিন ওয়েট কর। যদিও ও সত্যি সত্যি বলাকা হয়, তাহলে কোন কোন না কাগজে সে খবর ঠিকই বেরিয়ে যাবে।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। দিন পাঁচেক পরই টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ায় আজকের ঐ মেঘনার একটা ইন্টারভিউ ছাপা হল।

তপু বলল, দারুণ খবর আছে; তোমরা শুধু শুনে যাও।

বৈশাখী বলে, কিসের খবর?

নন্দিতা বলে, আনন্দপল্লি নিয়ে কোন খবর বেরিয়েছে?

তপু হাসতে হাসতে বলে, আনন্দপল্লির বলাকার ইন্টারভিউ!

ওরা দু'জনেইর একসঙ্গে বলে, রিয়েলি?

আমি পড়ছি; তোমরা চুপ করে শুনে যাও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়।

BanglaBook.org

তপু শুরু করে,

রিপোর্টার মিস মেঘনা, সবার আগে বলুন, আপনার পুরনো নাম তো বলাকা?

উত্তর সেটা জানা কি খুবই জরুরী?

রিপোর্টার ঃ অবশ্যই।

উত্তর কেন?

রিপোর্টার হাজার হোক বাঙ্গালি মেয়ে হয়েও বিখ্যাত পরিচালক চোপড়াজির ছবির নায়িকা হয়েছেন। আপনার বিষয়ে সবকিছু জানতে তো সব বাঙ্গালিরই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তাই....

উত্তর হ্যাঁ, আগে আমি বলাকা নামেই পরিচিতা ছিলাম কিন্তু সেই নাম, সেই অতীত এখন মৃত; আমি সেই অতীত ভুলে গেছি।

রিপোর্টার আপনি মা-বাবাকেও কি ভুলে গিয়েছেন নাকি নতুন জীবনে ওদের অস্বীকার করছেন?

উত্তর কোন মানুষই তার মা-বাবাকে নির্বাচন করতে পারে না বা বদলাতে পারে না ; আমিও মা-বাবাকে বদলাবো কীভাবে।

রিপোর্টার ঃ চোপড়াজির ছবিতেও কি টু-পিস সুইমিং সুট পরে.....

উত্তর পরিচালক নির্দ্দেশ দিলে নিশ্চয়ই ঐ পোষাকে সাঁতার কাটবো।

রিপোর্টার কিন্তু ঐ ধরণের পোষাকে দেখেই তো পাঁচ-ছ'টি ছেলে উত্তেজিত হয়ে আপনাকে ধর্ষণ করে।

উত্তর ঃ দেখুন, পৃথিবীতে কোন মেয়েই ধর্ষিতা হতে চায় না; তাকে চরিত্রহীন পুরুষই ধর্ষণ করে।

রিপোর্টার ঃ অতীতে অর্ধ উলঙ্গ পোষাকে পরার জন্যই যখন আপনি ধর্ষিতা হয়েছিলেন, তখন বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন ছবিতে কি ঐ ধরণের পোষাক পরে আউটডোরে সুটিং করা ঠিক হবে?

উত্তর ঃ মনে রাখবেন, চোপড়াজির ছবিতে আমি মা সারদার ভুমিকায় অভিনয় করছি না।

রিপোর্টার তা জানি বলেই তো প্রশ্ন করলাম।

উত্তর আর একটা কথা জানাই। চোপড়াজি আমার

BanglaBook.org

জন্য যে তিনজন সিকিউকিটি গার্ড দিয়েছেন, তাদের জন্য কোন মাছি-মশাও আমার বিশ-পঁচিশ গজের মধ্যে আসতে সাহস করবে না।

রিপোর্টার ঃ কাকে বিয়ে করছেন?

উত্তর আপনাকে অন্তত বিয়ে করছি না।

রিপোর্টার ঃ যাক নিশ্চিন্ত হলাম।

তপু থামতেই নন্দিতা বলে, আর যাইহোক, স্বীকার করতেই হবে, মেয়েটা অনেক ম্যাচিওর হয়েছে।

বৈশাখী বলে, দেখলে তো আমি ঠিকই ওকে চিনেছিলাম।

নন্দিতা বলে, ওর জীবনে যে ঘটনা ঘটেছে, তা সাধারণ মেয়ের জীবনে ঘটলে হয় আত্মহত্যা করতো, তা না হলে মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকতো। অস্বাভাবিক মনের জোরে আছে বলে এই মেয়েটা আবার মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাইছে।

তপু বলে, হ্যাঁ, নন্দিতাদি, তুমি ঠিক বলেছ।

নন্দিতা ওদের দু'জনকে বলে, তোদের আর বলাকা বা মেঘনাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোরা সময় নষ্ট না করে পড়তে যা; ফাইন্যাল পরীক্ষা তো এসে গেল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি। বৈশাখী বলে।

তপু বলে, বৈশাখী, আমার বইটা কাল ফিরিয়ে দিতে ভুলিস না।

হ্যাঁ, ফিরিয়ে দেব।

দশ

তপু আর বৈশাখী ভর্তি হল যাদবপুরে ; তবে দু'জনে দু'টি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে। বৈশাখী ইংরেজিতে আর তপু পলিটিক্যাল সায়েন্সে।

দু'জনেই একসঙ্গে ইউনিভার্সিটি যায় কিন্তু দু'জনের একই সময়ে ক্লাস শেষ হয় না অধিকাংশ দিনই ; তবু ওরা একসঙ্গেই ফেরে। নন্দিতা আছে বাসন্তী দেবী কলেজে। তাইতো কোন কোন দিন তপু আর বৈশাখীকে নন্দিতা বলে, আজ ঠিক চারটেয় আমার ক্লাস শেষ ; তোরা কি ঐ সময় আসতে পারবি?

বৈশাখী সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হেসে বলে, যদি ফুচকা খাওয়াও, তাহলে আমি ঠিক পৌঁছে যাবো।

BanglaBook.org

নন্দিতা একটু হেসে বলে, হ্যাঁরে তপু, তোকে কি খাওয়ালে তুইও আসবি?

মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস।

বৈশাখী প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, ওকে খাওয়ালে আমাকেও মোগলাই পরোটা আর.....

কেন তুই তো বলছিলি, ফুচকা খাওয়ালে.....

কোথায় মোগলাই পরোটা প্লাস কষা মাংস আর ফুচকা ! এত লস খেতে রাজি না।

নন্দিতা একটু হেসে বলে, ঠিক আছে, আমরা তিনজনেই মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খাবো। কিন্তু তোরা ঠিক সময় আসিস।

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না।

সেদিন মোগলাই পরোটা কষা মাংস খেতে খেতেই নন্দিতা একটু হেসে বলে, তোরা জানিস, কে আমাকে প্রথম মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খাওয়ায়?

তপু মাথা নেড়ে না বলে।

বৈশাখী বলে, কে খাওয়ায়?

মানুদা।

নন্দিতা না থেমেই বলে, আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। বড়দিনের ছুটিতে মানুদার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে।.....

চিড়িয়াখানায় না গিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে কেন?

চিড়িয়াখানা-ভিক্টোরিয়া আমার দেখা ছিল কিন্তু তার আগে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিনি বলেই মানুদা ওখানে নিয়ে গেল।

নন্দিতা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, তিন-চার ঘণ্টা ধরে এখানে ঘুরে ঘুরে যেমন টায়ার্ড হলাম, তেমনি খিদেও পেয়েছিল। সেদিন ধর্মতলার কোন একটা দোকানে মানুদা মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খাওয়ালো।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, তোমার আর মানুদার বন্ধুত্ব দেখে তো আমারই মাঝে মাঝে হিংসে হয়।

তপু বলে, সত্যি নন্দিতাদি, তোমাদের বন্ধুত্ব দেখে অবাক হতে হয়।

নন্দিতা বলে, আমার বিশ্বাস, মানুদার চাইতে ভাল বন্ধু হতে পারে না।

তপু বলে, আমার বিশ্বাস, মানুদার চাইতে ভাল দাদা পাওয়া অসম্ভব।

BanglaBook.org

বৈশাখী বলে, সত্যিই তাই। টু মী হি ইজ এ হিরো।

নন্দিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, হি ইজ অলসো মাই হিরো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই তপু বলে, নন্দিতাদি, চল আমাদের বাড়ি। তিনজনে একসঙ্গে গেলে মা-বড়মা খুব খুশি হবে।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না!

বৈশাখী একটু হেসে বলে, তুমি কি স্কুলে পড়ো যে বাড়ি ফিরেই হোম-টাস্ক করতে বসতে হবে?

নন্দিতাও একটু হেসে বলে, না. তা না....

তপু বলে, আরে চলো, চলো। দরকার হলে মা বা বড়-মা কাকা-কাকিমাকে টেলিফোন করে দেবে।

তার দরকার হবে না।

তবে আবার কি ? চলো, চলো।

হ্যাঁ, চলো।

চিত্রা দরজা খুলেই ওদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে গলা চড়িয়ে বলেন, দিদি, তোমার তিন সেক্রেটারী একসঙ্গে এসেছে।

ওরা কি শুধু আমারই সেক্রেটারী? ওরা তো তোরও সেক্রেটারী।

বড়-মা ওদের তিনজনকেই পাশে বসিয়ে বলেন, একটু আগেই মানুর ফোন এসেছিল ; ও দু'সপ্তাহের ছুটিতে আসছে।

ওরা তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে, মানুদা কবে আসছে?

কাল টিকিট কাটার পর জানাবে, কবে আসবে।

ও।

নন্দিতা আর কিছু বলে না।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, মানুদা এলেই বলব। মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খাওয়াও।

ওর কথা শুনে নন্দিতা আর তপু হাসে।

বড়-মা বলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাওয়াবে।

বৈশাখী বলে, খাওয়াবে মানে? বাধ্য খাওয়াতে।

চিত্রা একটু হেসে বলেন, কী ব্যাপার রে বৈশাখী? তুই হঠাৎ মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খাওয়ার জন্য এত উৎসাহী হয়ে উঠলি কেন?

BanglaBook.org

ছোট-মা, মানুদা কখনও কখনও কি যে অন্যায় করে, তা ভাবতে পারবেন না। এবার একটা ফয়সালা না করে ছাড়ছি না।

আচ্ছা মানু এলে ফয়সালা করিস ; এখন বল, তোরা কি খাবি?

তপু সঙ্গে সঙ্গে পেটে হাত দিয়ে বলে, বড়-মা হাউস ফুল। এখন অমৃত দিলেও আমরা খেতে পারবো না।

কেন রে? তোরা কি খেয়েছিস?

বৈশাখী বলে, আমি আর তপু বার বার বললাম। কিছু খাবো না কিন্তু নন্দিতাদি জোর করে এত কিছু খাইয়ে দিলো যে পেট ঠিক গণেশের মতো ফুলে ঢোল।

নন্দিতা হাসতে হাসতে বলে, বৈশাখী, তুই আমার কাছে মার খাবি।

দিদি বলে যখন মেনে নিয়েছি, তখন তুমি মারতেই পারো কিন্তু মারলেই আমি আর তপু দুপুর দুটো থেকেই তোমার কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকব।

চিত্রা বলে, দিদি, এদের কিছু ব্যাপার আছে, যা এরা আমাদের বলবে না।

আমি তা বুঝতে পেরেছি।

এই আনন্দপল্লিতে নন্দিতাদের বাড়ির কাছেই লাহিড়ীদের বাড়ি। ওঁরা দু'ভাই সারদাকান্ত আর বরদাকান্ত। দু'জনেই। শিক্ষকতা করেন সারদাকান্ত মুর্শিদাবাদে ও বরদাকান্ত কোচবিহারে। সারদাকান্ত বিয়ে-থা করেননি কিন্তু ছোট ভাই বরদাকান্তর বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর বরদাকান্ত সপরিবারে কোচবিহারে থাকতেন কিন্তু ছুটিতে নিয়মিত কলকাতা আসতেন। সারদাকান্ত প্রতি মাসেই কলকাতা আসতেন দু'তিন দিনের জন্য।

সারদাকান্ত চিরকুমার হলেও এই বাড়িটিকে সুন্দর রাখতে তাঁর আগ্রহ ও যত্নের সীমা নেই। বাড়ির সামনে ও দু'পাশে সুন্দর বাগান। বাড়ির কাজের জন্য যে মেয়েটি আছে, সে এক একদিন বাগানে জল দেয়। একটু-আধটু পরিষ্কার করে। বাড়ির ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও তার দায়িত্ব।

সারদাকান্ত যখন না থাকেন, তখন চাবি থাকে পাশের বাড়ির ত্রিদিববাবুর স্ত্রীর কাছে ; উনিই কাজের মেয়েটিকে দিয়ে বাড়ি ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করেন। সেজন্য সারদাকান্ত খুবই কৃতজ্ঞ। উনি ত্রিদিববাবুকে

BanglaBook.org

বলেন, নিঃসন্দেহে আপনার স্ত্রী গত জন্মে আমার সহোদরা ছিলেন। উনি দেখাশুনা না করলে কী এই বাড়িতে এসে থাকতে পারতাম।

ছুটিতে বরদাকান্ত যখন স্ত্রী মালাকে নিয়ে আসেন, তখন তাঁদের ভাল রাখার জন্য সারদাকান্ত কী যে করেন, তা ভাবা যায় না।

বাজার থেকে এসেই সারদাকান্ত হাসতে হাসতে বলেন, বৌমা, দেখো, দেখো, চিতল মাছের পেটি এনেছি।

দাদা, কেন এত দাম দিয়ে এইসব মাছ আনছেন? কাল চার শ' টাকা কিলো গলদা চিংড়ি আনলেন, পরশু দিন অন্যান্য মাছের সঙ্গে আনলেন তোপসে....

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সারদাকান্ত বলেন, ভুলে যাও কেন, বুবু আমার প্রাণপ্রিয় ছোটভাই আর তুমি তার স্ত্রী। তোমরা একটু ভাল থাকলে আমার যে কি আনন্দ হয়, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

খেয়েদেয়ে উঠে আধঘণ্টা বিশ্রাম করতে না করতেই দাদাকে জামাটামা পরে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ দেখেই বরদাকান্ত অবাক হয়ে বলেন, দাদা, এই রোদ্দুরে কোথায় চললেন?

একটু কাজ আছে ; তাই বেরুচ্ছি।

এই রোদ্দুরে না বেরুলেই ভাল হতো না?

যাবো তো বাসে ; রোদ্দুরে কি হবে?

তোমার ফিরতে নিশ্চয়ই রাত্তির হবে?

না, না ; সন্ধে নাগাদ ফিরে আসবো।

হ্যাঁ, বেশি দেরি কোরো না।

সন্ধে ঘুরে যাবার পর পরই সারদাকান্ত ফিরে এলেন হাতে দু'তিনটে প্যাকেট নিয়ে। একটা প্যাকেট বরদাকান্তর হাতে দিয়ে বলেন, বুবু, কাল সকালেই পাঞ্জাবি দুটো সমরের দোকানে বানাতে দিবি।

প্যাকেটের ভিতর থেকে পাঞ্জাবির কাপড় বের করেই বরদাকান্ত অবাক হয়ে বলেন একি এ তো গরদের কাপড়!

হ্যাঁ, তাতে কি হল?

গরদের পাঞ্জাবি পরে কোথায় যাবো?

কোন নেমন্তন্ন বাড়িতে বা কোন অনুষ্ঠানে যেতে হলে একটু ভালভাবে সেজেগুজে যেতে হয়, তাও জানিস না?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্যাকেট মালার হাতে দিয়ে বলেন, বৌমা,

BanglaBook.org

বৌমা ধুতি দুটো ভাল করে রেখে দিও। গরদের পাঞ্জাবির সঙ্গে এই ধুতি পরবে।

মালা না হেসে পারেন না।

বৌমা, দেখো তো শাড়িটা পছন্দ হল কি না?

শাড়ি দেখে মালা যেমন মুগ্ধ তেমনি অবাক। বলেন, দাদা, এ তো বালুচরী শাড়ি ; এর তো অনেক দাম।

তোমার পছন্দ হয়েছে কি?

এই শাড়ি কি কোন মেয়ের অপছন্দ হতে পারে?

বরদাকান্ত বলেন, দাদা, কেন শুধু শুধু এত খরচ করে এইসব কিনতে গেলেন?

সারদাকান্ত হাসতে হাসতে বলেন, বৌমা, চা খাওয়াবে কি?

হ্যাঁ, দাদা, এখুনি দিচ্ছি।

মালা দু'ভাইকে চা দেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বরদাকান্ত বলেন, দাদা, এইভাবে খরচ না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিন। ভবিষ্যতে কার কি অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ আসবে, তা কি কেউ বলেত পারে?

আমার অসুখ-বিসুখ করলে কি তুই চিকিৎসা করাবি না?

নিশ্চয়ই করাবো।

তবে আবার কী?

সারদাকান্ত মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলেন, তোর আর বৌমার জন্য খরচ করতে আমার খুব ভাল লাগে।

মালা একটু হেসে বলেন, দাদা, আপনার মাথায় একটা পোকা আছে।

বৌমা, ঠাকুরকে বোলো, এই পোকাটা যেন সারাজীবন আমার মাথায় থাকে।

এই হচ্ছেন সারদাকান্ত।

BanglaBook.org

সারদাকান্তর বি. এ. পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, ঠিক তার পরদিনই ওঁর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। তিন দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর সারদাকান্তর পিতৃবিয়োগ হল। মা মারা গিয়েছিলেন তার অনেক আগেই। ভাই বরদাকান্ত তখন চোদ্দ বছরের ; ক্লাস নাইনের ছাত্র।

সম্বল?

পাঁচ কাঠা জমির উপরে, টালির ছাদের দু'খানা ঘর আর একটা রান্নাঘর ; ব্যাঙ্কে হাজার সাতেক টাকা। এক কথায় দুঃশ্চিন্তার পাহাড় সারদাকান্তর মাথায়।

কিন্তু সারদাকান্ত ভেঙে পড়লেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, প্রাণ-মন উৎসর্গ করে লড়াই করবেন।

অল্প খরচে কালীঘাটের মন্দিরে পিতৃশ্রাদ্ধ করার পরদিনই সদ্য পিতৃহীন কিশোর ভাই প্রশ্ন করে, দাদা, আমি কি পরশু থেকে স্কুলে যাবো?

সারদাকান্ত ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, বুবু, তুই তো লেখাপড়ায় খুব ভাল। তাইতো তুই শুধু স্কুলে না, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও পড়বি।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

কিন্তু....

বরদাকান্ত কথাটা শেষ করে না।

কিন্তু কি?

বাবা যে নেই।

সারদাকান্ত অতি দুঃখেও কষ্ট করে একটু হেসে বলেন, বাবা নেই কিন্তু আমি তো আছি, আমি তোকে ঠিক এম. এ. পাশ করাবো। তুই শুধু মন দিয়ে পড়াশুনা করবি।

হ্যাঁ, দাদা, আমি খুব ভাল করে পড়াশুনা করবো।

খুব ভাল ছাত্র হিসেবে পাড়ায় খ্যাতি ছিল সারদাকান্তর তাইতো টিউশনি জুটতে কষ্ট হল না। প্রথম মাসেই দু'ভাইবোনকে পড়াতে শুরু করলো ; পরের মাসে আরো দুটি ছাত্র ও একটা ছাত্রী জুটে গেল।

সারদাকান্তকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি ; এম. এ. ও বি. এড. পড়ার সময়ও সমান তালে ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছেন।

তারপর?

সারদাকান্ত মুর্শিদাবাদের স্কুলে চাকরি করে ভাইকে হস্টেলে রেখে বি.এ. ও এম. এ. ছাড়াও বি. এড. পড়িয়েছেন। সুতরাং বরদাকান্তও স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পেলেন কোচবিহারে। ভাইকে অত দূরে পাঠাবার

BanglaBook.org

ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না সারদাকান্ত। তাইতো উনি ওঁকে প্রশ্ন করেন, হ্যারে বুবু, কোচবিহারে যাওয়া কি তোর ঠিক হবে?

দাদা, হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন?

কোচবিহার তো অনেক দূর ; তাই....

বরদাকান্ত একটু হেসে বলেন, আপনি এত কষ্ট করে আমাকে পড়ালেন আর আমি চাকরি পেয়েও চাকরি ছেড়ে দেব?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার চাইতে কোচবিহার শহর শুধু অনেক সুন্দর না। শিক্ষায়-দীক্ষায়ও অনেক এগিয়ে।

না, সারদাকান্ত আর আপত্তি করেননি।

মা-বাবাকে সুন্দর দেখতে ছিল বলে ওঁদের দু'ভাইকেই দেখতে সুন্দর। তবে বরদাকান্তর তুলনায় সারদাকান্ত খুবই মিশুকে ও সবসময় হাসিখুশি। স্কুলের ছাত্র ও সহকর্মীদের মধ্যে সারদাকান্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়। থাকেন রিটায়ার্ড হেড মাস্টার গিরিজাবাবুর বাড়িতে দোতলার একমাত্র ঘরে।

সারদাকান্ত প্রথম মাস দুয়েক হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। তারপর একদিন গিরিজাবাবুই ওঁকে বললেন, সারদা, তোমাকে হোটেলে খেতে হবে না ; তুমি আমাদের কাছেই খাবে।

আপনার কথা শুনে আমার খুবই ভাল লাগছে। তবে হোটেলে খেতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ; ওখানেই বাড়ির মতোই রান্না বান্না হয়।

আমরা স্বামী-স্ত্রী আর মেয়েটা তো খাচ্ছি ; সুতরাং তুমি আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হোটেলে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলেই আপনাকে বলব।

ঠিক আছে ; দেখো আরো কিছুদিন।

ঘন্টাখানেক পরই গিরিজাবাবুর মেয়ে শিবানী ওর ঘরে এসে হাজির। কোন ভূমিকা না করেই বলে, দাদা, আপনি আমাদের কাছে খাবেন না বলেছেন?

সারদাকান্ত একটু হেসে বলেন, আগে তুমি বসো তারপর তোমার কথার জবাব দিচ্ছি।

আগে আমার কথার জবাব দিন তারপর বসব।

শিবানী, প্লীজ বসো ; তারপর তোমার সব কথায় জবাব দেবো।

ঠিক তো?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।

শিবানী সামনের চেয়ারে বসতেই সারদাকান্ত বলেন, কখন স্কুল থেকে ফিরলে?

এইতো এখনই।

এত দেরিতে?

আজ স্কুলে একটা মিটিং ছিল বলে ফিরতে দেরি হল।

নতুন চাকরি কেমন লাগছে?

ভালই।

কী ভাল লাগছে? ছাত্রীদের পড়াতে না কি এই বাইশ-তেইশ বছরেই ভাল মাইনের চাকরি করতে?

শিবানী একটু হেসে বলে, আমি আর বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে না, তিন মাস পরেই পঁচিশে পা দেব।

দেখে তো তা মনে হয় না!

আপনাকে দেখেও তো বত্রিশ-তেত্রিশের মনে হয় না ; মনে হয়, ছাব্বিশ-সাতাশ।

সারদাকান্ত হাসতে হাসতে বলেন, বোধহয় আরো কম, তাই না?

আচ্ছা এখন বয়স-চর্চা থাক।

চাকরি কেন ভাল লাগছে, তা তো বললেন না?

শিবানী হাসতে হাসতে বলে, মেয়েদের পড়াতে ভালই লাগছে ; তবে মাইনেটা হাতে পেলে আরো ভাল লাগে।

ঠিক বলেছ ; আমারও এক কথা।

সারদাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে বলেন, দেখো শিবানী হাজার হোক আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন রকমের আদর্শ আছে, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ আছে ; সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে আমাদের সবারই কিছু দুর্বলতাও আছে। তাইতো টাকা পেলে আমাদের ভাল লাগতে বাধ্য।

ঠিক বলেছেন কিন্তু অনেকেই এই সরল সত্য স্বীকার করতে চায় না।

সে তো নিজের সঙ্গে লুকোচুরি।

শিবানী একটু হেসে বলে, সত্যিই তাই।

ও না থেমেই বলে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগে।

তাই নাকি?

BanglaBook.org

অবশ্যই ; তা না হলে রোজ আপনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করি?

সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ও কথা বলবেন না।

শিবানী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, এই বয়সে কি মা-বাবার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক বক করা যায় না কি ভাল লাগে? তাছাড়া আপনার কাছে এলে সময়টা বেশ কেটে যায়।

সারদাকান্ত শুধু একটু হাসেন ; কোন মন্তব্য করেন না।

হাসছেন কী?

শিবানী হাসতে হাসতে বলে, সত্যি বলছি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগে।

তুমি এলে আমারও সময়টা ভালভাবে কাটে।

কলকাতায় কত ভাল ভাল জায়গা আছে। যেখানে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া যায়। ওখানে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখা যায়, এক সঙ্গে বাইরে কত জায়গায় খাওয়া-দাওয়া যায়.....

ওর কথার মাঝখানেই সারদাকান্ত বলেন, হ্যাঁ, ওখানে এইসব সুবিধা তো আছেই।

এখানে কোথায় বেড়াতে যাব? আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটেও যাই, তাহলেও লোকে কত কথা বলবে।

শিবানী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, এইভাবে থাকতে থাকতে সত্যি হাঁপিয়ে উঠছি।

কয়েকদিনের জন্য কোথাও ঘুরে এসো।

একলা একলা কি বেড়াতে যাওয়া যায়?

স্কুলের কোন সহকর্মীর সঙ্গে যাও।

হা ভগবান ! ওদের কথা আর বলবেন না।

একথা বলছো কেন?

শিবানী একটু হেসে বলে, কেউ স্বামীকে ছেড়ে যাবে না, আবার কেউ কেউ ছেলেমেয় বা শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য যেতে পারবে না।

তোমার কোন বয়ফ্রেন্ড নেই?

আপনার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।

কেন?

বয়ফ্রেণ্ড থাকলে আর আমি স্কুলে চাকরি করতেও পারতাম না।

BanglaBook.org

শহরের লোক তো দূরের কথা, বোধহয় ছাত্রীরাও আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো।

এখানকার লোকজন এত কনজারভেটিভ?

হ্যাঁ, এখানকার লোকজন সত্যি খুব কনজারভেটিভ।

শিবানী সঙ্গে সঙ্গে বলে, আপনার সঙ্গে এইসব কথা বলতে বলতে আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম।

আসল কথা মানে?

আপনি আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন তো?

তুমি বিশ্বাস করো, হোটেলে খেতে আমার ভালই লাগছে।

হোটেলের খাবার যতই ভাল লাগুক, আপনি আমাদের সঙ্গেই খাবেন।

সারদাকান্ত হাসতে হাসতে বলেন, একি তোমার অর্ডার?

অর্ডার না, আমার অনুরোধ।

এরপর আমি যদি কোন অনুরোধ করি, তুমি মেনে নেবে?

নিশ্চয়ই মেনে নেবো।

মনে থাকবে?

হ্যাঁ, থাকবে।

ঠিক আছে। কাল থেকে আমি তোমাদের কাছেই খাবো।

শিবানী একটু হেসে বলে, আশা করি, ভবিষ্যতেও আমার অনুরোধ মেনে নেবেন।

সারদাকান্তও একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, মেনে নেবো।

আনন্দপল্লির সবার মুখেই সারদাকান্তর প্রশংসা। প্রশংসা না করার কোন কারণ ছিল না। সবাই দেখেছে, উনি কীভাবে ভাইকে বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। নিজে বিয়ে না করলেও ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছেন ও তাঁদের আনন্দের জন্য, সুখের জন্য উনি কি না করেন।

বরদাকান্ত তো সবাইকেই বলেন, দাদাই আমার বাবা, দাদাই আমার দেবতা।

মালা তো হাসতে হাসতে সুনন্দাকে বলেন, তুমি ভাবতে পার, আমি আজ পর্যন্ত স্বামীর দেওয়া একটা শাড়িও ব্যবহার করিনি।

সুনন্দাও একটু হেসে বলে, সবই দাদার দেওয়া?

তবে কী?

BanglaBook.org

উনি একটু থেমে বলেন, আমার আলমারী উপচে পড়ছে দাদার দেওয়া কাপড়-চোপড়ে।

সত্যি আমি ভাবতে পারি না, ভাসুর এত ভাল হয়।

সুনন্দা, তুমি বিশ্বাস কর। আমি ওঁনাকে কখনই ভাসুর মনে করি না ওঁনাকে আমি দাদার মতোই শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। দাদাও আমাকে নিছক ছোটবোন মনে করেন।

তুমি সত্যি লাকী।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুনন্দা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, দাদার কোন সখ আছে?

আগে ছুটিতে বাড়ি এলে দাদা আমাদের দু'জনকে নিয়েই মেতে থাকতেন ; তবে ইদানীং দু'তিন বছর দাদা প্রত্যেক ছুটিতে দু'এক সপ্তাহের জন্য কোথাও না কোথাও বেড়াতে যান।

হাজার হোক ব্যাচেলার ; এইটুকু সখ তো থাকতেই পারে।

একশ' বার থাকতে পারে।

মালা একটু থেমে বলেন, বেড়াতে যেতে আমরাও দাদাকে উৎসাহ দিই।

বরদাকান্ত বাড়ির সামনেই আনন্দকে দেখে বলেন, ডাক্তারদা আছেন?

হ্যাঁ, আছেন।

কী ব্যাপার? কেউ অসুস্থ নাকি?

মালা বলেন, না, কেউ অসুস্থ না ; অন্য একটু জরুরী দরকার আছে।

আপনারা বসুন, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

আনন্দর বাবা ড্রইংরুমে পা দিয়েই ওঁদের দেখে বলেন, কী ব্যাপার? হঠাৎ তোমরা দু'জনে এসে হাজির।

বরদাকান্ত বলেন, আপনার সঙ্গে একটু জরুরী আলোচনা আছে।

BanglaBook.org

ডাক্তার সাহেব পাশে বসতেই মালা একটা খাম ওঁর হাতে দিয়ে বলেন, চিঠিটা পড়ে দেখুন।

হ্যাঁ, পড়ছি।....

ভাই মালা, তোমার ও তোমার স্বামীর পরম শ্রদ্ধেয় ও পরম প্রিয় দাদা আমাদের বাড়িতেই থাকেন। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। মা-বাবার

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে কষ্ট হয় বলে আমাকেই তোমাদের দাদার দেখাশুনা করতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে তোমাদের দাদাকে খুব কাছ থেকে দেখছি ও তাঁর সঙ্গে নানা সময় নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। দীর্ঘদিন মেলামেশা করতে করতে তোমাদের দাদাকে আমি শুধু শ্রদ্ধা করি না, তাঁকে আমি ভালবাসিও।

তোমাদের দাদাও আমাকে ভালবাসেন কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার বহু সুযোগ পেয়েও উনি কোনদিন সৌজন্য, ভদ্রতা ও সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম করেন নি। যে মানুষটি আমাকে ভালবাসেন ও সুযোগ পেয়েও আমার নারীত্বের অবমাননা করেননি, তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

এখন তোমাদের দাদাও আমাকে বিয়ে করতে চান, আমি তো অবশ্যই ওঁকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু উনি লজ্জায় দ্বিধায় তোমাদের কিছু জানাতে পারছেন না। তাইতো আমিই নিরুপায় হয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখছি।

আমি আরো দু'একটি বিষয় স্পষ্ট করে তোমাকে জানাতে চাই। আমি বি.এ.-বি.এড. পাশ করে এখানকার মেয়েদের একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়াই। আমার বাবা অবসরপ্রাপ্ত হেড মাস্টার পেনশন পান। তাছাড়া পৈতৃক সূত্রে বাবা কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছেন। বাবার গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পৈতৃক সূত্রে পাওয়া টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে ; অর্থাৎ বাবা-মা আমার অর্থের প্রত্যাশী না। তাইতো আশা করি, তোমাদের দাদার মতো আমিও তোমাদের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করতে পারবো। আর হ্যাঁ, তোমরা দু'জনেই ওঁর একান্তই পরমপ্রিয় ভাই ও বোন। সুতরাং উনি কখনই কোন অবস্থাতেই তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করতে পারবেন না।

সব শেষে জানাই, তোমাদের সম্মতিতে যদি আমাদের বিয়ে হয়, তাহলে তোমার স্বামী আমার প্রিয় ভাই ও তুমি আমার আদরের বোন হবে। আমার কোন ভাইবোন নেই ; তাইতো তোমাদের মতো ভাই ও বোন পেলে আমি যে কি খুশি হবো, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা দু'জনে কয়েক দিনের জন্য এখানে এসো। কয়েক দিন আমাকে দেখো, আমার ও মা-বাবার সঙ্গে কথা বলো। ইচ্ছা করলে আমাদের প্রতিবেশী ও আমাদের দু'জনের স্কুলের কয়েকজন

BanglaBook.org

শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলে আমাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা জেনে নাও। তারপর তোমরা দু'জনে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও। ইচ্ছা করলে তোমাদের কোন প্রিয় অভিভাবক-স্থানীয় কাউকে নিয়েও আসত পার। তবে দেরি করো না।

তোমরা দু'জনে আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিও।

—শিবানী

চিঠিটা পড়ে সেণ্টার টেবিলে রাখতেই বরদাকান্ত বলেন, ডাক্তারদা, চিঠিটা পড়ে আপনার কি মনে হল।

আমি বলব, তোমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এগিয়ে যাও। ছোট ভাইকে জীবনে ও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর বড় ভাইয়ের বিয়ে করা কোন অন্যায় কাজ না।

না, না, তা কেন হবে।

মালা বলেন, দাদা, চিঠিটা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। যে মেয়ে এত খোলাখুলি সবকিছু লিখতে পারে, সে কখনই খারাপ হতে পারে না, তাই না?

হ্যাঁ, বৌমা, তুমি ঠিক বলেছ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সারদা তোমাদের সুখী করেছে; এখন তোমাদের দায়িত্ব তাঁকে সুখী করা।

বরদাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ডাক্তারদা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। দাদার বিয়ে দিয়ে ওদের দু'জনকেও আমরা সুখী করবোই।

মাস তিনেক পরই সারদাকান্তর বিয়ে হল শিবানীর সঙ্গে।

BanglaBook.org

॥ এগারো ॥

এই ক'বছরের মধ্যে কত কি ঘটে গেল।

মানুর ফাইন্যাল পরীক্ষার আগেই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে লার্সন-টুবরোতে চাকরি হল মাসিক পচাত্তর হাজার টাকার মাইনেতে। পরীক্ষা শেষ হবার পর দিনই ওকে মুম্বাই যেতে হয় বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য। ভাগ্যক্রমে পোস্টিং হল কলকাতাতেই।

মানুকে কাছে পেয়ে মহাখুশি ওর মা, ছোটমা আর ডাক্তার কাকা।

আনন্দে খুশিতে ও গর্বে নন্দিতা, বৈশাখী আর তপুর মুখে সব সময় মানুদার কথা। সুবিমলকাকু মানুর সম্মানে ওদের সবাইকে মহাভোজ দিলেন ক্যালকাটা ক্লাবে।

এরই মধ্যে তপু আর বৈশাখীও খুব ভালভাবে শুধু এম. এ. পাস করলো না, বছর ঘোরার আগেই কলেজ সার্ভিস কমিশনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে চাকরি পেলো কলেজে। বৈশাখী জয়েন করলো হাওড়া গার্লস কলেজে আর তপু যোগ দিলো দমদম মতিঝিল কলেজে।

এই আনন্দের জোয়ারের মধ্যেই হঠাৎ ছন্দপতন।

হ্যালো, ডাক্তার কাকা?

হ্যাঁ।

আমি নন্দিতা...

হ্যাঁ, বল।

বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন ; আপনি শিগগির আসুন।

আমি এখুনি আসছি।

পালস্, হার্ট, ব্লাড প্রেসার দেখার পরই ই-সি-জি হয়।

সুবিমলবাবু ও তাঁর স্ত্রী প্রায় একসঙ্গেই বলেন, ডাক্তারদা, কেমন দেখলেন?

আমি এখুনি ওকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাবো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন।

ইন্দ্রবাবু সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং হোমে ফোন করে বলেন, আই-সি-সি-ইউ' এর একটা কেবিন রেডি করো। আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এখুনি আসছি।

নির্মলবাবুকে আই-সি-সি-ইউ'তে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ইর্মাজেন্সী ড্রিল। অক্সিজেন, স্যালাইনের সঙ্গে মেশানো ইনজেক্শন ছাড়াও ওঁকে দুটো ইনজেকশন দেওয়া হয়। তাছাড়া ই-সি-জি মনিটর তো চলছেই। দু'জন ডাক্তার আর দু'জন নার্স ছাড়া ভিতরে শুধু সুবিমলবাবু ; বাইরে নন্দিতা ও তার মা ছাড়া সুবিমলবাবুর স্ত্রী।

অভাবনীয় উৎকণ্ঠায় সময় কাটে সবারই।

পয়তাল্লিশ মিনিট পরে ই-সি-জি মনিটর দেখে সুবিমলবাবু ইন্দ্রবাবুর কানে বলেন, ডাক্তার দা, একটু বেটার মনে হচ্ছে না?

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

আরো আধঘণ্টা পরে ওরা দু'জনে বেড়িয়ে আসতেই নন্দিতা বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, ডাক্তার কাকা, কি অবস্থা?

মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে মেঘ কেটে যাচ্ছে।

নির্মলবাবুর স্ত্রী বলেন, দাদা, বিপদ কি কেটে গেল?

না, বিপদ কাটেনি ; তবে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তিন দিন পরে বলা যাবে, বিপদ কাটলো কিনা।

তিন দিনই কি ওকে আই-সি-সি-ইউ'তে রাখবেন?

হ্যাঁ, এখানে রাখাই ভাল হবে।

ইন্দ্রবাবু আবার ভিতরে যান। মিনিট পনের পরই উনি নির্মলবাবুর মুখের সামনে মুখ হাত তুলে কি যেন ইসারা করেন। বাইরের সবাই অবাক হয়ে দেখেন কিন্তু কেউই ঠিক বুঝতে পারেন না কি ব্যাপার। একটু পরে ইন্দ্রবাবুর সহকর্মী ডাঃ রায় বাইরে বেরুতেই সবাই ওকে ঘিরে ধরেন কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই ডাঃ রায় একটু হেসে বলেন, উনি চোখ খুলে তাকাতেই ইন্দ্রদা ওকে ইসারায় বলেন, সব ঠিক আছে।

সুবিমলবাবু প্রশ্ন করেন, তার মানে হি ইজ ইমপ্রুভিং?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অনেকটা ভাল।

ইতিমধ্যে দশ-পনের মিনিটের ব্যবধানে মানু আর তপু নার্সিং হোমে পৌঁছয়। একটু পরে ইন্দ্রবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের দু'জনকে বলেন, কে খবর দিলো?

ছোট মা।

তপু বলে, আমাকেও মা খবর দিলো।

নির্মলবাবুর স্ত্রী বলেন, ডাক্তারদা, উনি কেমন আছেন?

অনেক ভাল ; চলুন সবাই মিলে কফি খাই।

ওরা সবাই যখন কফি খাচ্ছেন, তখনই বৈশাখী এসে হাজির। ওকে দেখেই ইন্দ্রবাবু বলেন, তোমাকে কে খবর দিলো?

ছোট মা।

ও!

ডাক্তারকাকা, নির্মলকাকা কেমন আছেন?

একটু ভাল না থাকলে কি সবাইকে নিয়ে কফি খেতে বসি?

ইতিমধ্যে একজন সিস্টার বৈশাখীর হাতে কফির কাপা তুলে দেন।

BanglaBook.org

কফির পর্ব মিটতেই ইন্দ্রবাবু বলেন, সুবিমল, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

হ্যাঁ, ওরা দু'জনে কেবিনের ভিতরে যান। একটু পরেই কি একটা রিপোর্ট হাতে করে ডাঃ রায় ভিতরে ঢুকেই ওটা ইন্দ্রবাবুকে দেন। উনি রিপোর্ট দেখেই ট্রে থেকে দুটো ইনজেকশন তুলে একজন সিস্টারকে দিয়ে বলেন, পনের-কুড়ি মিনিটের গ্যাপে এই ইনজেকশন দুটো দিতে হবে।

সিস্টার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

আবার একবার সবকিছু ভালভাবে দেখে শুনে ইন্দ্রবাবু সুবিমলবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে এসে নন্দিতাকে বলেন, প্রফেসর এখন ভালই আছে ; তোমরা এখন বাড়ি যাও। বিকেলে তুমি আর তোমার মা ভিতরে গিয়ে ওকে দেখে এসো।

নন্দিতার মা বলেন, ডাক্তারদা, ভয়ের কিছু নেই তো?

এখন তো ভালই আছেন ; আশা করি, আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করবেন।

দিন সাতেক পরই নির্মলবাবু হাসি মুখে বাড়ি ফিরলেন।

নন্দিতা দশ দিন পর আবার কলেজ যাওয়া শুরু করে।

তিনটে নাগাদ কলেজ থেকে ফিরতেই তপুকে ডেকে পাঠান ওর বড়মা।

বড়মা, আপনি আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ, বাবা।

বলুন, কি করতে হবে?

তোর বাবা একটু পরেই নার্সিং হোম যাবে। তাই তুই কি আমাকে আর তোর মাকে নিয়ে নন্দিতাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারবি?

তপু একটু হেসে বলে, কেন পারবো না।

তাহলে তুই একটু খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করার পর.....

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তপু বলে, এখন আবার কি বিশ্রাম করবো ! আপনারা কখন যেতে চান?

তোর বাবা বেরিয়ে যাবার পর পরই আমরা যাবো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, প্রফেসর ঠাকুরপোকে তো নার্সিং

BanglaBook.org

হোমে দেখতে যাইনি, তাই ওর কাছে কিছুক্ষণ থাকবো বলেই চারটে নাগাদ যাবো।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

তপু মা-বড়মাকে নিয়ে নন্দিতাদের বাড়ি পৌঁছবার পর পরই বৈশাখী আর তার মা-বাবা এসে হাজির।

নির্মলবাবু এক গাল হেসে বলেন, সবাই একসঙ্গে ! এমন সৌভাগ্য তো বিশেষ হয় না।

চিত্রা বলেন, আমি আর দিদি তো আপনাকে নার্সিং হোমে দেখতে যেতে পারিনি, তাই আমরা এলাম।

সুবিমলবাবু বলেন, আমি কাল বোম্বে গিয়েছিলাম ; এখুনি ফিরলাম।

বৈশাখী বলে, মা আমাকে কলেজ থেকে তুলে নেবার পর আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বাবাকে নিয়ে এলাম।

নির্মলবাবু ওর স্ত্রীকে বলেন, এদের একটু চা দিতে বলো।

হ্যাঁ, বলছি। ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, জানো বড়দি, দিনরাত্তির শুধু মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ওর হার্ট অ্যাটাক হল। মেয়ে বুদ্ধিমতী, লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি করছে। ওকে নিয়ে এত চিন্তা করার কি আছে, তা বুঝি না।

নির্মলবাবু বলেন, বড় বৌদি, আমরা তো চিরকাল বেঁচে থাকবো না ; মেয়েটা কি চিরকাল একলা একলাই থাকবে?

উনি ওঁর একটা হাত ধরে বলেন, প্রফেসর ঠাকুরপো, তুমি নন্দিতাকে নিয়ে এত চিন্তা করবে না। ও তো আমাদেরও আদরের মেয়ে ; আমরা নিশ্চয়ই কিছু করবো।

সুবিমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বড় বৌদি, ঠিক বলেছেন।

কিন্তু.....

চিত্রা বলেন, ঠাকুরপো, দিদির উপর তো আপনার আস্থা আছে?

একশ'বার আস্থা আছে কিন্তু...

এই বললে আমার উপর আস্থা আছে আবার কিন্তু?

নির্মলবাবুর স্ত্রী ওর স্বামীকে বলেন, বড়দি যখন বলছেন, ওরা যাহোক কিছু করবেন, তখন আমাদের চিন্তা কি?

ঠিক আছে ; বড় বৌদি যখন বলছেন, তখন আমি আর মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে অত চিন্তাভাবনা করবো না।

BanglaBook.org

ওখানে আরো কিছুক্ষণ কাটাবার পর ওরা সবাই ওদের বাড়ির বাইরে আসতেই সুবিমল বলেন, বড় বৌদি, আপনারা আমাদের বাড়ি ঘুরে যাবেন নাকি?

না, ভাই, এখন তোমাদের বাড়ি যাবো না ; তোমরাই আমাদের সঙ্গে চলো। জরুরী কথা আছে।

হ্যাঁ, চলুন।

কৃষ্ণা বলেন, বড়দি, আপনার দেওর আর বৈশাখী আপনার ওখানে যাক। আমার ছোটভাই দুবাই থেকে ফোন করবে ; তাই আমি আর যাচ্ছি না।

ঠিক আছে।

চিত্রা, দেখো তো ডাক্তার ঠাকুরপো এসেছে কিনা।

তপু সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাবার গাড়ি তো দেখলাম ; নিশ্চয়ই এসেছেন। বড়মা, বাবাকে ডাক দেবো?

হ্যাঁ, বাবা, ওকে ডেকে আনতো।

সবাই জমায়েত হতেই বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে, বড়মা, কি ব্যাপার যে সব প্রিয় পাত্রদের ডেকে আনলেন?

তোর আর তপুর বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক করবো বলেই সবাইকে.....

সবার মুখেই হাসি।

বৈশাখীও হাসতে হাসতে বলে, এছাড়া কি আর কিছু আলোচনার নেই?

আছে ; তবে আগে তোদেরটা ঠিক করার পর।

চিত্রা বলেন, দিদি, আপনি আর ঠাকুরপো ঠিক করুন, কবে ওদের বিয়ে হবে। আপনারা যা ঠিক করবেন, তাতেই আমাদের মত আছে।

ডাক্তার ঠাকুরপো, চিত্রা কি ঠিক বলেছে?

হ্যাঁ, বৌদি, ও ঠিকই বলেছে।

এবার উনি সুবিমলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ঠাকুরপো, তোমরা কি এই বিয়েতে রাজি?

একশ'বার রাজি।

উনি না থেমেই হাসতে হাসতে বলেন, বড় বৌদি, আপনি বললে, আমরা কালই ওদের বিয়ে দিতে পারি।

BanglaBook.org

বৈশাখী বলে, বড়মা, মানুদার বিয়ের আগেই কি আমাদের বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে?

এবার ওর বড়মা এক গাল হেসে বলেন, আমি দু'দিন আগে ডাক্তার ঠাকুরপো আর চিত্রার সামনেই মানুকে বলি, আমাদের ইচ্ছা নন্দিতার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, মানুদা কি বলল?

ও বলল, আমি নন্দিতাকে বিয়ে করার কথা কোনদিন ভাবিনি কিন্তু আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবো, ওকে আমি খুবই ভালবাসি ; নন্দিতাও আমাকে অসম্ভব ভালবাসে। যদি আপনারা বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওকে বিয়ে করতে রাজি।

বড়মার মুখে মানুদার কথা শুনেই খুশিতে ঝলমল করে ওঠে তপু, আর বৈশাখী তো আনন্দে খুশিতে হাততালি দিতে শুরু করে।

ঠাকুরপো, তুমি বাড়ি যাবার পথে নির্মল ঠাকুরপো আর ওর বউকে এই খবরটা দিয়ে দিও।

হ্যাঁ, বড় বৌদি, আমি এখনই খবরটা নির্মলদাদের বলছি।

সুবিমল মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, নিজের মেয়ের বিয়ের চাইতে মানুর সঙ্গে নন্দিতার বিয়েতে বেশি খুশি হবো।

দোতলায় তপুর ঘরে বসেই আসন্ন বিয়ের তিন পাত্রপাত্রী নন্দিতাকে নিয়েই কথা বলছিল।

বৈশাখী বলে, জানো মানুদা, আমি আর তপু বহুদিন ধরেই বলাবলি করেছি, তোমার সঙ্গে নন্দিতাদির বিয়ে হলে খুব ভাল হয়। নন্দিতাদির মতো অসম্ভব ভাল একটা মেয়ে একলা একলা জীবন কাটাবে, তা আমরা কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না।

তপু বলে, তাছাড়া তোমাদের দুজনের আশ্চর্য সুন্দর সম্পর্কের কথা ভেবে আমাদের দু'জনেরই স্থির বিশ্বাস, তোমাদের বিয়ে হলে শুধু তোমরা দু'জনে না, সবাই সুখী হবে।

ঠিক সেই সময় ওখানে নন্দিতা এসে হাজির।

কেউ কিছু বলবার আগেই ও অবাক হয়ে বলে, মানুদা, একি শুনছি?

কি শুনেছিস?

তুমি নাকি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছ?

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মানু উঠে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, এক কথায় রাজি হয়েছি।

কিন্তু আমি তো বিধবা?

মানু দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে চোখের পর চোখ রেখে বলে, নন্দিতা, আমি দু'হাত জোড় করে তোকে অনুরোধ করছি, তুই জীবনে কোনদিন 'বিধবা' শব্দটা উচ্চারণ করবি না।

কিন্তু....

না, নন্দিতা, কোন কিন্তু নেই।

ও এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, তুই খুব ভাল করেই জানিস, আমি তোকে কত ভালবাসি। তোর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা আমি যত অনুভব করি, তা বোধ হয় আর কেউ করে না। তুইও ঠিক একই রকমভাবে আমাকে ভালবাসিস। আমার মনের কথা তুই যত জানিস বা অনুভব করিস, তা আর কেউ জানে না, বোঝে না। তাইতো...

মানুদা !

নন্দিতা আর কিছু বলতে পারে না ; আনন্দে বিস্ময়ে ওর চোখে জল আসে।

মানু ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েই দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, আমরা হাসিতে-খুশিতে আনন্দে জীবন ভরিয়ে দেব ; প্লীজ চোখের জল ফেলিস না।

নন্দিতাও দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের পর মাথা রাখে।

আনন্দে খুশিতে চোখের জল ফেলে তপু আর বৈশাখী।